দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৫৩ ॥ ২০ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ৭ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১০ শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মূল্য ৫ টাকা

উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থীকে অপরহরণের ঘটনা দুঃখজনক : প্রতিমন্ত্রী পলক

রাজশাহী প্রতিনিধি : স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের জের ধরে শ্যালক লুৎফুল হাবিব রুবেলের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দেলোয়ার হোসেনকে অপহরণ এবং নির্যাতনের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেছেন, পুলিশ নিরপেক্ষভাবে এবং সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্তভাবেই এই মামলার তদন্ত করছে। তার প্রেক্ষিতে যাই তদন্তে আসবে এবং এ ঘটনায় যারাই জড়িত থাকবে বা দোষী সাব্যস্ত হবে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেবে। সেই ঘটনায় যদি আমার ভাই বা আমার কোনো আত্মীয় বা আমার সংগঠনের কোনো নেতা-কর্মী বা পদের কেউ থাকে তাহলে আমি হস্তক্ষেপ করবো না। গতকাল শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দেলোয়ার হোসেনকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এই কথা বলেন।

কৃষকদের গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষি সমৃদ্ধ হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা রাজনৈতিক নয় জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অগ্নিসন্ত্রাস, অস্ত্রপাচার, গ্রেনেড হামলাসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। তারা অপরাধ করেছে, আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে গণভবনে কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সংগঠনটির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনা বলেন, আজকে (বিএনপি) সব জায়গায় কান্নাকাটি, বলছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা। তাদের জিজ্ঞেস করতে হবে মামলাগুলো কীসের মামলা? ...অগ্নিসন্ত্রাস, অস্ত্রপাচার, গ্রেনেড হামলাসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলা। তারা অপরাধ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেটাই তো বাস্তবতা। তিনি বলেন, তারা তিন হাজার ৮০০ গাড়ি পুড়িয়েছে, বাস, লঞ্চ, রেল পুড়িয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে না তো কী হবে? ওদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা তো পলিটিক্যাল (রাজনৈতিক) মামলা না, প্রত্যেকটা মামলা হচ্ছে অগ্নিসন্ত্রাসের মামলা, তারা মানুষ হত্যা করেছে আগুন দিয়ে, ২৮ অক্টোবর যে ঘটনা তারা ঘটালো, নির্বাচন ঠেকাতে গিয়ে রেলে আগুন দিয়ে মা-শিশুকে পুড়িয়ে মেরেছে, যারা এগুলো করলো তাদের বিরুদ্ধে কি মামলা হবে না? তাদের কি মানুষ পূজা করবে? এসব মামলার বিচারকাজ আরও দ্রুত শেষ করে জড়িতদের শাস্তি দিয়ে দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী। আওয়ামী লীগ প্রতিশোধপরায়ণ নয় বিধায় বিএনপি এখনো কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তাদের ভাগ্য ভালো আমরা ক্ষমতায় আছি, আমরা তাদের মতো প্রতিশোধপরায়ণ না দেখে তারা এখনো কথা বলার সুযোগ পায়। তারা সারাদিন কথা বলে মাইক লাগিয়ে, তারপর বলবে কথা বলার সুযোগ পায় না। বিরোধী দলে থাকার সময়কার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ অফিসে তো আমরা ঢুকতেই পারতাম না। কীভাবে তারা অত্যাচার করেছে আমাদের ওপর, আমরা তো তার কিছুই করিনি। আমরা প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত থাাকিনি। আমরা আমাদের সব শক্তি-মেধা কাজে লাগিয়েছি দেশের উন্নয়নে, দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে। সারাদেশের জেলের সব অপরাধীই বিএনপির দলীয় কি না, এমন প্রশ্ন রেখে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তারা (বিএনপি) যেভাবে বলছে ৬০ লাখ লোক তাদের গ্রেপ্তার, ৬০ লাখ তো আমাদের জেলের ধারণক্ষমতাও নেই। তারপরও যতটুকু ধারণক্ষমতা আছে, সবই বিএনপির লোক- এটাই তো তারা বলতে চাচ্ছে। তার মানে বাংলাদেশে যত অপরাধ সব অপরাধ করে বিএনপি। তিনি বলেন, কান্নাকাটি করে সব জায়গায় বলছে এত লক্ষ লোক তাদের ২-এর পাতায় দেখুন

বেঁধে দেয়া দামে বিক্রি হচ্ছে না সয়াবিন তেল

স্টাফ রিপোর্টার : ভোজ্য তেলের ওপর থেকে মূল্য সংযোজন কর (মূসক-ভ্যাট) প্রত্যাহারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে সয়াবিন তেলের নতুন দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু, ভোজ্য তেলের 'যৌক্তিক মূল্য' নির্ধারণ করে দিলেও তা মানার ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না ব্যবসায়ীদের মধ্যে। বাজারে গিয়ে দেখা যায় নির্ধারিত মূল্যের চাইতেও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে সয়াবিন তেল। দাম নেবার কারণ জানতে চাইলে দায়সারা উত্তর ব্যবসায়ীদের। গত (১৮ এপ্রিল) দুপুরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভোজ্য তেলের দাম নির্ধারণ নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন দাম ঘোষণা করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। সংবাদ সম্মেলনে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটারে ৪ টাকা বাড়িয়ে ১৬৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাঁচ লিটারের সয়াবিন তেলের বোতলের দাম ১৮ টাকা বাড়িয়ে ৮১৮ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া খোলা সয়াবিন তেলের দাম দুই টাকা কমিয়ে ১৪৭ টাকা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বাজারে গিয়ে দেখা গেছে সরকার নির্ধারিত মূল্যের কোন তোয়াক্কা করছে না দোকানীরা। প্রতি লিটার খোলা ২-এর পাতায় দেখুন

অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে -পিআইডি

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী : অর্থমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু করেছেন। গতকাল শুক্রবার ঢাকায় প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে অর্থমন্ত্রী এ কথা বলেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপের স্প্রিংমিটিং-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতে অর্থমন্ত্রী মাহমুদ আলী এখন ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এবং মাহমুদ আলীর বর্ণাঢ্য কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্মজীবন সংক্ষেপে তুলে ধরেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছেন এবং তার ২-এর পাতায় দেখুন

শিপ রিসাইক্লিং শিল্পে কমপ্লায়েন্স নিয়ে আলোচনা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের শিপ রিসাইক্লিং বা জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে হংকং কনভেনশন ২০09 দ্রুত কমপ্লায়েন্স বা প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানার সঙ্গে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (আইএমও) ও উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকারী দেশ। জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছানো জাহাজের ২-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় গ্রিডে গ্যাস দিতে ৪৮টি কূপ খনন করতে চায় পেট্রোবাংলা

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে ৬১৮ এমএমসিএফডি (মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট পার ডে) গ্যাস যুক্ত করার আশায় দেশের বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে মোট ৪৮টি কূপ খনন সম্পন্ন করতে চায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন পেট্রোবাংলা। আগামী বছরের মধ্যে পেট্রোবাংলার নিজস্ব কোম্পানি ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ কাজ করা হবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পেট্রোবাংলার এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা সময়মতো পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের বিষয়ে বেশ সিরিয়াস এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে আমরা সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া এড়াতে বাধ্যতামূলক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার বিধান থেকে ছাড় চাইব।' বিদ্যুৎ, শিল্পসহ বিভিন্ন খাত যখন গ্যাস সংকটের সম্মুখীন তখন জাতীয় গ্রিডে ৬১৮ এমএমসিএফডি বা প্রতিদিন ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সরকারি নথি অনুসারে, পরিকল্পিত ৪৮টি কূপের মধ্যে ২৩টি বাপেক্সের (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড) রিগ (কূপ খননযন্ত্র) ব্যবহার করে খনন করা হবে। বাকি ২৫টি ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় বিদ্যমান অনশোর গ্যাসক্ষেত্রগুলোতে ঠিকাদারদের দ্বারা খনন করা হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পেট্রোবাংলার আরেক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, 'স্থানীয় গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের চলমান পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এসব কূপ খনন করা হবে।' তবে সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু কূপের অনুমোদন প্রক্রিয়া বাকি থাকায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। সূত্র জানায়, রিজার্ভ কমে যাওয়ায় গ্যাসের উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে পেট্রোবাংলা এ কর্মসূচি হাতে নেয়। দেশের মোট ২৯টি ২-এর পাতায় দেখুন

কমলাপুর রেলস্টেশনে ঢাকাফেরা মানুষের উপচেপড়া ভিড়

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি শেষে কর্মব্যস্ত রাজধানীতে ফিরছে মানুষ। সড়ক, নৌপথের পাশাপাশি ট্রেন স্টেশনেও দেখা গেছে উপচেপড়া ভিড়। অনেকেই পরিবার গ্রামে রেখে ঢাকায় ফিরেছেন আগে। এখন সন্তানদের নিয়ে ফিরছেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। গতকাল শুক্রবার সরেজমিনে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকাফেরা যাত্রীদের উপচেপড়া ভিড় দেখা গেছে। এসব যাত্রী গ্রাম থেকে আসায় ব্যাগভর্তি বিভিন্ন ধরনের কাঁচা শাক-সবজি ও অন্যান্য জিনিসপত্র আনতে দেখা গেছে। গতকাল শুক্রবার যারা ঢাকা ফিরেছেন তারা গত ৯ এপ্রিল অগ্রীম টিকিট কেটেছিলেন। এসব যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন বাড়িতে থেকে অনেকটা মায়ায় পড়েছেন তারা। পরিবারের অন্য সব সদস্যদের সঙ্গে ২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি পথহারা পথিকের মতো দিশেহারা : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি এখন পথহারা পথিকের মতো দিশেহারা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ কৃষক লীগের ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর খামারবাড়িতে অবস্থিত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (কেআইবি) অডিটোরিয়ামে এ সভার আয়োজন করা হয়। সেতুমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে নিয়ে কথায় কথায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন মহাবিপদ। মহাবিপদে আছে বিএনপি। নেতা লন্ডনে, কর্মীরা হতাশ। কী করবে? হাল ধরার কেউ নেই। বিএনপি পথহারা পথিকের মতো দিশেহারা। এ দলের ভবিষ্যৎ আছে বলে কর্মীরাও বিশ্বাস করে না। তিনি আরও বলেন, তবে এ দলকে নিয়ে মাথাব্যথার কারণ একটা আছে। এরা সাম্প্রদায়িক শক্তির ঠিকানা। এরা জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক। এরা এ দেশে অর্থপাচার-দুর্নীতির রাজা। কাজেই এ অপশক্তিকে রুখতে হবে। এ দেশের উন্নয়ন, নিরাপত্তা, গণতন্ত্র, সার্বিক অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বিএনপি। এদের প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। এদের রুখতে হবে। বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এ অপশক্তিকে রুখতে হবে একসঙ্গে। এটাই হোক কৃষকলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রত্যয়, শপথ, অঙ্গীকার। কৃষক লীগের সভাপতি ২-এর পাতায় দেখুন

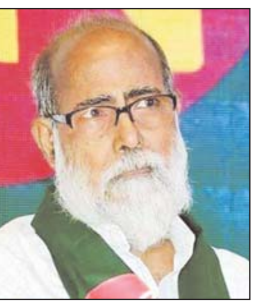

জাতীয় পতাকার নকশাকার শিব নারায়ণ দাস আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নকশাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাস আর নেই। গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি স্ত্রী ও ১ ছেলেসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে ২-এর পাতায় দেখুন

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত শুক্রবার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সরকারি অনুদানে চলচ্চিত্র বাছাইয়ের কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করে -পিআইডি

শিশু হাসপাতালের আগুন নিয়ন্ত্রণে রোগীর স্বজনদের মাঝে আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা শিশু হাসপাতালে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের স্বজনরা আতঙ্কিত হয়ে হাসপাতালের নিচে অপেক্ষা করছেন। গতকাল শুক্রবার দুপুর ২টা ২৮ মিনিটে আগুন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এরআগে দুপুর ১টা ৪৭ মিনিটে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস।

পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া কর্মকর্তা শাহজাহান শিকদার। হাসপাতালের পঞ্চম তলায় কার্ডিয়াক বিভাগে থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আগুনের কারণে ঢাকা শিশু হাসপাতালের ভেতরে ধোঁয়ায় অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সে কারণে হাসপাতালের ওপরের তলাগুলোর অনেক রোগীকে নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে।

পথের পাশের বাহারি শরবতে স্বাস্থ্যঝুঁকি কতটা?

স্টাফ রিপোর্টার : নগরীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। উত্তপ্ত হচ্ছে চারপাশ, ক্লান্ত হচ্ছে জনজীবন। ব্যস্ত নগরীতে রোদে পুড়ে একটু শীতলতা খুঁজে বেরাচ্ছে নগরবাসী। তীব্র গরমে কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠা শ্রমজীবীরা প্রাণ জুড়াতে হাতে তুলে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের পানীয়। স্বচ্ছল মানুষেরা বিভিন্ন জুসবার বা ডাবের পানিতে তৃষ্ণা মেটালেও স্বল্প আয়ের মানুষের ভরসা রাস্তার পাশের রকমারি শরবতের দোকানগুলো। এসব দোকান থেকে নানা রকম ঠান্ডা পানীয় পান করে তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন তারা। তৃষ্ণা মেটালেও প্রশ্ন থেকে যায়, পথের ধারের এসব পানীয় কতটা নিরাপদ? কী ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছেন নগরীর স্বল্প আয়ের এই মানুষগুলো যারা জেনে বা না জেনে কিংবা সাধ্য অনুযায়ী রাস্তার পাশের এসব পানীয়গুলো পান করছেন? রাজধানীর গুলিস্তান, পল্টন ও স্টেডিয়াম এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, রাস্তার পাশে বিভিন্ন রং-বেরঙের ও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের শরবত বিক্রি হচ্ছে পুরোদমে। তাপমাত্রা যত বাড়ছে ততোই বাড়ছে মানুষের আনাগোনা। শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সবাই পান করছে রাস্তার পাশের শরবত। এসময় কথা হয় ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের সঙ্গেই। এসব দোকানে লেবুর শরবত প্রতি গ্লাস ১০ টাকা, প্যাকেটজাত ফ্লেভার দিয়ে বানানো ৫০০ মিলি লিটার বোতলের শরবত ২০ টাকা, বেলের শরবত প্রতি গ্লাস ২০ টাকা ও তোকমাসহ বিভিন্ন ফল দিয়ে বানানো শরবত প্রতি গ্লাস ২০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। উন্মুক্ত স্থানে, ধুলায় আচ্ছন্ন রাস্তায় নোংরা পরিবেশে উন্মুক্তভাবে বিভিন্ন ফল সাজিয়ে রাখা হয়। এগুলো দিয়েই তৈরি হয় ফলের শরবত। সাজিয়ে রাখা খোলা বেলে ধুলোময়লা যাচ্ছে, সেটা দিয়ে শরবত বানান কেনড়জানতে চাইলে এক বিক্রেতা বলেন, এগুলো স্যাম্পল। এগুলো দিয়ে শরবত বানাই না। কিছুক্ষণ পরে তাকে ওই বেল দিয়েই শরবত বানাতে দেখা যায়। আবার প্রশ্ন করলে তিনি কোনও উত্তর দেননি।

রাস্তার পাশে সিএনজি অটোরিকশা থামিয়ে শরবত পান করছিলেন চালক মো. আবুল হোসান। তিনি বলেন সারাদিন রোদের মধ্যে ঘুরতে হয়। আর গাড়ির মধ্যে এমনিতেই গরম হয়ে থাকে। কত আর সহ্য করা যায়। তাই কোথাও থামলে এক গ্লাস লেবুর শরবত খাই, এটা কিছুটা শান্তি দেয়। এই লেবুর শরবত পরিষ্কার পানিতে বানানো হচ্ছে কিনা যাচাই করেছেন কখনওড়এই প্রশ্ন করলে আবুল হোসেন বলেন, হ্যাঁ, এগুলো পরিষ্কার পানি দিয়েইতো বানায়। দোকানদারতো তাই বলেছে। শরবত বিক্রেতা ২-এর পাতায় দেখুন

শিব নারায়ণ দাশের মৃত্যুতে সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের শোক

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অন্যতম নকশাকার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাশের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম, মুক্তিযুদ্ধ'৭১। গতকাল শুক্রবার এক শোক বার্তায় সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নূরুল আলম ও মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবীব ১৯৭১ সালের মূল জাতীয় পতাকার অন্যতম নকশাকার হিসেবে শিব নারায়ণ দাশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, শিব নারায়ণ দাশ ছিলেন জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম অগ্নিসাক্ষী। সেদিনকার ছাত্র লীগের শীর্ষ স্থানীয় একাধিক নেতা জাতীয় পতাকার প্রথম নকশা প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় পতাকার সবুজ জমিনে যে হলুদ মানচিত্রটি স্থান পেয়েছিল, তার অঙ্কন সম্পন্ন করেছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। এই পতাকাটি প্রথম ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা ২-এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহের তীব্রতা বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহের তীব্রতা বাড়তে পারে এবং অব্যাহত থাকতে পারে। তাই তিন দিনের জন্য হিট অ্যালার্ট দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। গতকাল শুক্রবার আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক এ সতর্কবার্তা জানিয়েছেন। তিনি জানান, দেশের ওপর দিয়ে চলমান তাপ প্রবাহ (১৯ এপ্রিল) থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা অব্যাহত থাকতে পারে এবং তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্য এক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ শনিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। বাগেরহাট, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলা সমূহের ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ এবং দিনাজপুর, রাঙ্গামাটি, চাঁদপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলাসহ ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। রোববার (২১ এপ্রিল) সকাল ৯টা পর্যন্ত ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। সোমবার (২২ এপ্রিল) সকাল ৯টা পর্যন্ত ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শনিবার ॥ ২০ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ৭ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা

গরমজনিত অসুস্থতার চিকিৎসা নিতে এসেও গরমে অতিষ্ঠ রোগীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকাসহ দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। এর মধ্যে রয়েছে লোডশেডিংয়ের সমস্যা। হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে গরমজনিত কারণে অসুস্থ রোগীর চাপ। চিকিৎসা নিতে এসেও হাসপাতালে আরেক দফা গরমের সম্মুখীন হতে হচ্ছে রোগী ও তার স্বজনদের। এবার এপ্রিলের শুরু থেকেই তীব্র গরম পড়ছে দেশজুড়ে। ঈদের পর হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হওয়া রোগীদের বেশিরভাগই আসছে হিট স্ট্রোক, জ্বর, সর্দি, ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া নিয়ে। এসব রোগে সবচেয়ে বেশি কাবু হচ্ছে শিশুরা। দীর্ঘ ছুটির পর সামনের সপ্তাহ থেকে খুলবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এভাবে তাপপ্রবাহ চলমান থাকলে শিশুদের জন্য আরও বড় সমস্যা হতে পারে। সুচিকিৎসার জন্য রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোগীরা ভিড় জমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে। সরেজমিনে ৭-এর পাতায় দেখুন

জীবন রক্ষাকারী ওষুধ বাজারজাত করছে মানহীন কোম্পানি

স্টাফ রিপোর্টার : পেটের অসুখ ডায়রিয়া-কলেরা। আক্রান্ত রোগীকে পটাশিয়াম ক্লোরাইড?, সোডিয়াম অ্যাসিটেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণযুক্ত স্যালাইন দিতে হয় শিরায়। জীবন রক্ষাকারী এই স্যালাইন বাজারজাত করছে মান-হীন কোম্পানি। সম্প্রতি নগরের হাজারী গলিতে অনুমোদনহীন স্যালাইন বিক্রি বন্ধে অভিযান চালায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন। আভিযানিক দল বলছে, অনুমোদনহীন স্যালাইন বেচাকেনার তথ্য মিলেছে বিভিন্ন অভিযানে। শুধু স্যালাইন নয়, বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন, ওরস্যালাইন, গ্যাস্ট্রিক আলসারের ওষুধ, ক্যালসিয়াম ও আয়রণ ট্যাবলেট, প্যারাসিটামল, ভিটামিন ট্যাবলেট, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ হুবহু নকল হয়ে যাওয়ায় আসলটাই বেছে নেওয়া দুঃসাধ্য। আটা, ময়দা দিয়ে ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল বানিয়ে বাজারে ছাড়ছে এক শ্রেণির প্রতারক। চট্টগ্রামে ওষুধের পাইকারি বাজার হাজারী গলিতে প্রায়ই ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন সংস্থার অভিযানে উদ্ধার হয় নকল ও ভেজাল ওষুধ। সেখান থেকে জেলা-উপজেলার ফার্মেসিগুলোতে এসব ওষুধ যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ব্যক্তি উদ্যোগে কারখানা গড়ে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী তৈরি করছে মানহীন ওষুধ, পাল্টাচ্ছে মোড়ক, মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ। গত ২০ মার্চ মেহেদীবাগ এলাকায় শহীদ মির্জা গলিতে একটি

ভবনে নকল ওষুধের কারখানার সন্ধান পায় জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। সেখানে অভিযান চালিয়ে জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ নকল ওষুধ। এর মধ্যে রয়েছে Nerve-Dx, Fair Soap, Virogel, Virocon, Vh-Lotion, Uni-Bion, Uni-D3, Uni Vis, J-One, J-Bion, J-Roba, J-Pollen, S-Bole সহ বিভিন্ন ব্রান্ডের ওষুধ। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী কাট্টলী সার্কেলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত সিদ্দিকী বলেন, লাইসেন্স ছাড়া এজেন্ট পরিচালনা, ওষুধ মজুত ও সরবরাহ, নকল ও ভেজাল ওষুধ মজুত, দামের তারতম্য পাওয়া গেছে সেই কারখানায়। এর আগে ২০২৩ সালে হাজারী গলিতে দুটি গোডাউনের তালা ভেঙে ও ছয়টি দোকানে অভিযান চালিয়ে ৪০ লাখ টাকার নিষিদ্ধ ওষুধ জব্দ করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রতীক দত্ত ও আবদুল্লাহ আল মামুন। ২০২২ সালে কোতোয়ালী থানা এলাকার জহুর শপিং সেন্টারে এক ফার্মেসীতে অভিযান চালিয়ে একাধিক কোম্পানির প্রায় ৪ হাজার ভেজাল ওষুধ উদ্ধার করে র‍্যাব। প্যাকেটে বিভিন্ন নামি কোম্পানির স্টিকার লাগিয়ে বাজারে ছাড়া হতো এসব ভেজাল ওষুধ। ২০১৬ সালে র‍্যাব পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত হাজারী গলির ৩১টি দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার আমদানি নিষিদ্ধ, মেয়াদোত্তীর্ণ, ভেজাল ও সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করা ওষুধ জব্দ করে। জরিমানা করা হয় ৫৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা। অভিযানে নকল ওষুধ কারখানার দুই কর্মচারীকে ৭-এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রণালয়ে সভা করে ধানের দাম নির্ধারণ করা হবে : কৃষিমন্ত্রী

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি : সুনামগঞ্জের দেখার হাওরের বোরো ধান কাটার উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুস শহীদ। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টায় সদর উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের পাশে দেখার হাওরের ধান কেটে ধান কাটার উদ্বোধন করেন। এ সময় কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'সরকারিভাবে ধানের দাম নির্ধারণে মন্ত্রণালয়ে সভা করে ধানের দাম নির্ধারণ করা হবে। এতে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা হবে। দাম নিয়ে কেউ জেন সিন্ডিকেট করে ধানের দাম কমিয়ে কৃষকের ক্ষতি করতে না পারে সে বিষয় সরকার সজাগ দৃষ্টি ৭-এর পাতায় দেখুন

বান্দরবানের সেই ব্যাংক ম্যানেজারকে চট্টগ্রামে বদলি

বান্দরবান প্রতিনিধি : বান্দরবানের সোনালী ব্যাংক রুমা শাখার ম্যানেজার নেজাম উদ্দীনকে চট্টগ্রামে বদলি করা হয়েছে, ?যিনি ২ এপ্রিল রাতে কেএনএফ দ্বারা অপহরণের পর ৪ এপ্রিল মুক্ত হয়েছিলেন। গত ৯ এপ্রিল এ বদলির আদেশ হলেও বিষয়টি সম্প্রতি জানাজানি হয়। সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রীতি কুসুম চাকমার সই করা নোটিশে তাকে বদলি করা হয়। নেজাম উদ্দীনের স্থলে সেই শাখার সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ) নারায়ণ দাশকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নোটিশ অনুযায়ী, বান্দরবানের রুমা শাখার নেজাম উদ্দীনকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী শাখার ম্যানেজার (সিনিয়র ৭-এর পাতায় দেখুন

রোজা-ঈদের ছুটি শেষে আগামীকাল রোববার খুলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরের লম্বা ছুটি শেষে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলবে আগামীকাল রোববার (২১ এপ্রিল)। এদিন থেকে যথারীতি প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ ও মাদরাসায় ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হবে। জানা গেছে, গত ২৬ মার্চ দেশের সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছুটি শুরু হয়। এর একদিন আগে ২৫ মার্চ কলেজগুলো ছুটিতে বন্ধ হয়েছিল। আর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসায় ছুটি শুরু হয়েছিল ২২ মার্চ। প্রায় এক মাসের ছুটির পর আবারও শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হবে শিক্ষাঙ্গণ। বছরের শুরুতে প্রকাশিত ছুটির তালিকা অনুযায়ীড়১০ মার্চ থেকে প্রাথমিক ও মাদরাসায় এবং ১১ মার্চ থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছুটি শুরুর কথা ছিল। শিখন ঘাটতি পূরণে মাধ্যমিকে ১৫ দিন ছুটি কমিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে রোজার শুরুতে প্রায় দুই সপ্তাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস চালু ছিল। আর রোজার প্রথম ১০ দিন খোলা রাখার সিদ্ধান্ত জানায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট হলে দফায় দফায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আসে। সর্বশেষ আপিল বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীড়ছুটি সমন্বয় করে রোজায় ১৫ দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা রাখার পক্ষে রায় দেন। আর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীড় প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০ দিনের ছুটি কমানো হয়। একইভাবে সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও মাদরাসায়ও ছুটি কমিয়ে রোজার শুরুর দিকে প্রায় দুই সপ্তাহ ক্লাস চালু রাখে সরকার। তবে ছুটি শেষে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রোববার থেকে পুরোদমে চালু হচ্ছে।

আজ ২ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

স্টাফ রিপোর্টার : গ্যাস পাইপলাইনের জরুরি কাজের জন্য আজ দেশের কয়েকটি স্থানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। গতকাল শুক্রবার এক বার্তায় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড জানিয়েছে, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জের নয়াপুর, কুতুবপুর, আড়াইহাজার রোড, মদনপুর থেকে লাঙ্গলবন্দ ব্রিজ, বন্দর, কাঁচপুর ও যাত্রামুড়া এলাকায় সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এ সময় আশপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্প চাপ বিরাজ করতে পারে। গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনালে, প্রকৌশলী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনালে নিরাপত্তা প্রাচীর ভেঙে রাইদা পরিবহনের একটি বাস ঢুকে গেছে। এতে সিভিল অ্যাভিয়েশনের জ্যেষ্ঠ একজন প্রকৌশলী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত মাইদুল ইসলাম সিদ্দিকী সিভিল অ্যাভিয়েশনের জ্যেষ্ঠ উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিমানবন্দর থানার এসআই সুমন চন্দ্র দাস জানান, সকাল ১০টার দিকে রাইদা পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তৃতীয় টার্মিনালের নিরাপত্তা প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায়। এ সময় সড়ক দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন সিভিল অ্যাভিয়েশনের জ্যেষ্ঠ উপ- ৭-এর পাতায় দেখুন

শিশুখাদ্য সেরেলাক ও নিডোতে উচ্চমাত্রায় চিনি পাওয়া গেছে

স্টাফ রিপোর্টার : নেসলের শিশুখাদ্য সেরেলাক ও নিডোতে উচ্চমাত্রার চিনির উপস্থিতি পাওয়া গেছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা পাবলিক আই ও ইন্টারন্যাশনাল বেবি ফুড অ্যাকশন নেটওয়ার্কের করা গবেষণায় এ তথ্য মিলেছে। শিশুদের খাবারে যাতে চিনি যুক্ত করা না হয় এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) সুপারিশ রয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মানদণ্ড পরীক্ষায় কোনো ধরনের ক্ষতিকারক বিষয় সামনে আসলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া

বিএসটিআই'র পক্ষ থেকেও একই কথা বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য জানা গেছে। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের বৃহত্তম ভোগ্যপণ্য কোম্পানি নেসলে বেশ কয়েকটি দেশে শিশুদের জন্য তৈরি করা দুধ ও সিরিয়াল পণ্যগুলোতে বাড়তি চিনি ও মধু যুক্ত করে, যা স্থূলতা এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক নীতিমালার লঙ্ঘন। নেসলের শিশুখাদ্যে বাড়তি চিনি যুক্ত করার আইন লঙ্ঘনের এই ঘটনা কেবল এশিয়ান, আফ্রিকান এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে নেসলের শিশুখাদ্য সেরেলাক থেকে একজন শিশুকে একবার যে পরিমাণ খাবার পরিবেশন করা হয়, তাতে প্রায় ৩ দশমিক ৩ গ্রাম বাড়তি চিনি উপস্থিতি আছে। পাবলিক আই বলছে, নেসলে সুইজারল্যান্ডে বাজারজাত করা তাদের পণ্য সেরেলাকে বাড়তি কোনও চিনি ব্যবহার করে না। কিন্তু বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ডসহ এশিয়ার উন্নয়নশীল ও দরিদ্র ৭-এর পাতায় দেখুন

ভাসানচরে রোহিঙ্গা নাগরিককে গলা কেটে হত্যা

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মো. সুলতান (৫৫) নামে এক রোহিঙ্গা নাগরিককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তবে পুলিশ এ হত্যাকাণ্ডের কোনো কারণ জানাতে পারেনি। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ১১৬ নম্বর ক্লাস্টার থেকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। এর আগে, সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে কোনো এক সময় ১১৬ নম্বর ক্লাস্টারে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত সুলতান ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ৭৮ নম্বর ক্লাস্টারের বাসিন্দা। ভাসানচর থানার এসআই নুর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, রোহিঙ্গা নাগরিক সুলতান ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ৭৮ নম্বর ক্লাস্টারে বসবাস করতেন। ১১৬ নম্বর ক্লাস্টারের খালি জায়গায় তিনি সবজি চাষ করতেন। গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে তার ছেলে ১১৬ নম্বর ক্লাস্টারে বাবাকে সকালের নাশতা দিয়ে যান। এরপর দুপুর সোয়া ১টার দিকে একই স্থানে তার ছেলে বাবার জন্য দুপুরের ভাত নিয়ে যান। ভাত নিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে ১১৬ নম্বর ৭-এর পাতায় দেখুন

নতুন করে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিলেন মিয়ানমারের আরও ১৩ সীমান্তরক্ষী

টেকনাফ প্রতিনিধি : মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন সে দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি) আরও ১৩ সদস্য। তারা নাফ নদ পেরিয়ে টেকনাফ কোস্টগার্ড সদস্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। গতকাল শুক্রবার সকালে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন বিজিবির সদরদফতরের জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও) শরীফুল ইসলাম। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার টেকনাফের নাফ নদ দিয়ে নতুন করে আরও ১৩ বিজিপি সদস্য বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, টেকনাফ স্টেশনের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরে কোস্টগার্ড ওই বিজিপি সদস্যদেরকে বিজিবির নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়নের (১১ বিজিবি) নিকট হস্তান্তর করে। এ নিয়ে ২৭৪ জন বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সাভারে ডাকাতি ও ছিনতাই চক্রের ৮ সদস্য গ্রেপ্তার

সাভার প্রতিনিধি : ঢাকার সাভারে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা জেলা উত্তর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের একাধিক মামলা রয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা জেলা উত্তর গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ বিপ্লব। এর আগে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের ব্যাংক কলোনির মডেল মসজিদ সংলগ্ন ফুটওভার ব্রিজের সামনে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন- মানিকগঞ্জ জেলা সদরের লাল মিয়ার ছেলে রতন (৩৫), টাঙ্গাইল জেলার ভুঞাপুর থানার চেংটাপাড়া গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে রানা মিয়া (৪০), ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা থানার মাঝিয়ালী গ্রামের আলামিনের ছেলে মিলন (১৯), ঠাকুরগাঁও জেলা সদরের নিশ্চিন্তপুর গ্রামের মৃত শুকুর আলীর ছেলে মুরাদ (২৮), মুরাদের ভাই আরিফুল ইসলাম (৩১), সাভার মডেল থানার মজিদপুরের ছোট বলিমেহের শওকত আলীর ছেলে ৭-এর পাতায় দেখুন

বুড়িগঙ্গার পানি দূষিত তা জানা সবারই। দূষণের মাত্রা এতটাই বেশি যে নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই দুর্গন্ধ এসে ঠেকে নাকে। সেই পানিতেই গরম থেকে রেহাই পেতে নেমে পরেছেন কয়েকজন শিশু। ছবিটি গতকাল শুক্রবার তোলা হয়।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ভাসানটেকে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একই পরিবারের ছয় জন দগ্ধের ঘটনায় বাবা-মায়ের পর এবার ছয় বছরের শিশু লামিয়াও মারা গেছে। এ নিয়ে ছয় জনের মধ্যে চার জনই চলে গেলেন না ফেরার দেশে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টা ৩৮ মিনিটে শেখ হাসি-না জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক মো. তরিকুল ইসলাম জানান, তার শরীরের ৫৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। এর আগে শিশুটির বাবা মো. লিটন চৌধুরী (৫২), মা সূর্য বানু (৪০) ও নানি মেহরুন্নেছা (৭০) মারা গেছেন। বর্তমানে তার এক বোন লিজা (১৮) ও ভাই সুজন বার্ন ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাদের শরীর ৪৩ ও ৫৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। এর আগে, গত শুক্রবার ৭-এর পাতায় দেখুন

ভ্রমণ শেষে ভারত থেকে তিন দিনে ফিরলেন ১৫ হাজার পর্যটক

বেনাপোল প্রতিনিধি : ঈদের ছুটি শেষে ভারত থেকে ফিরছেন বাংলাদেশি পর্যটকরা। এতে বন্দরে বেড়েছে যাত্রীর চাপ। চিকিৎসা, ব্যবসা, দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ ও স্বজনদের সঙ্গে ঈদ করতে তারা ভারতে গিয়েছিলেন। ১৬ এপ্রিল থেকে গত বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ১৫ হাজার ৪২২ পর্যটক দেশে ফিরেছেন। এর মধ্যে ১৬ এপ্রিল চার হাজার ৯১০, ১৭ এপ্রিল পাঁচ হাজার ৩৬৩ এবং ১৮ এপ্রিল পাঁচ হাজার ১৪৯ পর্যটক দেশে ফিরেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এবার ঈদুল ফিতর ও পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ১০ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার। টানা পাঁচ দিন বন্ধ ছিল দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে করে অনেক

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও সরকারি ছুটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বন্ধ রেখেছিল। লম্বা ছুটি পেয়ে চিকিৎসা, ব্যবসা, দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ ও স্বজনদের সঙ্গে ঈদ করতে অনেকে গিয়েছিলেন ভারতে। আবার অনেকে ভারত থেকে ফিরে আসছেন। ফলে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেনাপোল বন্দরে যাত্রীদের চাপ বেড়ে গেছে। পর্যটকদের নিরাপত্তায় বন্দরে কাজ করছেন বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরের নিরাপত্তাকর্মীরা। ভারত থেকে ফিরে আসা সুভাষ মাস্টার জানান, তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। ঈদের ছুটিতে চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়েছিলেন। পেট্রোপোলে লম্বা লাইনে যে ভিড়, তাতে ইমিগ্রেশন সারতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। পেট্রোপোল ইমিগ্রেশনে অফিসার কম থাকায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। টানা পাঁচ দিনের ছুটি পেয়ে বেড়ানোর জন্য পরিবারের সঙ্গে ভারত গিয়েছিলাম জানিয়ে মোজাফফর হোসেন বলেন, 'ছুটি শেষ হওয়ায় দেশে ফিরতে হয়েছে ৭-এর পাতায় দেখুন

২০২৩ সালে ধর্ষণের শিকার ২৩৩ শিশু

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি ৩৩৫টি নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এসব সহিংসতা পারিবারিক হওয়ায় ১৩৪টি ঘটনায় কোন মামলা হয়নি। এসময় দেশে ২৩৩ শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। পারিবারিক নারী নির্যাতনের ঘটনায় মামলা হয়েছে ২০১টি। একই বছর ৩০৬ ধর্ষণ, ২৯৪ নারী নির্যাতন ও ১৬৮ শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় মানবধিকার কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। গত ৩১ মার্চ রাষ্ট্রপতির কাছে ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ১৬টি পত্রিকার সংবাদ থেকে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস ছিল শিশুদের জন্য ভয়াবহ। ওই মাসে ৩৫ জন শিশু ধর্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ১ জন শিশু ধর্ষিত হয়েছে। আর মার্চ মাসে ৩৩ ও এপ্রিল মাসে ২৯ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ২৩৩ শিশু ৭-এর পাতায় দেখুন

সবজির বাজার চড়া কমেনি মুরগির দাম

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদের আগে বেড়ে যাওয়া ব্রয়লার মুরগির দাম এখনও কমেনি। এরমধ্যে নতুন করে পেঁয়াজ, আলু, আদা ও রসুনের দাম বেড়েছে। এদিকে এখনও চড়া দামেই বাজারে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের সবজি। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য জানা গেছে। খুচরা ব্যবসায়ীদের দাবি, পণ্যের সরবারহ ঠিক থাকলেও পাইকারি বাজারে দাম বাড়ার কারণে খুচরায় এর প্রভাব পড়েছে। কেনাবেচা কিছুটা কম হলেও বাড়তি পণ্যের চাপ নেই। রাজধানীর বাজারগুলো ঘুরে দেখা গেছে, ঈদ পরবর্তী সব ধরনের সবজি চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে গ্রীষ্মকালীন সবজি কচুরমুখী

৮০ টাকা, বেগুন ৫০ থেকে ৬০ টাকা, করলা ৮০ টাকা, পটল ৮০ টাকা, ঢেঁড়স ৬০ টাকা, বরবটি ৮০ টাকায়, শসা ৫০ টাকা, প্রতিটি লাউ বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৬০ টাকা, পেঁপে প্রতি কেজি ৫০ টাকা, ধুন্দুল ১০০ টাকা, চিচিঙ্গা ৬০ টাকা, কচুর লতি ৮০ টাকা, ঝিঙা ৮০ টাকা, সজনে ১৬০ টাকা এবং কাঁচা আম প্রকারভেদে ৮০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে প্রতি কেজি মুলা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা, শিম ৭০ থেকে ৮০ টাকা কেজি, ফুলকপি ৪০ থেকে ৫০ টাকা পিস, বাঁধা কপি ৪০ থেকে ৫০ টাকা পিস, ব্রুকলি ৪০ টাকা পিস, পাকা টমেটো প্রকারভেদে ৪০ থেকে ৬০ টাকা এবং গাজর ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া বাজারগুলোতে লাল শাক ১০ টাকা আঁটি, লাউ শাক ৩০ টাকা, মূলা শাক ১৫ টাকা, পালং শাক ১০ থেকে ১৫ টাকা, কলমি শাক ১০টাকা আঁটি দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। এসব বাজারে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ২৩০ থেকে ২৪০ এবং সোনালি জাতের মুরগি ৩৩০ থেকে ৩৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। সাধারণত অন্য সময়ে এ ব্রয়লার মুরগির দাম ২০০ টাকা ও সোনালি মুরগির দাম ৩০০ থেকে ৩২০ টাকার মধ্যে থাকে। রামপুরায় মুরগি বিক্রেতা আবদুল খালেক বলেন, ঈদের পর ২২০ টাকা দরে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি করেছি আজ শুক্রবার হওয়ার কারণে পাইকারি বাজারে ব্রয়লার মুরগি দাম কেজিতে ১০ টাকা বেড়েছে। তিনি বলেন, আজ দুই-তিন মাস ধরে মুরগির বাজারে অস্থিরতা চলছে। এই দাম ১০ টাকা কমলে ২০ টাকা বাড়ছে। গরমে দাম আরও বাড়তে পারে। এদিকে, বাজারে প্রতি কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫৫ টাকা দরে। কোথাও কোথাও কেজি ৬০ টাকায়ও বিক্রি হচ্ছে। ঈদের চার-পাঁচ দিন আগে আলুর কেজি ছিল ৪৫ টাকার ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর পৃথক এলাকা থেকে ৩ লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পৃথক এলাকা থেকে তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এরমধ্যে রাজধানীর বনশ্রী এলাকার একটি বাসায় মো. সুমন মিয়া (২০) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার রাত তিনটার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নিহতের ভাই মো. রুবেল মিয়া জানান, সুমন পেশায় গাড়ি চালক ছিলেন। পারিবারিক কলহের জের ধরে বাথরুমের গ্রিলের সঙ্গে গলায় রশি পেঁচিয়ে ফাঁস দিয়ে থাকতে পারে। প্রথমে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত সাড়ে চারটার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান, নিহতের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানা তালমা গ্রামে। বর্তমানে রামপুরা বনশ্রীএলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু

নেতৃত্বে দেশ সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। মাহমুদ আলী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তিনি জাতিকে এর অভীষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দেশে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান এবং তারা দেশের চলমান উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করার জন্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আবুল হাসান মাহমুদ আলী ১৯৭১ সালে নিউইয়র্কে তার কূটনৈতিক জীবনের স্মৃতিচারণা করেন। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত প্রথম কূটনীতিক যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এর আগে, অর্থমন্ত্রী দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। দূতাবাসে পৌঁছলে অর্থমন্ত্রী মাহমুদ আলীকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান এবং দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

কৃষকদের গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষি

গ্রেপ্তার। আমাদের সারা দেশে যত জেলখানা আছে সেখানে যে ধারণক্ষমতা, তারা যত লক্ষ গ্রেপ্তার বলছে, সব লোক যদি তাদের ধরা থাকে, তাহলে তো জেলে অন্য কোনো অপরাধী আর নেই। যত অপরাধী আছে জেলে, সব অপরাধীই বিএনপির। সেখানে চুরি, ডাকাতিসহ যা আছে, ওদের হিসেবে সব অপরাধী হচ্ছে বিএনপির। ওরাই সব, এটাই তো বলতে চাচ্ছে। বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর অত্যাচারের কথা তুলে ধরে শেখ হাসি-না বলেন, আজকে তারা চিৎকার করে তাদের ওপর অত্যাচার... কী অত্যাচার হচ্ছে তাদের ওপর? তারা যে অত্যাচার করেছে, সেই জিয়াউর রহমানের ক্ষমতায় আসার পর থেকে আওয়ামী লীগের ওপর অত্যাচারের যে স্টিম রোলার চালিয়েছিল, যেভাবে হত্যা করেছিল, খালেদা জিয়া আসার পরে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর কোনো আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ঘরে থাকতে পারেনি। তিনি আরও বলেন, ধরে নিয়ে যেভাবে অত্যাচার এবং আমাদের কতগুলো নেতাকে মেরে ফেলে দিল, আহসান উল্লাহ মাস্টার থেকে শুরু করে আমাদের বহু নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। ...ওরা শুধু আওয়ামী লীগ নয়, ওরা মানুষের ওপর যেভাবে অত্যাচার করেছে। এদিকে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সমবায় কৃষির ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার দেখানো পথে সমবায় কৃষি নিশ্চিত করা হলে দেশে কখনো খাদ্যের অভাব হবে না। জমির আইলের কারণে কৃষি জমি নষ্ট হওয়ার কথা উল্লেখ করে সমবায় কৃষির বিভিন্ন সুবিধার কথা তুলে ধরেন সরকারপ্রধান। প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, কারো জমি যেন অনাবাদি না থাকে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা সবচেয়ে বেশি সফল উল্লেখ করে তিনি বলেন, সফলতার এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। কৃষি খাতে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উন্নয়নের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্য ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি কৃষকদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই এ দেশের কৃষি সমৃদ্ধ হয়েছে। সরকার বছরে ২৬ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে বলে জানান তিনি। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, একসময় যারা নুন ভাতের কথা বা ডাল ভাতের কথা চিন্তা করতে পারত না, এখন তারা মাছ-মাংস-ডিমের কথাও চিন্তা করে। ফলে যারা সমালোচনা করেন তাদের সেগুলো মাথায় রেখে উন্নয়ন হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। এদিকে কৃষক লীগ নেতাদের গণভবনে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবনে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে বাসায় ফেরার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে উপস্থিত নেতাদের এ উপহার তুলে দেওয়া হয়। গণভবনে উৎপাদিত পালং শাক, পাট শাক, ডাটা শাক, পুঁইশাক, লাউ, করলা, বরবটিসহ বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি উপহার দেওয়া হয় কৃষক লীগ নেতাদের। উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদেরও এসব উপহার দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে শাক-সবজি পেয়ে কৃষক লীগ নেতাদের বেশ উৎফুল্ল হতে দেখা যায়। তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এ প্রসঙ্গে কৃষক লীগ সভাপতি সমীর চন্দ্র চন্দ বলেন, গণভবনে উৎপাদিত লাউ, চিচিঙ্গা, করলা, বরবটি, ঢেঁড়স, বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তার বাসভবনে (গণভবনে) উৎপাদিত শাক-সবজি কৃষক লীগ নেতাকর্মীদের উপহার দেওয়ায় যেমন উৎফুল্ল হয়েছি, তেমনি নিজেরাও প্রধানমন্ত্রীর মতো একজন ভালো খামারি হওয়ার জন্য প্রেরণা পেয়েছি। সমীর চন্দ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এক ইঞ্চি জায়গাও ফাঁকা না রেখে উৎপাদনের আওতায় আনতে হবে। তাইলে খাদ্যের জন্য আমাদের কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না। আমাদের নিয়ে কেউ ষড়যন্ত্র করতে পারবে না। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ সরকার বিটু। ১৯৭২ সালের ১৯ এপ্রিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষক লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পথের পাশের বাহারি শরবতে

রফিকের কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন ঢাকা শহরে আবার অপরিষ্কার পানি আছে নাকি? সবই পরিষ্কার পানি। আমি শরবত বানাই ফিল্টারের পানি দিয়ে। ফিল্টার পানি আমাকে দিয়ে যায় যারা পানি (বড় জার) বিক্রি করে। ঈদ শেষে ঢাকায় ফিরেছেন দুই কর্মজীবী বন্ধু রাসেল ও হাসান। গুলিস্তানে বাস থেকে নেমে রাস্তার পাশের দোকান থেকে শরবত খাচ্ছিলেন তারা। তারা বলেন, তিন ঘণ্টা বাসে ছিলাম। গরমে অস্থির হয়ে গেছি। তাই ঠান্ডা শরবত খেলাম। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তারা বলেন, কত কিছুই তো খেয়ে ফেলছি আমরা; এটায় আর কী হবে! হাসনাহেনা বেগম তার ছোট বোন ও ছোট বোনের মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছিলেন যাত্রাবাড়ী। গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে রাস্তার পাশের বিক্রি করা আখের রস খেয়েছেন তারা। তিনি বলেন, এতো গরম সহ্য করা যায় না। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা আখের রস খেলাম। এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কিন্তু আখের ওপর মাছিসহ ধুলোবালি রয়েছে এটাতো ক্ষতিকর, এমনটা বললে তিনি বলেন, আমরা তো আর প্রতিদিন খাই না। এক দুই দিন খেলে কিছু হয় না। রাবেয়া বেগম নামের আরেক পথচারী তার দুই মেয়েকে নিয়ে আখের রস খাচ্ছিলেন। দুই মেয়ের মধ্যে একজনের বয়স ৫ বছর। এই শিশুকেও দেখা যায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি শরবত খেতে। রাবেয়া বেগম বলেন, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। গরম লেগেছে বাচ্চাদের, তাই খেলাম। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে এই শরবত তৈরি হচ্ছে। এটা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমনটা তাকে বললে তিনি বলেন, জ্বি আমি এটা জানি। আর খাবো না।

যে ক'জন শরবত বিক্রেতার সঙ্গে আলাপ হয়, তাদের কাছে পানি ও বরফ কতটা নিরাপদ এই বিষয়ে জানতে চাইলে তারা নিজেদের পক্ষেই কথা বলেন। শরবত তৈরির পানি ও বরফ কোথা থেকে আনেন জানতে চাইলে বিক্রেতা হাসেম মিয়া বলেন, আমি ওয়াসার পানি ফিল্টার থেকে কার্ড দিয়ে পানি আনি। আমার পানি পরিষ্কার। বরফ আনি স্টেডিয়াম মার্কেটের একটা দোকান থেকে সেটাও ভালো বরফ।

আরেক বিক্রেতা ইয়াসিন বলেন, আমি ফিল্টারের পানি ব্যবহার করি। এখানের মার্কেটে যারা পানি দিয়ে যায় তারা আমাকেও পানি দিয়ে যায়। বরফ কোথা আনেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি বরফ আনি কাপ্তানবাজার থেকে। নিজের দোকানে ব্যবহার করা পানি ও বরফ পরিষ্কার দাবি করে শরবত বিক্রেতা রাব্বি বলেন, আমি ফিল্টার ছাড়া পানি ব্যবহার করি না। বরফও আনি পরিষ্কার, স্টেডিয়াম মার্কেট থেকে।

বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলার পর তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী খোঁজ নেওয়া হয় স্টেডিয়াম মার্কেটের বরফের দোকানে। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম সুইমিংপুল মার্কেটের মতিউর রহমান বরফ ডিপোর বিক্রেতা মো. হারুন বলেন, আমি মূলত বরফ রাখি খেলোয়াড়দের জন্য। তারা ব্যাথা পেলে বরফের দরকার পড়ে। অনেক সময় তারা বরফ পানি দিয়ে গোসল করে তখন নেয়। এছাড়া মার্কেটের অনেক দোকানে এসির কাজ করে। তাদেরও বরফ প্রয়োজন পড়ে। তারা আমার থেকে বরফ নেয়। এছাড়া বেশি গরম পড়লে ফ্রিজের ড্রিংকস ঠান্ডা হতে চায় না। তখন আমি এটা ব্যবহার করি। আর রাস্তার পাশের বিভিন্ন দোকানে যাদের ফ্রিজ নেই তারা ড্রিংকস ঠান্ডা করার জন্য নেয়। এই বরফ শরবত বিক্রেতারা শরবতের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করে। এটা কি খাওয়ার যোগ্য বরফ কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা খাওয়ার বরফ না। এটা এমনি বাইরের কাজে ব্যবহার করার বরফ। খাওয়ার বরফ আলাদা। কেউ অর্ডার করলে আমি খাওয়ার বরফ এনে দেই। আর শরবত বিক্রেতারা যদি এটা খাওয়ার বরফ হিসেবে বিক্রি করে সেটায় তো আমার কিছু করার নেই। আমি বলেই দেই যে এটা খাওয়ার বরফ না। রাস্তার পাশে বিক্রি করা বাহারি এসব পানীয়র মান ও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ে কথা হয় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমে মানুষের শরীর থেকে ঘাম আকারে পানি বের হয়ে যায়, ফলে তীব্র পিপাসা পায়। এসময় পথচারী বা রাস্তায় যারা কাজ করেন তারা রাস্তার পাশে বিভিন্ন ধরনের শরবত বা লেবুর শরবত বা পানীয় পান করে থাকেন। এই পানীয় গ্রহণ করার প্রথম বিপদ হচ্ছে এই শরবতগুলো যে পানি দ্বারা তৈরি করে সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে অনিরাপদ পানি। অর্থাৎ ওয়াসার সরবারহ করা পানি সরাসরি গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত গরমের সময় এই শরবতগুলোকে ঠান্ডা করার জন্য যে বরফ দেওয়া হয় সেগুলোর সবগুলোতেই প্রায় অনিরাপদ পানি ব্যবহার করা হয়। কারণ বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে বরফ বানানোর যে কলগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে আমরা এখনও দেখিনি। বিক্রেতারা ফিল্টার পানি ব্যবহার করে বলছে, সেগুলো কতটা নিরাপদ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা মিডিয়াতে প্রায় সময়ই দেখি এসব পানির ব্যবসায়ীরা সরাসরি ওয়াসার ট্যাপের পানি জারে ঢুকিয়ে ফিল্টার পানি বলে ব্যবহার করছে। তাই এগুলোর মানও প্রকৃতপক্ষে ভালো না।

পথের পাশের বিক্রি করা পানীয় স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে এই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বলেন, এই অনিরাপদ পানি বা বরফ দিয়ে বানানো শরবতগুলো খাওয়ার ফলে পানি বাহিত রোগ যেমন টাইফয়েড,জন্ডিস, হেপাটাইটিসের মতো রোগগুলো ছড়াতে থাকে। এছাড়া ফুড পয়জনিং, বমিও হতে পারে। গরমের সময় ঢাকায় কিন্তু এই অসুখগুলো বেড়ে যায়। এবারও আমরা এটাই দেখছি। এই বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যত্রতত্র পথের ধারের এসব শরবত বা পানীয় পান করা। পানি বাহিত রোগমুক্ত থাকতে এবং সুস্থ থাকার পরামর্শ দিয়ে লেনিন চৌধুরী বলেন, যারা বাইরে কাজে বের হবেন তারা যেন বাসার ফুটানো পানি বা ফিল্টারের পানি সঙ্গে নিয়ে বের হন। আর যারা রিকশা চালান বা কায়িক শ্রমের কাজ করেন তারা নিরাপদ পানিতে ওরস্যালাইন দিয়ে যেন পান করেন। এতে শরীর থেকে যে লবণ বের হয়ে হয়ে যায় তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে এবং অসুস্থতা থেকে আমাদের রক্ষা করবে। এছাড়াও বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের তিনি এই তাপদাহে বাসার বাইরে না বের হওয়ার পরামর্শ দেন। একইসঙ্গে যারা বাইরে কাজ করেন তাদের ছাতা ব্যবহারের কথাও বলেন তিনি।

বেঁধে দেয়া দামে বিক্রি

সয়াবিন তেল ১৪৭ টাকা নির্ধারণ করা হলেও লিটার প্রতি ১৮ টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে ১৬৫ টাকা করে। আর বোতলজাত সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ১৬৭ টাকা বিক্রি করার কথা থাকলেও তা বিক্রি হচ্ছে ১৭০ টাকা দরে। তবে ভিন্ন চিত্র ছিলো ৫ লিটারের বোতলজাত তেলের দামে। সরকারের বেঁধে দামের চাইতেও প্রতি ৫ লিটারের বোতলে ১৮ টাকা কম মূল্যে ৮০০ টাকা করে বিক্রি করছেন দোকানীরা। সরকারের বেঁধে দামে তেল বিক্রি না করার কারণ জানতে চাইলে রাব্বি ফ্লাওয়ার মিলের স্বত্বাধিকারী লুতফুর রহমান বার্তা২৪.কম'কে বলেন, গতকাল কি ঘোষণা হইছে তেলের দাম কমছে নাকি বাড়ছে তা ভালো করে জানিনা। তবে শুনছি ফেছবুকে টিভিতে। আমাদের দোকানে যে তেল আছে তা আগের দামে কেনা। তাই আগের দামেই বিক্রি করতে হচ্ছে। নতুন তেল আসলে আবার নতুম দামে বিক্রি করবো। খোলা তেলে ১৮ টাকা বেশি নেয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঐ যে বললাম আগের দামে কেনা। আমি তো নতুন দামের চাইতে ৫ লিটারের বোতলে ১৮ টাকা কম নিচ্ছি এখনো। কিন্তু খোলা তেল আমার আগের দামে কেনা তাই ১৮ টাকা বেশি নিতেছি। দাম বৃদ্ধির ঘোষণা এলে যতো দ্রুত দাম বাড়ে কিন্তু দাম কমানোর ঘোষণা এলে কমেনা কেনো জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা বড় বড় পাইকারদের কাজ। তারা সিন্ডিকেট করে। কিন্তু আমাদের এমন সুযোগ নেই। আমরা এক দুই টন মাল সর্বোচ্চ কিনি। কখনো আরও কম কিনি। আরেক ব্যবসায়ী খাদিজা এন্টারপ্রাইজের মালিক মোসলে উদ্দিন বলেন, ৫ লিটারের তেলের বোতলে যে দাম ৮০০ টাকা দেয়া সেই দামে বিক্রি করছি। এছাড়া এক লিটারের বোতলের দাম ১৬৩ টাকা দামে বিক্রি করছি। তবে খোলা তেল আমার কেনা ছিলো ১৬৩ টাকা করে তাই আমি ১৬৪/১৬৫ টাকা দামে বিক্রি করতেছি। খোলা তেল ১৪৭ টাকা সরকার নির্ধারণ করছে কিন্তু সেটা কি ভালো নাকি মন্দা জানিনা। যে দামে কিনি তার থেকে এক দুই টাকা বেশি দামে বিক্রি করি।

একটি সিকিউরিটি গার্ডের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন আলতাফ হোসেন। তার কাছে খোলা তেল কতো নিলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, ১৬৫ টাকা নিলো। খোলা তেলে দুই টাকা কমে ১৪৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে জানেন কিনা প্রশ্ন করলে আলতাফ হোসেন বলেন, ভাই এসব খবর দিয়ে তো কোন কাজ হয়না। দাম বাড়লে তখন ব্যবসায়ীরা পারলে আরও বাড়িয়ে নেয়। অথচ কমলে তিন মাসেও দাম কমার খবর থাকেনা। আপনার সামনেই তো বেশি নিলো কিছু করার আছে বলেন? আমি এক লিটার তেল নিতে আসছি। এখন এদের সাথে কি দাম নিয়ে ঝগড়া করবো। আরেকজন ক্রেতা সজিব মোল্লা বলেন, বাজারে সব কিছুর দাম বাড়ে তবে খোলা তেলের দাম কমাইছে শুনে ভালো লাগলো। তবে দুই টাকা দাম কমায় তার প্রভাব আসলে বাজারে পরেনি। তাছাড়া লোক দেখানো বাজার মনিটরিং করে বাজারের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কখনো সম্ভব না। একদিকে ব্যবসায়ীদের উপর ট্যাক্স বসাইবেন। জরিমানা করবেন আবার বলবেন দাম কমাইতে তারা কিভাবে দাম কমাবে। জীবনে শুনছেন কোনকিছুর দাম বাড়লে তা আবার কমে সহজে।

জাতীয় পতাকার নকশাকার শিব

গেছেন। শিব নারায়ণ দাসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়ার সই করা পৃথক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেন তারা। এতে শিব নারায়ণ দাসের পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭০ সালের ৭ জুন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক সামরিক কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অংশ গ্রহণের কথা ছিল। এজন্য ছাত্রদের নিয়ে একটি জয়বাংলা বাহিনী, মতান্তরে 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী' গঠন করা হয়। ছাত্র নেতারা এই বাহিনীর একটি পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য ১৯৭০ সালের ৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের (তৎকালীন ইকবাল হল) ১০৮ নং কক্ষে ছাত্রলীগ নেতা আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমদ, মার্শাল মনিরুল ইসলাম পতাকার পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বসেন। এ বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার চৌধুরী, জগন্নাথ কলেজের ছাত্রলীগ নেতা নজরুল ইসলাম, কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা শিবনারায়ন দাস, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সাধারণ সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু ও ছাত্রনেতা ইউসুফ সালাউদ্দিন। সভায় কাজী আরেফের প্রাথমিক প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে সবার আলোচনার শেষে সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যের মাঝে হলুদ রঙের বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। কামরুল আলম খান (খসরু) তখন ঢাকা নিউ মার্কেটের এক বিহারী দর্জির দোকান থেকে বড় এক টুকরো সবুজ কাপড়ের মাঝে লাল একটি বৃত্ত সেলাই করে আনলেন। এরপর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েদে আজম হল (বর্তমানে তিতুমীর হল)-এর ৩১২ নং কক্ষের এনামুল হকের কাছ থেকে অ্যাটলাস নিয়ে ট্রেসিং পেপারে আঁকা হলো পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র। শিব নারায়ণ দাস পরিশেষে তার নিপুন হাতে মানচিত্রটি আঁকলেন লাল বৃত্তের মাঝে, এমনি করে রচিত হলো 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী'র পতাকা, যা কিছুদিন পর স্বীকৃত হয় বাংলাদেশের প্রথম পতাকা হিসেবে। এ পতাকাই পরবর্তীতে ১৯৭১-এর ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় উত্তোলিত হয়। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার শিবনারায়ন দাশের নকশাকৃত পতাকার মাঝে মানচিত্রটি বাদ দিয়ে পতাকার মাপ, রং ও তার ব্যাখ্যা সংবলিত একটি প্রতিবেদন দিতে বলে পটূয়া কামরুল হাসানকে। কামরুল হাসান দ্বারা পরিমার্জিত রূপটিই বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকার নকশাকার শিব নারায়ণ দাস ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। প্রথম ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের হাত ধরে রাজনীতিতে আসেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। শিব নারায়ণ দাস ১৯৪৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সের টঙ্গিবাড়িতে জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা সতীশচন্দ্র দাস। তিনি কুমিল্লায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাক হানাদাররা তাকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। শিবনারায়ণ দাশের মাতার নাম গীতশ্রী চৌধুরী এবং এক ভাই অর্ণব আদিত্য দাশ। শিব নারায়ণ দাসের বাড়ি কুমিল্লায়। তিনি কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি 'শিবু দা' হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন। ১৯ এপ্রিল ২০২৪ ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

মালয়েশিয়ার পার্লিসে ৪৫

জিআইএম এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনের পর্যবেক্ষণ এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। বিভিন্ন পদমর্যাদার ১৭ জন অভিবাসন কর্মকর্তা অপ সাপু নামের এ অভিযানে অংশ নেন। এসময় ১০১ জন বিদেশির কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই এবং মালয়েশিয়ায় অতিরিক্ত সময় অবস্থান করে আসছিলেন এমন ৪৯ জনকে আটক করা হয়। তদন্ত ও পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আটকদের কুয়ালা পার্লিস ইমিগ্রেশন ডিটেনশন ডিপোতে রাখা হয়েছে বলেও ববৃিতিতে জানান রাজ্যের ইমিগ্রেশন পরিচালক। পার্লিস রাজ্যের ইমিগ্রেশন বিভাগ বলছে, মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে বসবাসকারী, তাদের পাসপোর্টের অপব্যবহার এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত বিদেশিদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

ইরানে উড়োজাহাজ চলাচল শুরু

গেছে। এই শহরে ইরানের বেশ কয়েকটি পারমাণবিক কেন্দ্র রয়েছে। সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানের আকাশসীমায় বেশ কয়েকটি ফ্লাইট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটি শহরে ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

গরমে ভোগান্তিতে রাজধানীবাসী

যে বাতাস বইছে সেটাতেও গরম। আজ রাস্তায় যানজট নেই, তবুও লোকাল বাসে উঠে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। একটু বৃষ্টি না হলে আর স্বস্তি নেই। একই কথা বলেন রিকশাচালক রবিউল ইসলাম। পল্টন মোড়ে একজন বলেন, সকাল থেকে শরবত আর আইসক্রিম খেয়েই আছি। গরমে অন্য কোনো খাবার খেতে মন চায় না। আজ ছুটির দিন হওয়ায় যাত্রী কম, এরপরও পেটের দায়ে আমাদের তো রাস্তায় থাকতে হয়। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ। দেশের চার জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বইছে। এছাড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে বইছে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ। গরমে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে জনজীবন। গত বৃহস্পতিবারও ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর বয়ে যাওয়া

শিলা বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। সিনপটিক অবস্থায় বলা হয়েছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

বর্ধিত ৫ (পাঁচ) দিনের আবহাওয়ার অবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

শিব নারায়ণ দাশের মৃত্যুতে সেক্টর

বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে উড়ানো হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আগের পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দিয়ে শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা লাল-সবুজের পতাকাটিই চূড়ান্ত অনুমোদন দেন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শিব নারায়ণ দাশের স্ত্রী গীতশ্রী চৌধুরীও বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তার পিতা সতীশ চন্দ্র দাশকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। নিভৃতচারী শিব নারায়ণ সারা জীবন রাজনীতি ও লেখালেখি করে গেছেন। সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় পতাকার অন্যতম নকশাকারের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

বিএনপি পথহারা পথিকের

কৃষিবিদ সমীর চন্দের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ বিশ্বনাথ সরকার বিটুর সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদুন্নাহার লাইলী।

কমলাপুর রেলস্টেশনে ঢাকাফেরা

দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়া, আবার একসঙ্গে কিছুদিন আনন্দে কাটিয়ে তাদের ছেড়ে ঢাকা আসতে অনেকটাই কষ্ট হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, বাড়িতে থাকা মা-বাবা, এমনকি পরিবারের অন্য সদস্যরা ঢাকায় ফেরার পথে শাক-সবজিসহ নানান সব খাদ্যদ্রব্য দিয়েছেন। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে কথা হয় বেশ কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে। এবারের ঈদ উদযাপনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তারা বলেন, ট্রেনে এবারের ঈদযাত্রা আনন্দদায়ক ছিল। টিকিট কেটে নির্বিঘ্নে তারা ভ্রমণ করতে পেরেছেন। নুসরাত মারিয়া নামের এক যাত্রী বলেন, এবার ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সময় কোনো ভোগান্তিতে পড়তে হয়নি। খুব ভালোভাবে ট্রেনে ভ্রমণ করেছি। যদিও ঈদের আগের দিন নিউজে দেখলাম অনেকেই ছাদে ভ্রমণ করছেন। যাত্রীদের অনেক ভিড়। তবে আমরা যখন ঢাকা ছেড়েছি তখন এরকম হয়নি। ভালোভাবে ঈদ কাটিয়ে ঢাকায় ফিরলাম। শাবানা খানম নামের আরেক যাত্রী বলেন, সুস্থভাবে ঈদ কাটিয়ে ঢাকায় ফিরলাম। অনেক ভালো লাগছে। বাড়ি থেকে আসার সময় শ্বাশুড়ি শাক-সবজি, ডাল, শুটকি মাছসহ অনেক কিছু দিয়েছে। গ্রামে গেলে আসার সময় অনেক কিছু আনতে হয়। সবাই ভালোবেসে কিছু না কিছু খাবার জিনিসপত্র দিয়ে দেয়। মাহতাব নামের আরেক যাত্রী বলেন, ঈদের দুই দিন আগে বাড়িতে গিয়েছিলাম আর আজ ফিরলাম। রোববার ভার্সিটির ক্লাস শুরু হয়ে যাবে এজন্য চলে আসলাম। বাড়িতে বাবা-মা, ভাই-বোনকে রেখে এসেছি। সবাইকে মিস করবো। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকায় আসা যাত্রীদের আজই ফেরতযাত্রার অগ্রীম টিকিটের শেষ যাত্রা। গত ৩ এপ্রিল ঈদ শেষে যেন যাত্রীরা ঢাকায় ফিরতে পারে, সেই অগ্রীম টিকিট বিক্রি শুরু হয়। আর ৯ এপ্রিল ফেরত যাত্রার অগ্রীম টিকিট বিক্রি শেষ হয়। সেদিন যারা টিকিট সংগ্রহ করেছিলেন তারা গতকাল শুক্রবার ঢাকা ফিরেছেন। তাই এদিন ঢাকা ফেরত যাত্রার যাত্রার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ট্রেনের অগ্রিম টিকিটের যাত্রা।

জাতীয় গ্রিডে গ্যাস দিতে ৪৮টি কূপ

গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে ১ হাজার ৬০০ থেকে ১ হাজার ৯০০ এমএমসিএফডি গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে এবং প্রায় ৪ হাজার এমএমসিএফডি গ্যাস চাহিদা মেটাতে আরও ১ হাজার এমএমসিএফডি গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে।

কর্মকর্তারা বলেছেন, স্থানীয় ক্ষেত্রগুলোর গ্যাস উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, গ্যাসের মজুদ কমে যাচ্ছে।

বর্তমানে দেশে মোট ৩০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) গ্যাসের মধ্যে ৯ টিসিএফ গ্যাস মজুদ রয়েছে। ২১ টিসিএফ ইতোমধ্যে উত্তোলন করা হয়েছে। সারা দেশে গ্যাসভিত্তিক অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপিত হওয়ায় গ্যাসের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। পেট্রোবাংলার একটি প্রক্ষেপণের দৃশ্য অনুযায়ী, ২০২৯-৩০ সালে দেশে গ্যাসের চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ৫ হাজার ৯২ এমএমসিএফডি, ২০৩৪-৩৫ সালে ৬ হাজার ৭২ এমএমসিএফডি এবং ২০৪০-৪১ সালে ৬ হাজার ৯৮৬ এমএমসিএফডি।

পেট্রোবাংলার আরেক কর্মকর্তা জানান, প্রকৃতপক্ষে ৪৮টি কূপ খননের পরিকল্পনা চলমান পরিকল্পনারই অংশ, যার আওতায় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি কূপ খননের কাজ শেষ হয়েছে। এসব কূপের মধ্যে রয়েছে ভোলা উত্তর-২, টগবী-১, ইলিশা-১, শ্রীকাইল উত্তর-১, শরীয়তপুর-১, তিতাস-২৪, বিয়ানীবাজার-১, কৈলাশটিলা-২, সিলেট-১০, রশিদপুর-২ ও সুন্দলপুর-৩। নতুন খননকৃত এসব কূপ এখন জাতীয় গ্রিডে ১২৬ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহে অবদান রাখছে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

শিপ রিসাইক্লিং শিল্পে

নিরাপদ এবং পরিবেশসম্মত উপায়ে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে আইএমও'র তত্ত্বাবধানে হংকং কনভেনশন প্রণীত হয়। বাংলাদেশ কর্তৃক গত ১২ জুন ২০২৩ তারিখে হংকং কনভেনশন অনুসমর্থন করা হয়েছে। সে হিসেবে ২০২৫ সালের মধ্যে সব ইয়ার্ডে হংকং কনভেনশন অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত না হলে শিপ রিসাইক্লিংয়ের জন্য নতুন করে কোনো জাহাজ ভাঙার অনুমোদন শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া যাবে না। তাই বাংলাদেশের এ সম্ভাবনাময় শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণসহ সার্বিক প্রস্তুতি ও করণীয় দ্রুত নির্ধারণ করতে হবে। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শামীমুল হক, যুগ্মসচিব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাসসহ অন্য শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শিব নারায়ণ দাসের স্বপ্নের পতাকা আমাদের গৌরবের অর্জন

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পতাকার অন্যতম নকশাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাসের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদের। গতকাল শুক্রবার এক শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান তিনি। শোকবার্তায় বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে শিব নারায়ণ দাসের অনন্য ভূমিকা অক্ষয় হয়ে থাকবে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপোষহীন শিব নারায়ণ দাস জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। শিব নারায়ণ দাসের স্বপ্নের পতাকা আমাদের গৌরবের অর্জন। শিব নারায়ণ দাসকে জাতি আজীবন স্মরণে রাখবেন। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাসের মৃত্যুতে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় পার্টি মহাসচিব মো. মুজিবুল হক চুন্নু শোক প্রকাশ করেছেন।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ২৭

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদক বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত বৃহস্পতিবার থেকে গতকাল শুক্রবার ভোর ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) কে. এন. রায় নিয়তি জানান, আসামিদের কাছ থেকে ১৯৪ ইয়াবা, ২৭ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজা, ৪ গ্রাম হেরোইন, ৫০৭ বোতল ফেনসিডিল ও ১০০০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

আসামিদের বিরুদ্ধে ডিএমপির থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ময়মনসিংহে ছেলের হাতে বাবা খুন

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা মো. আব্দুল কাদের (৬০) খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় ঘাতক ছেলে আরিফ হোসেন (২০) পলাতক রয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নে আন্ধারিয়া পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল ওই গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছয় ছেলের বাবা। এর মধ?্যে ঘাতক আরিফ হোসেন সবার ছোট ছেলে। ফুলবাড়িয়া থানার ওসি মো. রাশেদুজ্জামান বলেন, প্রায়ই টাকার জন্য বাবাকে নির্যাতন করতেন ছেলে আরিফ। গত কিছুদিন আগেও বাবার কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা নিয়ে মোবাইল ক্রয় করে মাদকাসক্ত আরিফ। ঘটনার দিন রাত ৯টার দিকে আরিফ হঠাৎ করে ১০ হাজার টাকার জন্য বাবাকে চাপ প্রয়োগ করেন। টাকা না দিলে বাড়িঘর ভাঙচুর করবে বলে জানায়। এ ভয়ে বাবা আব্দুল কাদের আলাদা বাড়ি করা বড় ছেলের বাড়িতে আশ্রয় নেন। বিষয়টি জানতে পেরে বাবাকে অভয় দিয়ে বাড়িতে রেখে যান বড় ছেলে। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর আব্দুল কাদের আবারও ভয়ে বড় ছেলের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে ঘাপটি মেরে থাকা আরিফ পেছন থেকে বাবার পেটে পিঠে ছুরিকাঘাত করেন। পরে স্থানী-য়রা তাকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল কাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন। ওসি মো. রাশেদুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ছেলে আরিফ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন, তাকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

নাটোরে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের বাগাতিপাড়ায় মো. মোহন হোসেন (২২) নামে এক ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে জেলার বাগাতিপাড়া ও রাজশাহীর বাঘা উপজেলার সীমান্ত এলাকার খাগোরবাড়িয়া এলাকায় তাকে কুপিয়ে আহত করা হয়। গতকাল শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। নিহত মোহন হোসেন বাগাতিপাড়া উপজেলার চকমাহাপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ভ্যানচালক। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইজিবাইকের চার্জার ভ্যান মেরামতের জন্য পার্শ্ববর্তী বাঘা এলাকার খাগোরবাড়িয়া বাজারে মকবুল মেকানিকের কাছে যান মোহন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে খাগোরবাড়িয়া এলাকায় তাকে কুপিয়ে জখম করে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। স্থানীয়রা টের পেয়ে জখম অবস্থায় মোহনকে উদ্ধার করে বাগাতিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান এবং সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য রামেক হাসপাতাল থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে নেওয়ার পথে সকালের দিকে মোহনের মৃত্যু হয়। নিহতের মা হনুফা বেগম বলেন, প্রায় তিন বছর আগে খাগোরবাড়িয়া গ্রামের জাকির হোসেন নামে এক ব্যক্তি খুন হন। সেই হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তার ছেলে মোহনকেও হত্যা মামলার আসামি করা হয়। ওই মামলায় এতদিন কারাগারে ছিল মোহন। তবে প্রায় চারমাস আগে মোহন জামিনে মুক্ত হয়। তিনি আরও বলেন, মোহনকে আসামি করেই নিহত জাকিরের পরিবার থেমে থাকেনি। তারা আদালতেই তার ছেলেকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন। জামিনে আসার পর থেকে প্রায়ই তার ছেলের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন তারা। এবার আগে থেকে পরিকল্পনা করে ছেলেকে কুপিয়ে মেরে ফেলল। যারা মোহনকে নির্মমভাবে কুপিয়ে মেরেছে তাদের আইনের আওতায় এনে কঠিন শাস্তির দাবি জানাই। বাগাতিপাড়া থানার ওসি মো. নান্নু খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ব শক্রুতার জেরে তাকে হত্যা করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখাসহ নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা রুজুর পাশাপাশি আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে।

তুরাগ নদে ভাসমান যুবকের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ নদে এক যুবকের ভাসমান লাশ পেয়েছে পুলিশ। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। গতকাল শুক্রবার দুপুরে নৌ-পুলিশ টঙ্গীর চুয়ারিটেক এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে। নিহতের পরনে ছিল কালো রঙের গেঞ্জি ও জিনসের প্যান্ট। টঙ্গী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই আব্দুল মান্নান জানান, গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে টঙ্গীর চুয়ারিটেক এলাকায় তুরাগ নদে ওই যুবকের লাশ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভাসমান অবস্থায় ওই যুবকের লাশ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, তাৎক্ষণিক নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। তার পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। ধারণা করা হচ্ছে, কয়েকদিন আগে তার মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কাভার্ডভ্যান বোঝাই ২টন কফি পাউডারসহ আটক ২

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর হাতিয়ায় কাভার্ডভ্যান বোঝাই ২ টন কফি পাউডারসহ মো.শহীদুল ইসলাম (৪৫) ও মো.শাহজান (৩৫) নামে ২ জনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় চোরাইমালসহ আরও একটি ট্রাক পালিয়ে গেছে। আটককৃতরা কাভার্ডভ্যানটির চালক ও হেলপার। কাভার্ডভ্যান চালক শহীদুল ইসলামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায়। হেলপার শাহজান সোনাইমুড়ী উপজেলার দেওটি ইউনিয়নের বাঘ পাচরা গ্রামের মৃত সফি উল্যার ছেলে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার চানন্দী ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়। এসব তথ্য নিশ্চিত করেন নোয়াখালী জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজিম উদ্দিন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার ভাসানচর থেকে আসা একটি জাহাজ থেকে চোরা কারবারিরা জনতা ঘাটে দুটি কাভার্ডভ্যানে মাল বোঝাই করে। এরপর একটি কাভার্ডভ্যান অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যায়। অপর কাভার্ডভ্যানটি উপজেলার চানন্দী ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রাম দিয়ে যাওয়ার পথে সড়কে থাকা ব্রিজ ভেঙে আটকা পড়ে। পরে এলাকাবাসীর খবরের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ২ টন কফিসহ কাভার্ডভ্যানটি জব্দ করে। একই সময়ে চালক-হেলপারকেও আটক করা হয়। ডিবির ওসি নাজিম উদ্দিন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চোরা কারবারিরা ভারত অথবা মিয়ানমার থেকে কফি পাউডারগুলো পাচারের উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে আসে। তবে তারা এখন পর্যন্ত এর বৈধ কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।

ফরিদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরের নগরকান্দায় ট্রেনে কাটা পড়ে মো. মিঠু (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার ডাঙ্গী ইউনিয়নের পুরাদিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিঠু জেলার সদরপুর উপজেলার যাত্রাবাড়ী এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গাগামী একটি ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মিঠুর মৃত্যু হয়। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। নগরকান্দা থানার ওসি মো. আমিনুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। লাশ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

বাগেরহাটে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলায় বাসের চাপায় গোলাম রসুল নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকালে বাগেরহাট-পিরোজপুর মহাসড়কের সাইনবোর্ড এলাকায় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা বলেশ্বর পরিবহনের একটি বাসের চাপায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গোলাম রসুলের। চালক ও সহযোগী পালিয়ে গেলেও বাসটি জব্দ করেছে পুলিশ। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কচুয়া থানার ওসি মহসিন আলী। নিহত গোলাম রসুল কচুয়া উপজেলার দোবাড়িয়া গ্রামের মালেক তালুকদারের ছেলে। তিনি মোড়েলগঞ্জ উপজেলার জিলবুনিয়া মাদরাসায় অফিস সহায়ক হিসেবে চাকরি করতেন। তিনি সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে মোটরসাইকেলে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথে সাইনবোর্ড মোড়ে পৌঁছালে একটি বাস তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

পিকআপের ধাক্কায় শিক্ষার্থীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার যাওয়ার পথে পিকআপের ধাক্কায় তানভির জামান (২৩) নামে এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তানভির জামানকে মৃত ঘোষণা করেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়ার চুনতি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানভির জামান পটিয়া উপজেলার জিরি ইউনিয়নের মীর বাড়ির বদিউজ্জামানের ছেলে। তিনি আনোয়ারা ডিগ্রি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে তানভির জামান সবার বড়। নিহতের মামা রহমত উল্লাহ বলেন, খবর পেয়ে আমরা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিশুকন্যার সামনে ট্রেনের ধাক্কায় বাবার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় শিশুকন্যার সামনে ট্রেনের ধাক্কায় রায়হান মিয়া (৩৫) নামে রিকশার এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন পুনিয়াউট রেলক্রসিংয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রায়হান কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার দিলালপুর গ্রামের মৃত বাহার মিয়ার ছেলে। পরিবার নিয়ে তিনি জেলা শহরের পুনিয়াউট এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। এ ঘটনায় রায়হানের শিশুকন্যা ইকরা জাহান ইফতি (৮) আহত হয়েছে। তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম জানান, ঈদের ছুটি শেষে গত বৃহস্পতিবার রাতে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে তিতাস কমিউটার ট্রেনে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফেরেন রায়হান। স্টেশন থেকে রিকশায় করে বাসায় যাচ্ছিলেন তারা। পথে পুনিয়াউট রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় ঢাকা থেকে নোয়াখালীগামী নোয়াখালী মেইল ট্রেনটি তাদের রিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে রায়হান ও তার শিশুকন্যা ইফতি গুরুতর আহত হন। এ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক রায়হানকে মৃত ঘোষণা করেন।

জীবন রক্ষাকারী ওষুধ বাজারজাত

তিনমাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জানা গেছে, অনেকদিন ধরেই ওষুধ উৎপাদন বন্ধ রেখেছে কোয়ালিটি, কাফকা, ডক্টর টিমস, রিলায়েন্স এমবি, জেনিথ, কুমুদিনী এবং ইউনিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস। তবে এসব কোম্পানির নাম ব্যবহার করে বাজারে বিক্রি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক। শুধু উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নামই নয়, জীবনরক্ষাকারী এই ওষুধগুলোও পুরোপুরি ভেজাল। গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে বেরিয়ে এসেছে এই তথ্য। পুলিশ জানিয়েছে, একটি চক্র ঢাকার সাভার ও কুমিল্লায় নকল অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল তৈরি করে দেশের বিভিন্ন জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে সরবরাহ করতো। চক্রটি ৮-১০ বছর ধরে এমন প্রতারণা করে আসছিল। তারা বাজারে থাকা ও বাজার থেকে বিলুপ্ত এমন ওষুধের মধ্যে রিলামক্স-৫০০ ট্যাবলেট, মক্সিকফ-২৫০, সিপ্রোটিম-৫০০, এমোক্সিসিলিন, জিম্যাক্স, মোনাস-১০ নকল করে বাজারে ছেড়েছে। বহুল ব্যবহৃত একমি ল্যাবরেটরিজের মোনাস-১০ এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের মন্টেয়ার-১০ (মন্টিলুকাস্ট) নকল উৎপাদন ছাড়াও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের সেফ-৩ (সেফিক্সিম-২০০ মিলিগ্রাম), সেকলো-২০ (ওমিপ্রাজল), জেনিথ ফার্মাসিউটিক্যালসের ন্যাপ্রোক্সেন প্লাস-৫০০ উৎপাদন করে বাজারে ছেড়েছে চক্রটি। ফার্মেসি মালিকরা অধিক লাভের আশায় আসল ওষুধের নামে নকল ওষুধ বিক্রি করেন। নকল ভ্যাকসিনও বাজারে হেপাটাইটিস বি রোগ প্রতিরোধে দেওয়া হয় কোরিয়ান হেপাবিগ ভ্যাকসিন। দেশের বাজারে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার টাকা দামের এই ভ্যাকসিন মাত্র ১০ টাকার টিটেনাস দিয়ে নকল সিল বসিয়ে তৈরি করছে ঢাকার কেরানীগঞ্জের একটি চক্র। এক্টুপিস সংকট দিয়ে ভিটামিন ডি-৩ ইনজেকশন, জেসন গ্রুপের এক্টোপিন ১০ টাকা দিয়ে কিনে গর্ভবতীদের রেসোগাম পি, ইন্ডিয়ান ড্রাইকিজাম অ্যাম্পুল দিয়ে ক্লোপিকজল, ফ্লুয়ানজল, ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন তৈরি করছে। দাম নেওয়া হচ্ছে কয়েক হাজার টাকা। হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন ভেঙে পানি মিশিয়ে জরায়ু ক্যানসার প্রতিরোধক নকল টিকা 'সারভারিক্স টিএম' তৈরির কারিগরদের সন্ধানও পেয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ। এসব ওষুধ ব্যবহারে মানুষের জীবনহানির ঘটনাও ঘটছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাবেক এক কর্মকর্তা জানান, বিদেশ থেকে ওষুধ আমদানি করতে হলে নিবন্ধন প্রয়োজন। কিন্তু হাজারই গলির বিভিন্ন ফার্মেসিতে নিবন্ধনহীন বিদেশি ওষুধ বিক্রি করা হয়। জরিমানা দিয়েও বারবার একই অপরাধ করে কতিপয় ব্যবসায়ী। দেশে বছরে উৎপাদন হয় ২৫ হাজার রকমের ওষুধ, এর মধ্যে মাত্র ৪ হাজার ওষুধ পরীক্ষা করে দেখার সামর্থ্য আছে পরীক্ষাগারে। আর এর ২-৩ শতাংশ ওষুধ ভেজাল, নকল বা নিম্নমানের। অসৎ উদ্দেশ্যে ওষুধের কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে, কোনো নকল ওষুধ উৎপাদন ও জ্ঞাতসারে বিক্রি, মজুত, বিতরণ বা বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রদর্শন, ভেজাল ওষুধ উৎপাদন, বিক্রি ও মজুতের মতো অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন সাজার বিধান রয়েছে। অপরাধের ধরন অনুযায়ী ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতাও রাখা হয়েছে ওষুধ ও কসমেটিক আইনে। চমেক হাসপাতাল এলাকা, পাথরঘাটা, ফিশারিঘাট, হালিশহর, আনন্দবাজার, কাট্টলী, বাকলিয়া, কালামিয়া বাজার, এক কিলোমিটার, চকবাজারের কাঁচাবাজার, ইপিজেড, কলসি দীঘির পাড়, আকমল আলী রোড, ধুমপাড়া, বেড়িবাঁধ, কাটগড়, পতেঙ্গা, অক্সিজেন এলাকার নির্দিষ্ট কিছু ফার্মেসিতে চলে মেয়াদ মুছে দেওয়া ও নকল ওষুধ। জেলা প্রশাসন, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও র‍্যাবের অভিযানে অনেক নামিদামি ফার্মেসিতে নানা অনিয়ম ধরা পড়লেও ভেজাল কারবারিদের লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। নকল ওষুধ যাচাই প্যানাসিয়া ডট লাইভ (www.panacea.live) নামে একটি ওয়েবসাইট আছে যেখানে গিয়ে আপনি আপনার ওষুধটি যাচাই করতে পারবেন। প্যানাসিয়ার আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ওষুধের প্রতিটি পাতায় একটি করে আলাদা কোড থাকে। কেনার আগে ওষুধের গায়ে থাকা নির্দিষ্ট কোডটি '২৭৭৭' নম্বরে এসএমএস করে পাঠালে প্যানাসিয়ার ডাটাবেইসে থাকা কোডের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই যাচাই হবে। আর তাৎক্ষণিকভাবে একটি ফিরতি এসএমএসে জানিয়ে দেওয়া হবে ওষুধটি আসল না নকল। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মো. ফখরুজ্জামান বলেন, নকল ও ভেজাল ওষুধ মজুত ও বিক্রির সঙ্গে কারা জড়িত, সেটা দেখা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ে সভা করে ধানের দাম

রাখছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান কাটার মেশিন দেওয়া হয়েছে। মেশিনের কোনও সংকট হবে না।' তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকের কল্যাণ কাজ করে যাচ্ছেন।' পরে মন্ত্রী কৃষকদের কাছে কম্বাইন্ড হারভেস্টারের চাবি তুলে দেন। চাবি হস্তান্তরের পরে আলোচনা সভায় যোগ দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাদিক, সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য রনজিত চন্দ্র সরকার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মলয় চৌধুরী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ এহসান শাহ।

গরমজনিত অসুস্থতার চিকিৎসা নিতে

ঢামেক গিয়ে দেখা যায়, হাসপাতালে এসেও অতিরিক্ত গরমে খারাপ অবস্থা হচ্ছে রোগী ও স্বজনদের। ওয়ার্ডে ভর্তি ও মেঝেতে থাকা প্রায় সবাই হাতপাখা কিংবা ছোট টেবিল ফ্যান কিনে ব্যবহার করছেন। ২০৭ নম্বর ওয়ার্ডে দেখা যায়, এক কোণার ফ্যান নষ্ট হয়ে আছে। সেখানে অবস্থান করা এক রোগীর স্বজন বলেন, ভিতরে বাইরে সব জায়গায় গরম। তিনদিন ধরে হাসপাতালে আমার রোগী ভর্তি। আসার পর থেকেই দেখছি পাখা বন্ধ। খোঁজ নিয়েছিলাম, বলে পাখা নষ্ট। এগুলো তো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেখতে পারে। আমার মেয়ের কয়েকদিন ধরেই পেটে ব্যথা, জ্বরের পাশাপাশি বমি ও পাতলা পায়খানা হচ্ছে।

সাজেদা খানম তার চার বছরের মেয়েকে নিয়ে ঢামেকের শিশু ওয়ার্ডে মেঝেতে আছেন। তিনি বলেন, 'ঈদের দিন রাত থেকেই মেয়ের পাতলা পায়খানা শুরু হয়েছে। এরপর পেটে ব্যথা ও জ্বরও থাকে। প্রথমে ফার্মেসি থেকে স্যালাইন কিনে খাওয়ালেও ভালো না হওয়ায় মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে চলে এসেছি।'

হাসপাতালের ভিতরে পর্যাপ্ত বাতাসের অভাব, রোগীর চাপ ও ফ্যান স্বল্পতায় কষ্টে আছেন অধিকাংশ রোগী। ভর্তি রোগীদের সঙ্গে স্বজনরাও করছেন কষ্ট। বেশিরভাগই গরমে ঘামছেন অঝোরে। হাসপাতালের ভিতরে থাকা রোগীরা গরমে কষ্টে আছেন, কিছু জায়গায় পাখা নষ্ট- এসব বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না জানতে চাইলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, 'আমি স্টোররুমে যেসব পাখা ছিল কর্মীদের বলেছি যেখানে নষ্ট পাখা আছে সব পরিবর্তন করে দিতে। যেখানে নতুন করে পাখা লাগানো যায় সেখানে পাখা সংযুক্ত করতে বলেছি।' তিনি আরও বলেন, 'এখানে তো অনেক রোগী আসে, অনেক বেশি ভিড়। তাই অনেকেই নিজের লাইট-ফ্যান ব্যবহার করেন। তাই আমি টেকনিশিয়ানদের বলে দিয়েছি যাতে আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়, সেখান থেকে তারা লাইন নিয়ে ফ্যান, লাইট যেন জ্বালাতে পারে। যাতে বিপদ না হয়।' আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি) বা কলেরা হাসপাতাল ঘুরে দেখা যায়, ঈদের পর থেকে দ্বিগুণ রোগী ভর্তি হয়েছে হাসপাতালগুলোতে। যার বেশিরভাগই ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া রোগী। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিশু ওয়ার্ডে পা ফেলার জায়গা নেই। বেড ছাড়িয়ে মেঝেতেও আসন পেতে চিকিৎসা নিচ্ছে শিশুরা। জরুরি বিভাগ ও আউটডোরের মেডিসিন বিভাগে রোগীর চাপ সবচেয়ে বেশি। আইসিডিডিআর,বিতে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়াজনিত রোগ নিয়ে হাসপাতালে ভিড় বেড়েছে রোগীদের। হাসপাতাল সূত্র জানায়, সাধারণ সময়ে ডায়রিয়াজনিত সমস্যা নিয়ে তিন থেকে সাড়ে তিনশ রোগী আসে। বর্তমানে তা বেড়ে পাঁচ থেকে ছয়শর বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছে। আইসিডিডিআর,বির চিকিৎসকরা বলছেন, কয়েকদিন ধরে অতিরিক্ত গরমের কারণে পানির চাহিদা বেড়েছে। অনিরাপদ পানি ও খাবার গ্রহণের কারণে ছড়িয়ে পড়ছে ডায়রিয়া। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. কামরুজ্জামান (কামরুল) বলেন, গরম বেশি পড়লে সাধারণত ডায়রিয়া, জন্ডিস, পানিবাহিত রোগ, হেপাটাইটিস এ ও ই ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যায়। এসময়ে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হওয়া উচিত না। এছাড়া বাইরে থেকেই এসেই এসি ছেড়ে দেওয়া, ঠান্ডা পানি খাওয়া, রাস্তার ধারের শরবত পান থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে শিশুদের স্কুল খুলে দেওয়া হবে। এখন শিশুরা ঘরেই আছে, তবে স্কুল খোলা হলে তারা লম্বা সময় স্কুলে থাকবে। স্কুল খুলে দিলে এবং তাপমাত্রা আরও বাড়লে শিশুদের হিট স্ট্রোকের আশঙ্কা বাড়বে। তাই এ বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন।

এছাড়া শিশুদের রাস্তার ধারের খাবার খাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। একই সঙ্গে জ্বরের পাশাপাশি ঘণ্টায় তিনবারের বেশি বমি হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে বলেও জানান তিনি।

সাভারে ডাকাতি ও ছিনতাই চক্রের ৮

আব্দুল আলীম (৩৬), মানিকগঞ্জ জেলা সদরের ভাড়াইদা বাজার এলাকার মৃত জলিলের ছেলে মো. মানিক (৩৫) ও সাভারের বনপুকুর এলাকার মৃত শফিউল্লাহর ছেলে মো. রনি (৩০)। এদের মধ্যে অনেকেই ভাসমান, আবার অনেকেই বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং সাভারের বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি ও ছিনতাইসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাতেন। ওসি রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ বিপ্লব বলেন, ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামামের নির্দেশনায় জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিবি) মোবাশ্শিরা হাবীব খানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অভিযান চালানো হয়। এসময় আট ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত চারটি চাপাতি, একটি সুইচ গিয়ার, একটি দা, একটি লোহার পাইপ ও একটি কাঠের স্ট্যাম্প উদ্ধার করা হয়। অভিযানে অংশ নেওয়া গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) শুভ মন্ডল বলেন, আমরা রিয়াজ উদ্দিন বিপ্লব স্যারের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে আসামিদের গ্রেপ্তার করি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দীর্ঘদিন ধরে সাভার, আশুলিয়াসহ আশপাশের এলাকায় ছিনতাই এবং ডাকাতির কথা তারা স্বীকার করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে গতকাল শুক্রবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বান্দরবানের সেই ব্যাংক ম্যানেজারকে

অফিসার) ও যুগ্ম-জিম্মাদার (সাধারণ) করা হয়েছে। কর্ণফুলী শাখার ম্যানেজার মু. রেজাউর রহমানকে (প্রিন্সিপাল অফিসার) চট্টগ্রামের কে. বি বাজার শাখায় এবং কে. বি বাজার শাখার ম্যানেজার হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে (প্রিন্সিপাল অফিসার) প্রিন্সিপাল অফিস, পটিয়ার (চট্টগ্রাম) প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। সোনালী ব্যাংকের চট্টগ্রামের (দক্ষিণ) মহাব্যবস্থাপক মো. মুসা খান বলেন, সার্বিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে রুমা শাখার ব্যবস্থাপক নেজাম উদ্দীনকে চট্টগ্রামে বদলি করা হয়েছে।

শিশুখাদ্য সেরেলাক ও নিডোতে

দেশগুলোতে সেরেলাকে বাড়তি চিনি যুক্ত করে তারা। এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। নেসলের শিশুখাদ্য পণ্যের বিষয়ে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, গবেষণায় পাওয়া ফল একটি বৈজ্ঞানিক প্যানেলের সামনে উপস্থাপন করা হবে। এদিকে প্রতিবেদন প্রকাশের পর বাংলাদেশেও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে। জানতে চাইলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জাকারিয়া যুগান্তরকে বলেন, খাদ্যে ভেজাল কিংবা দূষণের কারণে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সব সময় ব্যবস্থা নিয়ে আসছে। এক গবেষণায় নেসলের দুটি পণ্য সেরেলাক ও নিডোতে উচ্চমাত্রার চিনির উপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে। এটা আমরা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব। বিএসটিআই'র মানদণ্ডে পরিমাপ করব। সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা সামনে এলে বা অভিযোগ প্রমাণিত হলে পণ্য দুটি বাজার থেকে তুলে নেওয়ার সুপারিশ করব। এছাড়া মামলা করারও সুযোগ আছে।

এ বিষয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি নেসলে ইন্ডিয়ার একজন মুখপাত্রর সঙ্গে কথা বলেছে। ওই মুখপাত্র বলেছেন, তারা গত পাঁচ বছরে নেসলের শিশুখাদ্যে যোগ করা চিনির পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ কমিয়েছে। এছাড়া আরও কমিয়ে আনার বিষয়ে তারা পণ্যগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করছেন।

গবেষণায় দেখা যায়, ভারতে নেসলের ১৫টি সেরেলাক শিশুখাদ্য থেকে একটি শিশুকে একবার যে পরিমাণ খাবার দেওয়া হয় তাতে গড়ে প্রায় ৩ গ্রাম চিনি থাকে। একই পণ্য জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যে বিক্রি করা হচ্ছে বাড়তি চিনি ছাড়াই। অন্যদিকে ইথিওপিয়া ও থাইল্যান্ডে এই চিনির পরিমাণ প্রায় ৬ গ্রাম। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের পণ্যের মান প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিএসটিআই সূত্র জানায়, এটি অন্য দেশের তৈরিকৃত পণ্য। তবে এগুলো আমাদের দেশের মানদণ্ড অনুযায়ী এক নাও হতে পারে। সেরেলাক ও নিডো যদি দেশের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মান ঠিক রেখে পণ্য তৈরি করে তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু যেহেতু একটি প্রতিবেদনে ক্ষতির বিষয়টি এসেছে, তাই এই বিষয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে দেখা হবে। যদি কোনো ক্ষতিকারক কিছু থাকে, তাহলে পদক্ষেপ নেব।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস বিমানবন্দরের

সহকারী প্রকৌশলী মাইদুল ইসলাম। তার মোটরসাইকেলটিকে বাসটি চাপা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান তিনি। ঘটনায় জড়িত বাসের চালক, হেলপার পলাতক। বাসটি জব্দ করা হয়েছে বলেও জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।

রাজধানীর পৃথক এলাকা থেকে ৩

পরিদর্শক মো. বাচ্চু মিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান লাশ ঢামেকের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

এদিকে রাজধানীর খিলগাঁও সিপাহীবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে মো. জামাল (২২) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। খিলগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আল হাসান জানান, খবর পেয়ে খিলগাঁও সিপাহীবাগের শাহিনুরবাগ একটি বাসা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। তিনি আরও জানান, ওই ব্যক্তি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন কিনা বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। নিহতের গ্রামের বাড়ি,জামালপুর সদর উপজেলার জাফর সাইল গ্রামে। তার বাবার নাম নুর মিয়া। বর্তমানে সিপাহীবাগ এলাকায় থাকতেন।

অন্যদিকে রাজধানীর মতিঝিলে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের বিপরীত পাশের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৬৫) এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে লাশটি উদ্ধার করা হয়। মতিঝিল থানার এসআই মো. সোহাগ চৌধুরী বলেন, আমরা খবর পেয়ে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের বিপরীত পাশে রাস্তায় অচেতন অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে দেখতে পাই। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তবে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে বলে জানান এসআই। তিনি বলেন, স্থানীয় লোকজনের মুখে জানতে পারি ওই ব্যক্তি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। আমাদের ধারণা অসুস্থতাজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

সবজির বাজার চড়া

আশপাশে। সেই হিসেবে দুই সপ্তাহের ব্যবধানে আলুর কেজিতে বেড়েছে ১০ টাকার বেশি। অন্যদিকে, ঈদের আগে দেশি পেঁয়াজের কেজি নেমেছিল ৫০ টাকার ঘরে। কেজি কেনা গেছে ৫০ থেকে ৫২ টাকার মধ্যে। কিন্তু ঈদের পর চড়া হতে থাকে দাম। কয়েক দফায় বেড়ে এখন কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৬৫ টাকায়। কারওয়ান বাজারের আড়তদার জালাল উদ্দিন বলেন, এখন অনেকে বাজারে পেঁয়াজ সরবরাহ না করে সংরক্ষণ করছেন। যার কারণে দাম কিছুটা বেড়েছে।

শুক্রবার বাজারগুলোতে ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছ কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে ১০০০ টাকা এবং ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রামের মাছ ১৪০০ টাকা, এক কেজি শিং মাছ চাষের (আকারভেদে) বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ থেকে ৬০০ টাকায়, প্রতি কেজি রুই মাছের দাম বেড়ে (আকারভেদে) ৪০০ থেকে ৫৫০ টাকায়, মাগুর মাছ ৭০০ থেকে ১০০০ টাকা, মৃগেল ৩০০ থেকে ৪৫০ টাকায়, পাঙ্গাস ২০০ থেকে ২২০ টাকায়, চিংড়ি প্রতি কেজি ৮০০ থেকে ১২০০ টাকায়, বোয়াল মাছ প্রতি কেজি ৫০০ থেকে ৯০০ টাকায়, কাতল ৪০০ থেকে ৬০০ টাকায়, পোয়া মাছ ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায়, পাবদা ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায়, তেলাপিয়া ২২০ টাকায়, কৈ ২২০ থেকে ২৪০ টাকায়, মলা ৫০০ টাকা, বাতাসি টেংরা ১৬০০ টাকায়, টেংরা মাছ ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা, কাচকি মাছ ৬০০ টাকায়, পাঁচ মিশালি মাছ ২২০ টাকায়, রুপচাঁদা ১২০০ টাকা, বাইম মাছ ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা, দেশি কই ১০০০ টাকা, মেনি মাছ ৭০০ টাকা, সোল মাছ ৬০০ থেকে ১০০০টাকা। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু সয়াবিন তেলের নতুন দাম ঘোষণা করেন। তাতে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম চার টাকা বাড়ানো হয়েছে। তবে খোলা সয়াবিনের লিটারে কমানো হয়েছে দুই টাকা। এ ছাড়া পাঁচ লিটারের বোতলে দর বেড়েছে ১৮ টাকা। ফলে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের নতুন দাম হবে ১৬৭, পাঁচ লিটারের দর হবে ৮১৮ এবং খোলা সয়াবিনের লিটার হবে ১৪৭ টাকা। অন্যদিকে, সুপার পামওয়েলের লিটার নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩৫ টাকা। তবে সুপার পামওয়েল বাজারে এর চেয়ে বেশি অর্থাৎ লিটার বিক্রি হচ্ছে ১৪০ থেকে ১৪৫ টাকা দরে।

ভাসানচরে রোহিঙ্গা নাগরিককে গলা

ক্লাস্টারের বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তিনি। একপর্যায়ে তিনি তার বাবার গলা কাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার দিলে অন্য ক্লাস্টারের লোকজন ছুটে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। এসআই নুর হোসেন জানান, গতকাল শুক্রবার সকালে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে। পুলিশ হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালাচ্ছে।

২০২৩ সালে ধর্ষণের শিকার ২৩৩

ধর্ষনের ঘটনায় মামলা হয়েছে ১৭৫টি। অন্যদিকে ১৬৮টি শিশু নির্যাতনের ঘটনায় মামলা হয়েছে ১০৫টি। একই সময়ে ধর্ষণের পর ৩৪টি হত্যার ঘটনা ও ৬টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। কমিশন বলছে, ২০২৩ সালে কারা হেফাজতে মারা গেছেন ৬ জন। তবে এসব ঘটনায় কোন মামলা হয়নি। একইভাবে কথিত বন্দুক যুদ্ধে ৫ জন মারা গেলেও কোন মামলা হয়নি। গত বছর ৬২ জন শ্রমিক মারা গেছে, ৫০টি নিখোঁজ ও ৩টি গুমের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০২৩ সালে মানবধিকার লজ্ঞনের ৫৭২টি অভিযোগ পায় কমিশন। যার মধ্যে ৩৬৭টি নিস্পত্তি করা হয়েছে, আর ১৮২টি অভিযোগ নিয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। একই সময়ে সুয়োমেটো (স্বপ্রণোদিত) অভিযোগের সংখ্যা ১১২টি। যার মধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে ৫০টি, চলমান রয়েছে ৭২টির। প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা, ফিলিস্তিন ও হিরো আলমসহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনে। কমিশন জানায় প্রাপ্ত ৫৭২টি অভিযোগের মধ্যে জমিজমা দখল সংক্রান্ত অভিযোগ ১১০টি, যার মধ্যে ৭৫টি নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া চাকরি ও বেতন ভাতা সংক্রান্ত অভিযোগ ৫২টি, যার মধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে ৩৫টি।

ভ্রমণ শেষে ভারত থেকে তিন দিনে

বৃহস্পতিবার। আসার সময় বেনাপোলের বিপরীতে পেট্রাপোল ইমিগ্রেশনে দুর্ভোগে পড়েছি। সেখানে ডেস্কের পরিমাণ বেশি থাকলে ও অফিসার বসেছেন মাত্র তিন জন। কাজও করেছেন ধীরগতিতে। এতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে যাত্রীদের।' ভারতফেরত অধিকাংশ পর্যটক অভিযোগ করে বলেন, দেশে আসার পর দূরপাল্লার বাসে সিট-সংকটের কথা বলে ভাড়া বেশি আদায় করছে পরিবহন কাউন্টারগুলো। সাধারণ সময় ঢাকার ভাড়া পরিবহনভেদে জনপ্রতি নন-এসি ৫৫০-৭৫০ টাকা ও এসি ১০০০-১২০০ টাকা হলেও এখন চাইছে নন-এসি ৮০০ টাকা ও এসি ১৫০০-২০০০ টাকা। ফেরার পথে পকেটে টাকা কম থাকায় কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে তাদের। যোগাযোগব্যবস্থা সহজ হওয়ায় প্রতিবছর বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় ২০ লাখ পাসপোর্টধারী যাতায়াত করেন বলে জানালেন বেনাপোল আমদানি-রফতানিকারক সমিতির সভাপতি মহসিন মিলন। তিনি বলেন, 'ভ্রমণকর বাবদ বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ও ভিসা ফি বাবদ ভারত সরকারের ১৪০ কোটি টাকা আয় হয়। সে হিসেবে সেবার মান একেবারে বাড়েনি। আগের মতোই আছে।' বেনাপোল বন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) রেজাউল করিম বলেন, 'এবার ঈদের ছুটিতে হাজার হাজার বাংলাদেশি পর্যটক ভারতে গেছেন। ছুটি শেষ হওয়ায় বন্দরে ভারতফেরত পর্যটকদের চাপ বেড়েছে। ইমিগ্রেশনের কার্যক্রম তারা যাতে দ্রুত সারতে পারেন, সেজন্য বন্দরের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে।' বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান বিশ্বাস বলেন, ?'মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) থেকে বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৫ হাজার ৪২২ জন বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী পর্যটক দেশে ফিরেছেন। ঈদ ও নববর্ষ উপলক্ষে দীর্ঘ ছুটি থাকায় ভারতে ঘুরতে ও চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন তারা। পর্যটকদের নির্বিঘ্নে ইমিগ্রেশনের কার্যক্রম শেষ করতে ডেস্ক অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহতের

ভোরে মশার কয়েল জ্বালাতে গেলে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ওই ছয় জন দগ্ধ হন। পরে তাদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

সাভারে বাস কন্ডাকটরকে মারধরের অভিযোগ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারে একটি যাত্রীবাহী পরিবহনের হানিফ (২৮) নামের কন্ডাকটরকে বেধড়ক মারধর করে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে হাইওয়ে পুলিশের এক সদস্যের বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের জোরপুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হানিফ মৌমিতা পরিবহনের কন্ডাকটর বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। অভিযুক্ত হলেন-সাভার হাইওয়ে পুলিশের কনস্টেবল রোজদার। তিনি ভুক্তভোগীর অণ্ডকোষসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ২০-২৫টি লাথি মারেন বলে অভিযোগ হানিফের। হানিফ বলেন, আমি মৌমিতা পরিবহনের একটি বাস গ্যারেজ করে সড়কে এসে দেখি, অপর একটি বাস আটকে কাগজ দেখতে চাচ্ছে হাইওয়ে পুলিশের টিম। কাগজ তৎক্ষণাৎ দেখাতে না পারায় চালককে মারধর শুরু করে তারা। আমি এগিয়ে গিয়ে তাদের বলেছি, ভাই গাড়ির মহাজন আসতেছে, মারধর করছেন কেন? এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে গালিগালাজ করেন হাইওয়ে পুলিশের কনস্টেবল রোজদার। তিনি আমাকে বেধড়ক মারধর শুরু করেন। আমাকে ২০-২৫টি লাথি মারেন, আমার অণ্ডকোষেও লাথি মারেন তিনি। এ বিষয়ে অভিযুক্ত কনস্টেবল রোজদারের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের হাত থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে কথা না বলে তিনি চলে যান। এ ব্যাপারে হাইওয়ে পুলিশের টহল টিমের নেতৃত্ব দেওয়া উপ-পরিদর্শক জিল্লু মোবাইল ফোনে বলেন, ওখানে তো তেমন কিছু ঘটেনি। আমি আপনাকে একটু পরে ফোন দিচ্ছি- বলেই কল কেটে দেন তিনি। সাভার হাইওয়ে থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, বাসের কন্ডাকটর, মালিক ও টহল টিম থানায় এসেছিল। টহল টিমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাবনায় চোরাই চিনি বোঝাই ১২ ট্রাকসহ আটক ২৩

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনায় আমিনপুর থানাধীন কাজিরহাট ফেরিঘাট এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ চোরাই চিনি বোঝাই ১২টি ট্রাক জব্দ করেছে পাবনা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) একটি দল। এসময় ২৩-২৪ জনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিরা চিনি বহনকারী ট্রাকগুলোর চালক ও হেলপার। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে পাবনা কাজিরহাট ফেরিঘাট এলাকা থেকে এসব ট্রাক জব্দ করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে পাবনা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মাসুদ আলম জানান, ভারতীয় চিনি বোঝাই ট্রাকগুলো সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্ত দিয়ে চোরাই পথে ঢুকে মানিকগঞ্জের আরিচা ও পাবনার কাজিরহাট রুটে ফেরি পার হয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। খবর পেয়ে আগে থেকেই কাজিরহাট ফেরিঘাট এলাকায় অবস্থান নেয় ডিবি পুলিশের একটি দল। ফেরি পার হয়ে কাজিরহাটে এলে ট্রাকগুলো জব্দ করা হয়। জব্দকৃত ট্রাকগুলোতে অন্তত আড়াই শতাধিক মেট্রিকটন চিনি রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, এসময় ট্রাক বা চিনির কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি চালকরা। এ ঘটনায় ২৩-২৪ জনকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা করা হচ্ছে। তদন্তের পর আরও বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।

নড়াইলে ১২ কেজি গাঁজাসহ আটক ২

স্টাফ রিপোর্টার : নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় ১২ কেজি গাঁজাসহ সাবু মোল্যা (২৪) ও হাফিজুর রহমান (২৭) নামের দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার শালনগর ইউনিয়নের চরশালনগর গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক সাবু মোল্যা মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানার কালিশংকরপুর গ্রামের দিলু মোল্যার ছেলে এবং হাফিজুর রহমান নড়াইলের লোহাগড়া থানার লাহুরিয়া তালুকপাড়া গ্রামের কামরুল শেখের ছেলে। পুলিশ জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে লাহুড়িয়া তদন্তকেন্দ্রের এসআই এম সজীব আহমেদ ফোর্স নিয়ে অভিযান চালান। চরশালনগর গ্রামে একটি প্রাইভেট কার থামিয়ে তল্লাশি করা হয়। এ সময় গাড়িতে থাকা ছয়টি প্যাকেটে মোট ১২ কেজি গাঁজা জব্দসহ দুজনকে আটক করা হয়। মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইভেট কারটিও জব্দ করা হয়। লাহুড়িয়া তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মো. সেলিম উদ্দিন বলেন, এ বিষয়ে লোহাগড়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হচ্ছে। মামলার পর আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

যশোরে লাগাতার তাপদাহে জনজীবনে দুর্ভোগ

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরে লাগাতার গরমে চরম দুর্ভোগে জনজীবন। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। এ অবস্থায় বেড়েছে ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা। খুব প্রয়োজন না হলে রোদে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তাররা। এদিকে, যশোরে লাগাতার তাপদাহের কারণে জেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিষয়ে ভাবছে। যশোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার বলেন, যশোর ও চুয়াডাঙ্গায় বৃহস্পতিবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। আজকের অবস্থাও সেদিকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে আমরা দ্রুত কিছু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কতা বার্তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করতে যাচ্ছি। লোকজন যেন এই রোদে ঘর থেকে বের না হয়। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করে ইত্যাদি। যশোর বিমানবন্দর মতিউর রহমান ঘাঁটিস্থ আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার ১২টা নাগাদ যশোরের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৪০ শতাংশ। বেলা ৩টা নাগাদ তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে। গত বৃহস্পতিবার যশোরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৭ এপ্রিল ছিল ৪০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১৬ এপ্রিল তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল থেকেই ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে। এ অবস্থায় কাজে বেরিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। শহরের পুরাতন কসবা কদমতলা এলাকায় যাত্রীর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন রিকশাচালক শ্রীরাম দাস। সকাল ৮টায় রিকশা নিয়ে বের হয়েছেন। বললেন, রোদের দাপটে লোকজন বাইরে কম বের হচ্ছে। তাই আয় রোজগার কমেছে। প্রতিদিন রিকশা মালিককে আড়াইশ টাকা, নিজের দুপুরের খাবার, চা নাশতার খরচ মিলিয়ে আগে ৩৫০ টাকা আয় করতে হবে। এরপর সংসার খরচের জন্য যা হয়। চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড বাজারে বাঙ্গি বিক্রি করেছিলেন যশোর সদরের নরেন্দ্রপুর এলাকার শরিফুল ইসলাম। তিনি ভ্যানে করে এ বাজার সে বাজারে বাঙ্গি বিক্রি করছেন ৪০ থেকে ১০০ টাকা দরে। তিনি জানান, গরমে লোকজন বাইরে কম, তাই বেচাবিক্রি বেশি একটা হচ্ছে না। এদিকে গরমের কারণে বেড়েছে ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা। যশোর জেনারেল হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে পাঁচ শয্যার বিপরীতে ভর্তি রয়েছেন ২৫ রোগী। যার মধ্যে ১১ জনই শিশু রোগী। গত বৃহস্পতিবার মোট রোগী ছিল ১১ জন। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত নতুন করে ভর্তি হয়েছেন ১৪ জন। এ তথ্য দিয়েছেন যশোর জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স হোসনেআরা বেগম। এদিকে, লাগাতার তাপদাহের কারণে রোদের মধ্যে বাইরে না বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক বিচিত্র মল্লিক। তিনি বলেন, এই গরমে ডায়রিয়া, বমি, পেটে ব্যথার রোগী বেশি ভর্তি হচ্ছে। রোগীদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যা বেশি। যশোর মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ডা. আলাউদ্দিন আল মামুন বলেন, এই সময়ে ডায়রিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি-কাশি, পক্স, হিট স্ট্রোক, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি হতে পারে। প্রচণ্ড গরম থেকে মুক্তি পেতে কেউ যেন ডিপ ফ্রিজের পানি পান না করে। এ সময় প্রচুর পানি, ডাবের পানি, দেশি ফলমূল খাওয়া প্রয়োজন। দিনমজুর বিশেষ করে কৃষকরা যেন সকাল ১১টার মধ্যে এবং বিকলে তাপমাত্রা কমলে কাজ করেন সেই পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তাররা।

রাজশাহীতে তাপদাহে হাসপাতালে বাড়ছে রোগী

স্টাফ রিপোর্টার : তীব্র রোদ-গরমে নাভিশ্বাস উঠেছে জনজীবনে। রাজশাহী অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারি ও তীব্র তাপদাহ। যার প্রভাব পড়ছে জনস্বাস্থ্যে। জ্বর, সর্দি, কাশি, ডায়রিয়াসহ নানা রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। ডাক্তারের চেম্বারে ও হাসপাতালে দীর্ঘ হচ্ছে রোগীর সিরিয়াল। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে দেখা গেছে, হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডের বারান্দায় তিল পরিমাণ ঠাঁই নাই। ওয়ার্ডগুলোতে রোগী ঠাসা। একই চিত্র হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে। বহির্বিভাগেও শিশু ও মেডিসিন চিকিৎসকদের চেম্বারের সামনে রোগীদের দীর্ঘ সিরিয়াল দেখা গেছে। মৃতের সংখ্যায় যোগ হচ্ছে হিট স্ট্রোকের রোগী। হাসপাতালের ইনডোর, আউটডোর ও জরুরি বিভাগে রোগীর চাপ যেমন বাড়ছে, তেমনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিকেও রোগী বাড়ছে। রামেক হাসপাতালের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গত ১৬ এপ্রিল হাসপাতালের আউটডোরে ১৯, ইনডোরে ৩৮ জন ও জরুরি বিভাগে ৭৮ জন ডায়রিয়া রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। যা বুধবার আরও বেড়েছে। ১৭ এপ্রিল ১২ বছরের কম বয়সী শুধু শিশু ডায়রিয়া নিয়ে ভর্তি হয়েছে ২৪ জন। ১২ বছরের বেশি শিশু ভর্তি হয়েছে ১৪ জন। যা গত ১৮ এপ্রিল ১২ বছরের কম বয়সী শিশু রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫ জনে। ১২ বছরের বেশি বয়সী ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশু ভর্তি রয়েছে ১৫ জন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অব্যাহত তাপ প্রবাহের কারণে হাসপাতালে চাপ বেড়েছে। হাসপাতালের বহির্বিভাগে শিশুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আফরোজা বেগম। তিনি বলেন, তার বাচ্চার বয়স দেড় বছর। গত কয়েকদিন থেকে সর্দি কাশি জ্বরে ভুগছে। এলাকার ফার্মেসি থেকে ওষুধ খাইয়েছেন। কিন্তু সুস্থতা আসেনি। তাই সরকারি হাসপাতালে এসেছেন। কিন্তু এখানে এসে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। জরুরি বিভাগে শিশুকে ভর্তি করেছেন রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বাসিন্দা নুরবানু বেগম। তিনি বলেন, দুই দিন আগে হঠাৎ বাচ্চা পাতলা পায়খানা করে। এরপর শুধু পানি নামছে। বাধ্য হয়ে ওই দিন রাতেই হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। এখন অনেকটাই সুস্থ আছে। চিকিৎসকদের ভাষ্যমতে, ডায়রিয়া পানিবাহিত রোগ। দূষিত পানি পান করার মাধ্যমে এ রোগ হয়। সাধারণত দিনে তিন বা এর চেয়ে বেশি বার পাতলা পায়খানা হতে শুরু করলে তার ডায়রিয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। গরম এলেই ডায়রিয়ার সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। বিশেষ করে শিশু-কিশোররা এই রোগে বেশি ভুক্তভোগী হয়। অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন, যেখানে-সেখানে ও পানির উৎসের কাছে মলত্যাগ, সঠিক উপায়ে হাত না ধোয়া, অপরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ এবং ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে এবং দোকান, রেস্তোরাঁ বা বাসায় পচন ধরা ফ্রিজের খাবার গ্রহণ ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ। তাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম শামীম আহাম্মদ বলেন, আবহওয়াজনিত কারণে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে। রাজশাহী সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ মোহাম্মদ ফারুক বলেন, উপজেলা পর্যায়েও ডায়রিয়া রোগী আসছে। তবে মহামারি আকার ধারণ করেনি। আসলে মানুষ অস্বাস্থ্যকর খাবার বেশি খাচ্ছে। রাস্তার ধারের অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রতি মানুষের সচেতনতা না বাড়লে ডায়রিয়া মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে যাবে। আমরা চিকিৎসার পাশাপাশি সচেতনতামূলক কার্যক্রমও উপজেলায় চালাচ্ছি। এদিকে খরতাপে পুড়তে থাকা রাজশাহীতে হঠাৎ করেই ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় ওষুধের পাশাপাশি ডাব খাওয়ার পরামর্শও দিচ্ছেন চিকিৎসাকরা। তাইতো নগরীর লক্ষ্মীপুর এলাকায় ওষুধের পাশাপাশি ডাবের ব্যবসাও বেশ জমজমাট। কিন্তু ডাব কিনতে গিয়ে দিশেহারা রোগী ও রোগীর স্বজন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের সামনেসহ লক্ষ্মীপুর এলাকায় কমপক্ষে ১০ জন ডাব বিক্রেতার দেখা মেলে। যাদের কেউ অস্থায়ী ভ্যানে আবার কেউ স্থায়ী দোকানে ডাব বিক্রি করছেন। বরাবরের মতোই এখানে ফলের সঙ্গে ডাবের দামও বেশ চড়া। এ এলাকায় এক পিস ডাব ১৮০ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি করতে দেখা গেছে। যেখানে রোগীর কথা চিন্তা করে বাধ্য হয়েই বেশি দামে ডাব কিনছেন ক্রেতারা। তবে একাধিক সূত্র বলছে, পাইকারি পর্যায়ে ডাবের দাম বৃদ্ধি পেলেও এত অস্বাভাবিকভাবে বাড়েনি। পাইকারিতে ১০০ টাকার নিচেই ডাব কেনাবেচা হচ্ছে। খুচরা পর্যায়ে তা ১৮০ টাকায় যাওয়ার যৌক্তিকতা নেই। রাজশাহী নগরীর ব্যস্ততম এলাকা জিরো পয়েন্ট মসজিদের সামনে ডাব বিক্রেতা আশরাফ আলী বলেন, ঈদের আগেও ডাবের এতো চাহিদা ছিল না। ঈদের পর গরমও অনেক পড়েছে। ডাবের চাহিদাও বেড়েছে। ১০০ টাকার ওপরে ডাব কিনতেই হচ্ছে। এ কারণে বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। আমার কাছে তিন কোয়ালিটির ডাব আছে, ১৪০, ১৩০ ও ১১০ টাকা। আরেক ডাব বিক্রেতা মো. মনির হোসেন বলেন, বড় ডাব তিনি ১৫০ টাকা পিস, মাঝারিটা ১৩০-১৪০ টাকা আর ছোটটা ১১০-১২০ টাকা দামে বিক্রি করছেন। ক্রেতারা বলছেন, সব জায়গায় দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয়েছে। সুযোগ পেলেই ফায়দা লুটছে ব্যবসায়ীরা। নজরদারি না থাকায় যে যা খুশি তাই করছে। এ নিয়ে কথা বলেও কোনও লাভ নেই। তবে যখন বিপদে পড়েন তখন বাধ্য হয়েই কিনতে হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. ইব্রাহীম হোসেন প্রথমে বলেন, 'আমার কোনো মন্তব্য নেই'। পরক্ষণেই বলেন, এটা কৃষিপণ্য। এটা কিভাবে বিক্রি হয় আপনারা জানেন। তারপরও বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলবো। এদিকে মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় রাজশাহীর প্রকৃতি যেন রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। সকাল থেকেই ঘাম ঝরাচ্ছে সূর্য। প্রকৃতি যেন তপ্ত নিশ্বাস ছাড়ছে। গাছের সবুজ পাতাগুলো হয়ে উঠেছে বিবর্ণ। বাইরে বইছে গরম বাতাস। আর্দ্রতা কমে যাওয়া পথঘাটের মানুষের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ঘরে-বাইরে কোথাও স্বস্তি নেই। টানা দাবদাহে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছে। বাড়ছে ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগবালাই। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত দুই দিন থেকে নগরীতে তাপপ্রবাহ নিয়ে সতর্ক থাকতে মাইকে প্রচার করছে জাতীয় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। তারা এই গরমে হিট স্ট্রোকসহ বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচতে সতর্কতামূলক পরামর্শ দিচ্ছেন।

অন্যদিকে রাজশাহীতে একদিনের ব্যবধানে কমেছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। মাত্র ১ দশমিক ২ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমায় তেমন প্রভাব পড়েনি। তবে তাপমাত্রা কমলেও প্রকৃতিতে গরমের তীব্রতা ছিল। এমন অবস্থায় কয়েকদিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই বলছে আবহাওয়া অফিস।

টাঙ্গাইলে পুলিশি বাধায় সমাবেশ হলো না আ. লীগের দুই পক্ষের

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশি বাধার মুখে টাঙ্গাইল শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে আওয়ামী লীগের কোনো পক্ষই সমাবেশ করতে পারেনি। উভয়পক্ষই পৃথক স্থানে সংক্ষিপ্ত সভা করেছে। আওয়ামী লীগের 'ঈগল প্রতীকের' সমর্থকেরা সচেতন নাগরিক সমাজের ব্যানারে গত বৃহস্পতিবার টাঙ্গাইল শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে সমাবেশের আহ্বান করেন। তাদের দাবি ছিল, ধর্ষণ মামলার আসামি শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত গোলাম কিবরিয়া ওরফে বড় মনির গ্রেপ্তার ও বিচার। অপরদিকে শ্রমিক ফেডারেশনের ব্যানারে একই দিন একই সময়ে একই স্থানে শ্রমিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এর সমর্থনে ছিলেন বিগত নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের সমর্থকেরা। শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য তানভীর হাসান ওরফে ছোট মনির আওয়ামী লীগ নেতা বড় মনির ভাই। প্রশাসন কোনো পক্ষকেই শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যান ব্যবহার করার অনুমতি না দিলেও উভয়পক্ষই সেখানে সমাবেশ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। নৌকা প্রতীকের সমর্থকেরা সংসদ সদস্য তানভীর হাসানের আদালতপাড়ার বাসভবনের সামনে সকাল থেকে সমবেত হতে থাকেন। আর ঈগল প্রতীকের সমর্থকেরা পৌরসভা ও থানাপাড়া এলাকায় জড়ো হন। সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য পৌর উদ্যান এলাকায় অবস্থান নেন। বেলা ১১টার দিকে সংসদ সদস্য তানভীর হাসানের বাড়ির সামনে থেকে মিছিল বের করার চেষ্টা করা হলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সমর্থকেরা সেখানেই সংক্ষিপ্ত সভা করেন। এতে সংসদ সদস্য তানভীর হাসান, বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মামুন অর রশিদ, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বালা মিয়া, পৌরসভার কাউন্সিলর আতিকুর রহমান ওরফে মোর্শেদ, আমিনুর রহমান, মাওলানা ভাসানীর নাতি হাসরত খান ভাসানী প্রমুখ বক্তব্য দেন। বক্তারা বলেন, শান্ত টাঙ্গাইলকে অশান্ত করার মধ্য দিয়ে কিছু চক্রান্তকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক আহমেদ হত্যা মামলা কার্যক্রমকে বিলম্বিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তারা খুনি চক্রের ক্রীড়নক হয়ে উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে টাঙ্গাইলের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করছে। এদের প্রতিহত করা হবে বলেও ঘোষণা করেন বক্তারা। অপরদিকে একই সময়ে টাঙ্গাইল পৌরসভা ভবনের সামনে থেকে আওয়ামী লীগ নেতা বড় মনির বিচারের দাবিতে মিছিল বের করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পৌরসভা মেয়র এস এম সিরাজুল হক আলমগীরের নেতৃত্বে মিছিলটি পৌরসভা চত্বর থেকে রাস্তার নামার পরই পুলিশ বাধা দেয়। পরে সমর্থকেরা পৌর ভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। এতে বক্তব্য দেন পৌর মেয়র এস এম সিরাজুল হক আলমগীর, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আকরাম হোসেন ও মানবাধিকারকর্মী মাহবুদা শেলী। বক্তারা বলেন, বড় মনির বিরুদ্ধে একাধিক ধর্ষণ মামলা রয়েছে। তার কারণে দলের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের দাবি জানানো হয়।

সম্পাদকীয়

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

অ্যাসবেসটস নিয়ন্ত্রণ করুন

মানব স্বাস্থ্যের জন্য একটি ক্ষতিকর খনিজ পদার্থ অ্যাসবেসটস। এটি একটি ধূসর রঙের খনিজ যা সহজেই দীর্ঘ নমনীয় ফাইবারে বিভক্ত হয়ে যায়। এটি অগ্নিরোধী, বিদ্যুৎ অপরিবাহী এবং রাসায়নিকভাবে প্রতিরোধী হওয়ায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ধূলিকণা হিসাবে শ্বাস নেওয়া হলে এটি গুরুতর ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। অ্যাসবেসটসের কারণে ক্যান্সার হয়; যার পরিণাম অকাল মৃত্যু। এই পরিস্থিতিতে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খনিজ পদার্থ অ্যাসবেসটস এর আমদানি, ব্যবহার ও বিপণন নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেফটি, হেলফ ও এনভায়রমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ব্যান এসবেসবেটস নেটওয়ার্ক-(বি-ব্যান)। ওশি ফাউন্ডেশন ও দক্ষিণ কোরিয়ার এশিয়া সিটিজেন সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেলথ (ইকো হেলথ) এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক গবেষণায় বাংলাদেশে তৈরি সিমেন্ট শিট, একটি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের বেবি টেলকম পাউডার, গাড়ির ব্রেকশু ও সীতাকুন্ডে জাহাজ ভাঙা শিল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করে সিমেন্ট শিটে ৫০ ভাগ ও ব্রেকশু’তে ১৫ ভাগ ক্রিসোটাইল অ্যাসবেসটসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। বেবি টেলকম পাউডার ও সীতাকুন্ড এলাকার মাটির যে নমুনা পরীক্ষার জন্য নেয়া হয়েছিল তাতে অ্যাসবেসটস পাওয়া যায়নি। তবে আরও নমুনা পরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। অ্যাসবেসটস এর অবাধ ব্যবহারে জনস্বাস্থ্যের উপর যে হুমকি তৈরি হচ্ছে তা প্রতিরোধে ছয়টি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এগুলো হলো- জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর হুমকি বিবেচনায় নিয়ে অবিলম্বে অ্যাসবেসটস এর আমদানী, ব্যবহার ও বিপনন নিষিদ্ধ করা, গত ২০২১ সালের ২ ডিসেম্বর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশে সকল প্রকার অ্যাসবেসটস এর ব্যবহার বন্ধকরণ বিষয়ক সভায় ক্রিসোটাইল অ্যাসবেসটস এর ক্ষতিকারক প্রভাব বিষয়ে গবেষণাসহ অন্যান্য যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করা। অ্যাসবেসটস এর ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ এবং এর বিকল্প উপকরণ নির্ধারণে সুপারিশ প্রেরণের জন্য ওশি ফাউন্ডেশনসহ এই বিষয়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বুয়েট ও বিএসএমএমইউ এবং সরকারের শিল্প, শ্রম, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কারিগরি কমিটি গঠন করা। জাহাজ ভাঙা শিল্পে ইতোমধ্যে যেসব শ্রমিক অ্যাসবেসটসিস এ আক্রান্ত হয়েছে তাদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, দেশের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সূরক্ষায় অবিলম্বে ক্রিসোটাইল অ্যাসবেসটস যুক্ত সিমেন্ট রুফ শিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন, বিক্রয় ও ভোক্তা পর্যায়ে ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে মানবাধিকার চর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যাসবেসটস আমদারিকারক ও শিল্প খাতে ব্যবহারকারীদের অ্যাসবেসটস এর ক্ষতিকারক দিক বিবেচনায় নেয়া এবং শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। অ্যাসবেসটস এর ক্ষতিকারক দিক বিবেচনায় বিশ্বের ৬২টি দেশে এর উৎপাদন, আমদানি ও বিপনন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র জনগণের ক্যান্সার আক্রান্তের ঝুঁকি বিবেচনায় অ্যাসবেসটস এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে। প্রতিবেশি দেশ নেপাল এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশকেও এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

গত ২০২১ সালের ২ ডিসেম্বর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশে সকল প্রকার অ্যাসবেসটস এর ব্যবহার বন্ধকরণ বিষয়ক সভায় ক্রিসোটাইল অ্যাসবেসটস এর ক্ষতিকারক প্রভাব বিষয়ে গবেষণাসহ অন্যান্য যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করা। অ্যাসবেসটস এর ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ এবং এর বিকল্প উপকরণ নির্ধারণে সুপারিশ প্রেরণের জন্য ওশি ফাউন্ডেশনসহ এই বিষয়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।

সংশোধনের সুযোগ

সম্প্রতি রাজধানীসহ দেশের অনেক স্থানে কিশোর গ্যাংয়ের ক্রমবর্ধমান উৎপাত-উপদ্রবে তাদের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা গড়ে উঠেছে জনমনে। তবে মনে রাখতে হবে, তারা আর দশজন বয়স্ক অপরাধীর মতো নয়। পেছন থেকে মদতদাতা গডফাদারের জন্যই হোক অথবা নিছক কৌতূহল বা এ্যাডভেঞ্চারবশত সম্ভবত তারা জড়িয়ে পড়ছে কোনো অপরাধমূলক কর্মকা-, বালক বয়সে যা অস্বাভাবিক নয়। তাই তাদের প্রতি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো বাঞ্ছনীয়। সবাইকে মনে রাখতে হবে, তারা আমাদের সন্তানতুল্য। তাদেরও মা-বাবা-ভাই-বোন-পরিবার রয়েছে। সে অবস্থায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলেও জেলখানায় অন্য অপরাধীদের সঙ্গে রাখা যাবে না তাদের। কারাগারে প্রয়োজনে পৃথক সেল খুলে সেখানে রাখতে হবে কিশোর অপরাধীদের। তাদের সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন।
কিশোর অপরাধীদের প্রতি সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। কিশোররা কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়লেও তাদের যেন দীর্ঘমেয়াদে দাগি অপরাধী বানিয়ে ফেলা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনোবিজ্ঞানীদের মাধ্যমে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এর সঙ্গে অভিভাবক, শিক্ষক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের করতে হবে সম্পৃক্ত। তারা যেন বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে নানামুখী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে, সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে তাদের। বর্তমানে যে তিনটি কিশোর সংশোধনাগার আছে সেগুলো জনভারাক্রান্ত। মানসম্মতও নয়। এর জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে আরও নতুন সংশোধনাগার তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্র ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে।
সব মিলিয়ে কিশোর অপরাধীদের প্রতি একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের সংশোধনসহ যথাযথ প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করা বাঞ্ছনীয়। কিশোর-তরুণদের বখে যাওয়া, দলাদলি, গ্রুপিং-লবিং, পাড়া-মহল্লায় আধিপত্য বিস্তার, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ইত্যাদিকে বলা হয় ‘গ্যাং কালচার।’ আইনের পরিভাষায় জুভেনাইল সাবকালচার। এসব নাকি নগরায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এরা প্রায়ই তুমুল হর্ন বাজিয়ে তীব্র গতিতে রাজপথ দাপিয়ে বেড়ায় হোন্ডায়, সমবয়সী মেয়েদের সকাল-বিকেল উত্ত্যক্ত করে, ফেসবুকে আপত্তিকর স্ট্যাটাস দেয়, মোবাইলে অশ্লীল ছবি ধারণ করে ব্ল্যাকমেল করে, খেলার মাঠে হামলা চালায় প্রতিপক্ষের ওপর, সর্বোপরি ছিনতাই-চাঁদাবাজি-মাদক তো আছেই। কিশোরদের এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য শুধু মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ফেসবুক, ইন্টারনেট ইত্যাদিকে দায়ী করা যাবে না। শুধু থানা-পুলিশ দিয়েও হবে না। এক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুদায়িত্ব রয়েছে সমাজ, পরিবার ও অভিভাবকদের, বিশেষ করে মা-বাবা, ভাইবোনদের। খেলাধুলা কিংবা পার্টির ছলে ছেলেটি কোথায় যায়, কী করে, কাদের সঙ্গে মেশে তা নিয়মিত রাখতে হবে নজরদারিতে। পাড়া-মহল্লার মুরব্বিরাও এক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন। যথাযথ ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দিয়ে সন্তানদের বোঝালে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে কিশোর প্রজন্ম।

ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে তাদের। বর্তমানে যে তিনটি কিশোর সংশোধনাগার আছে সেগুলো জনভারাক্রান্ত। মানসম্মতও নয়। এর জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে আরও নতুন সংশোধনাগার তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্র ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে। সব মিলিয়ে কিশোর অপরাধীদের প্রতি একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের সংশোধনসহ যথাযথ প্রশিক্ষণের ওপর

পাটের বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

আবদুল লতিফ মন্ডল

পাটকে কৃষিজাত পণ্যের স্বীকৃতি ও প্রণোদনা এবং পাটের তৈরি পণ্যকে রপ্তানি পণ্যের প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ১৪ মার্চ রাজধানীতে জাতীয় পাট দিবসের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ‘অনেক বাজার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পাটের বহুমুখী উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাট কৃষিজাত পণ্য। শিল্পের কাঁচামালও। রপ্তানিও হয়। এটি কৃষির প্রণোদনা পায় না, রপ্তানি পণ্যের প্রণোদনাও পায় না। আমি পরিবেশবান্ধব এ পণ্যকে কৃষিজাত ও রপ্তানিমুখী পণ্যের স্বীকৃতি দেব এবং প্রণোদনা দেব।’ পাটসংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘পরিবেশবান্ধব পণ্যের বিশাল বাজার থাকায় রপ্তানি বাড়াতে নতুন পাটজাত পণ্য উদ্ভাবন এবং বিদেশে নতুন বাজার খুঁজে বের করুন।’ প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা ও নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে পাটচাষ সম্প্রসারণে পাটচাষিরা উৎসাহিত হবেন, যা পাটের উৎপাদন বাড়াবে, ঘটবে পাটশিল্পের উন্নয়ন এবং পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হবে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার। তাই সরকারপ্রধানের এ ঘোষণা প্রশংসা পাওয়ার দাবি রাখে।
পাটচাষ, পাটজাত সামগ্রী তৈরি, পাট ও পাটজাত পণ্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য বহুকাল ধরে এদেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান বাংলাদেশ ‘পূর্ব পাকিস্তান’ নামে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে থাকাকালে (১৯৪৭-১৯৭০) কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যসামগ্রী রপ্তানি পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস ছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ পাটকলের মালিক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানি পাটকল মালিকরা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় এসব পাটকল রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। বেসরকারি খাতে পাট ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভ্যন্তরীণভাবে পাট কেনা ও পাটপণ্য উৎপাদনের একচেটিয়া দায়িত্ব বর্তায় ৮২টি পাটকল নিয়ে গঠিত সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) ওপর। পাট রপ্তানির একচেটিয়া দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলাদেশ পাট রপ্তানি সংস্থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যে অনভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের এসব পাটকলের ব্যবস্থাপনা, পাটজাত পণ্য উৎপাদন, পাট রপ্তানির দায়িত্ব প্রদান, দুর্নীতি, মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব, শ্রমিক অসন্তোষ, পলিপ্রোপাইলিন নামক কৃত্রিম তন্তুর আবির্ভাব, কয়েকটি দেশের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি কারণে পাটশিল্পে বিপর্যয় দেখা দেয়। এসব কারণে ’৭৫-পরবর্তী সরকার পাটকলগুলোর বিরাষ্ট্রীয়করণ শুরু করে, যা পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে। অনুমতি দেওয়া হয় বেসরকারি খাতে পাটকল স্থাপন, পাটপণ্য ও কাঁচা পাট রপ্তানির। ২০২০ সালের ১ জুলাই রাষ্ট্রায়ত্ত ২৬টি পাটকল বন্ধ ঘোষণার আগ পর্যন্ত দেশে সরকারি-বেসরকারি উভয় খাত পাটজাত সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানিতে নিয়োজিত ছিল।
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে-ক. পাটকে কৃষিজাত পণ্যের স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদান, খ. পাট পণ্যকে রপ্তানিমুখী পণ্যের প্রণোদনা প্রদান, গ. বন্ধ পড়ে থাকা ২৬টি সরকার নিয়ন্ত্রিত পাটকলের মধ্যে ৬টি বেসরকারি খাতে হস্তান্তর ও চালু করার মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করা। প্রধানমন্ত্রী পাটকে কৃষিজাত পণ্যের স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদানের ঘোষণার মাধ্যমে পাটকে প্রণোদনা পাওয়া অন্যান্য কৃষিপণ্যের সারিতে নিয়ে এলেন। সরকার উচ্চফলনশীল আউশ ধান, পেঁয়াজ, সবজিসহ ফল-ফুল, মাছ ইত্যাদি উৎপাদনে প্রণোদনা দিয়ে আসছে। পার্বত্য জেলাগুলোতে জুমচাষিরাও এ প্রণোদনা পাচ্ছেন। পাটকে কৃষিপণ্য হিসাবে প্রণোদনা প্রদান করা হলে পাটচাষিরা পাটচাষ সম্প্রসারণে আগ্রহী হবেন। এটা ঠিক, দেশে পাট উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিজেআরআই) তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪.২ লাখ হেক্টর জমিতে পাটচাষ হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮.৩৮ লাখ টনে। ২০১০-১১ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ৭.০৮ ও ৭.২৫ লাখ হেক্টর জমিতে পাটচাষ হয় এবং উৎপাদিত পাটের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫.২৬ ও ১৩.৭৪ লাখ টন। অন্য এক সূত্রে জানা যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৪৫ লাখ হেক্টর জমিতে ১৫.০২ লাখ টন পাট উৎপাদন হয়। এর অর্থ হলো পাট উৎপাদনে ধারাবাহিকতার অভাব। বিজেআরআই’র তথ্য মোতাবেক ২০০৫-০৬, ২০১০-১১ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হেক্টরপ্রতি পাট উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ২.০৮, ২.১৫ ও ১.৯০ টনে। আরেক সূত্রে জানা যায়, চীনে ১ একর জমিতে ১.১৫ টন পাটের ফলনের বিপরীতে বাংলাদেশে ১ একর জমিতে পাটের ফলন ০.৬৮ টন। ভারতেও একর বা হেক্টরপ্রতি পাট উৎপাদন বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৪৫ লাখ হেক্টর জমিতে যখন ১৫.০২ লাখ টন পাট উৎপাদিত হয়, তখন ভারতে ৬.৪০ লাখ হেক্টর জমিতে ১৭.৩৫ লাখ টন পাট উৎপাদিত হয়। পাট উৎপাদনে ধারাবাহিকতার অভাব এবং নি উৎপাদনশীলতার কারণে কৃষক পর্যায়ে পাটচাষ লাভজনক হচ্ছে না।
রপ্তানি হওয়া যেসব কৃষিপণ্য সরকার থেকে প্রণোদনা পাচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে-সুগন্ধি চাল, শাকসবজি, ফল-মূল ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক পাট রপ্তানিমুখী পণ্যের স্বীকৃতি ও প্রণোদনা পেলে তা পাটজাত সামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগাবে। উল্লেখ্য, পাটজাত সামগ্রীর রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেলেও তাতে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩-এর তথ্যে দেখা যায়, ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যসমূহ থেকে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৮০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে। ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ১০২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পায়, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৯১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। কাঁচা পাট রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। উপর্যুক্ত সূত্রে জানা যায়, ২০১২-১৩ অর্থবছরে কাঁচা পাট রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয় ২৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অর্জিত ১৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কাঁচা পাট রপ্তানি থেকে আয় দাঁড়ায় ২১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ধারাবাহিকতা আসবে এবং বাড়বে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ। তবে এজন্য আমাদের পাটের বহুমুখী উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং বিদেশে পাটপণ্যের বাজার খুঁজে বের করতে হবে।
অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রায়ত্ত ৬টি বন্ধ পাটকল বেসরকারি খাতের ইজারাদারদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যারা এসব পাটকলের ইজারা পেয়েছেন, তাদের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘তারা এই খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আনবেন এবং মিলগুলো যৌথভাবে পরিচালনা করবেন।’ ভালো আশা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে অন্য কথা। ১৯৭৭-১৯৯৬ সময়কালে ৪৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর আরও কয়েকটি মিল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার পর শেষ পর্যন্ত ২৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বিজেএমসির অধীনে থাকে, যার মধ্যে ২৫টি চালু অবস্থায়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বেসরকারি খাতে পাটকল ছেড়ে দেওয়ার ফলাফল মোটেই সুখকর হয়নি। বেসরকারি খাতে কম দামে ছেড়ে দেওয়া পাটকলগুলোর সম্পদ বিক্রি করে মালিকরা লাভবান হয়েছেন। তারা মিল বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন, মিল যথাযথভাবে চালাননি, শ্রমিক ছাঁটাই করেছেন। যেসব পাটকল বেসরকারি উদ্যোক্তারা লিজ নিয়েছিলেন, সেগুলোও চলেনি।
সদ্য ইজারা দেওয়া পাটকলগুলোর চুক্তিতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ কতটা রক্ষিত হয়েছে জানা নেই। তবে এসব পাটকল যেন চালু থেকে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে, তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। প্রায় চার বছর বন্ধ পড়ে থাকা বাকি ২০টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের ইজারা প্রদানের ব্যাপারেও সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উল্লেখ্য, বন্ধ ঘোষণার আগে এসব পাটকলে হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং, ক্লথ, উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারি পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হতো। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০-এর তথ্য মোতাবেক, বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলগুলোতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ছিল ৭২,০১০ টন। এসব পাটকল পাটজাত পণ্য উৎপাদনে না থাকায় এবং শুধু বেসরকারি খাতের পাটকলগুলোয় কাঁচা পাটের চাহিদা থাকায় কাঁচা পাটের চাহিদা কমে গেছে, যা স্থানীয় বাজারে কাঁচা পাটের মূল্য হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে পাটচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং তারা পাটচাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন। তাই পাটচাষিদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।
সবশেষে বলতে চাই, প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া সিদ্ধান্তগুলো ও নির্দেশের বাস্তবায়ন পাট ও পাটশিল্পের উন্নতিতে সহায়ক হবে। পাট দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠুক-এ লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।

লেখক : সাবেক সচিব, কলাম লেখক

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক পাট রপ্তানিমুখী পণ্যের স্বীকৃতি ও প্রণোদনা পেলে তা পাটজাত সামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগাবে। উল্লেখ্য, পাটজাত সামগ্রীর রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেলেও তাতে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩-এর তথ্যে দেখা যায়, ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যসমূহ থেকে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৮০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে

মশার কামরে বিপর্যস্ত নগরজীবন

ড. মো. গোলাম ছারোয়ার

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি ব্যঙ্গ কবিতার লাইন : ‘রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতায় আছি’। এখন কবিতার এ লাইনটির ছান্দিক পরির্বতন করে বলা যায় : ‘রাতে কিউলেক্রা, দিনে এডিস, এই হলো নগরাবেশ’। গত ২২ বছরের সব রেকর্ড ভেঙে এডিসের ভয়াল আক্রমণে ডেঙ্গুতে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চসংখ্যক আক্রান্ত রোগী (৩ লাখ ২১ হাজার) এবং মৃত্যুর সংখ্যা (১ হাজার ৭০৫) ও হার (০.৫ শতাংশ) দুটোই জানান দিয়েছিল এডিসের তাণ্ডবলীলা। এবারও, এই ২০২৪ সালে, এডিস মশার সেই তাণ্ডবলীলা বহাল রয়েছে। আজ যখন এই লেখা লিখছি, ১৬ মার্চ, এই দিনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১ হাজার ৫৩৭ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ২০। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ২০২৩ সালের এ সময়ের তুলনায় ২০২৪ সালের এ পর্যন্ত প্রায় দ্বিগুণ। তাহলে এখন বুঝতেই পারছেন ভয়াবহতা কতটা আতঙ্ক জাগাচ্ছে। ডেঙ্গুর এই ভয়াবহতা রোধে এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কার্যকারিতা মুল্যায়ণ ও তদারকির কত বেশি প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়। ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করা এবং এর ধ্বংস নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগকৃত লার্ভিসাইড ও এডালটিসাইডের কার্যকারিতা, প্রয়োগ পদ্ধতি, ব্যবহৃত মেশিনের কর্মদক্ষতা, প্রয়োগকারীর প্রশিক্ষণের প্রায়গিক দক্ষতা, সর্বোপরি এডিস মশার প্রতিরোধী হয়ে ওঠার তীব্রতা-এ সবকিছুই যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর বিশেষজ্ঞদের তদারকিতে না হয়, তাহলে সময় যত গড়াবে এর ভয়াবহতা আর চোখরাঙানি ততই বৃদ্ধি পাবে। বাদশাহ নমরুদের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। একটি পা-বিহীন ল্যাংড়া মশা বিশাল প্রতাপশালী এক বাদশাহকে ধরাশায়ী করেছিল। তার শেষ পরিণতি মৃত্যুতে শেষ করে, অতি স্বচ্ছন্দে মশা উড়ে গিয়েছিল। ওই মশাটি কোন প্রজাতির ছিল তা অতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; কারণ মশাটি এখানে কোনো অনুজীবের বাহক হিসাবে কাজ করেনি। কাজ করছে অস্বস্তি আর বিরক্তিকর এক কীট হিসাবে। মশাটি যদি কোনো বাহক হিসাবে কাজ করতো, তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতো। এডিসের এ ভয়াবহতার পাশাপাশি সন্ধ্যা থেকে সারা রাত পর্যন্ত যে পতঙ্গটি চরম বিরক্তি আর রক্ত শোষণ করে আমাদের নাজেহাল করে চলেছে, সেটি হলো কিউলেক্রা প্রজাতির মশা। এ মশা যে শুধু গুনগুন করে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ করে তাই নয়, বরং ফাইলেরিয়া, ইনক্যাপালাইটিস (জাপানিজ ও সেন্টলুইস) ওয়েস্টনিল ভাইরাস ইতক্যাদির মতো মারাত্মক রোগ ছড়ায়। এ প্রজাতির মশা আমাদের দেশে অত্যাধিক। কৃষক ও খামারিরা গরুকে এ মশার দংশন থেকে রক্ষা করার জন্য মশারি ও ক্ষেত্রবিশেষে ছালার চট ব্যবহার করেন। গো-মুত্র যে স্থানে জমা হয় সে স্থানটি এ মশার উর্বর প্রজনন স্থল। একইভাবে দূষিত পানি, জমে থাকা পানি, ডোবা-নালা, শহরের পরিত্যক্ত ম্যানহোলসহ অপরিচ্ছন্ন স্থানে জমা পানি এ মশার প্রজনন উৎস। এ মশা এডিস মশার মতো কোনো শীত, গ্রীষ্মের তোয়াক্কা করে না। সারা বছরই প্রজনন চালিয়ে যায়। ঢাকা শহরের যেসব অপরিচ্ছন্ন লেক, নালা ও জমানো পানি রয়েছে, সে স্থানগুলোতে সন্ধ্যার সময় এ মশার বিশাল বিশাল দল যে কোনো মনুষ্যজাতির চারদিকে কম্বো স্টাইলে আক্রমণ করে ভয়ংকরভাবে, রক্ত শোষণ করে রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং চরম বিরক্তি সৃষ্টি করে। এ মশার প্যানপ্যানানিতে অসহ্য হয়ে পড়েছে নগরজীবন। বিশেষ করে ঢাকা শহরের যে এলাকাগুলোয় এরা বিস্তৃতি লাভ করছে, সে এলাকাগুলোয় তাদের দাপট চরমে পৌঁছেছে। নগরজীবনের অনেক সমস্যার মধ্যে এ মশার সমস্যাটি অন্যতম। এখন প্রশ্ন হলো, এ ভয়ংকর সমস্যা সৃষ্টিকারী কিউলেক্রা ও এডিস মশার উপদ্রব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? এডিস মশার ভয়াবহতা সংখ্যাধিক্যের কিউলেক্রার তুলনায় অনেক ভয়ংকর। এডিস মশা নিধনের কর্মকান্ডে নগরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা গলদঘর্ম হয়ে চলেছেন। কিন্তু বিশাল শত্রু বাহিনী কিউলেক্রার জন্য নেই তেমন কোনো সুব্যবস্থা। মশাবাহিত রোগকে বলা হয় নেগলেকটেউ ট্রপিক্যাল ডিজিজ। অর্থাৎ এ রোগগুলো সুবিধাবাঞ্চিত মানুষের রোগ, বিশেষ করে মানসম্মত বাসস্থানে যাদের বসবাস করার সামর্থ্য নেই, তাদের রোগ। কিন্তু বাংলাদেশে যাদের মানসম্মত বাসস্থান বা বিলাসবহুল অট্টালিকায় যাদের বসবাস, সমাজের সেইসব বিত্তবান ব্যক্তির বাসস্থানের পাশেও সাংঘাতিক বিরক্তির ও ক্ষতিকর মশার আবাস্থল রয়েছে। ধানমন্ডি, গুলশান, উত্তরা ইত্যাদি আবাসিক এলাকায় প্রচুর কিউলেক্রা মশার উৎপাত রয়েছে। জনগণকে শুধু সচেতন হলেই হবে না, এ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। শুধু একবার পরিষ্কার করলেই চলবে না, নিয়মিত তদারকি এবং প্রয়োজনীয় কীটনাশক সহনীয় মাত্রায় প্রয়োগের মাধ্যমে মশার প্রজনন স্থল ধংস করতে হবে। লেক ও বিনোদন পার্কের ক্ষেত্রে নাগরিক সচেতনতা আরও বেশি প্রয়োজন। কারণ এ স্থানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ক্যান ও প্লাস্টিকের সামগ্রী ফেলার কারণে এডিস মশার প্রজনন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের পূর্ণ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে এ মশার অত্যাচার ও অস্বস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। লেখক : অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)

এখন প্রশ্ন হলো, এ ভয়ংকর সমস্যা সৃষ্টিকারী কিউলেক্রা ও এডিস মশার উপদ্রব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? এডিস মশার ভয়াবহতা সংখ্যাধিক্যের কিউলেক্রার তুলনায় অনেক ভয়ংকর

ঢাকার সচল খালের অচলায়তন

ইকবাল হাবিব

দখল, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ৮০ বছরে ঢাকা শহর প্রায় ১২০ কি.মি. (প্রায় ৩০৭ হেক্টর) দৈর্ঘ্যের খাল হারিয়েছে। ঢাকা মহানগর বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ড্যাপ (২০১৬-২০৩৫)-এর জরিপ প্রতিবেদন অনুসারে, ঢাকায় বর্তমান লেক বা খালের পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৮০ একর এবং বিদ্যমান জলাভূমির পরিমাণ প্রায় ১১ হাজার ২০০ একর। ২০০৯ পরবর্তী সময় থেকে এখন পর্যন্ত ঢাকা শহরে প্রায় ২ হাজার ১০০ একর জলাভূমি ধ্বংস হয়েছে। ঢাকা শহরের খালগুলোর অচলায়তনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে মূলত পাঁচটি কারণ চিহ্নিত করা যায়ড়প্রথমত, ঢাকার খালগুলো মূলত বিশদ আন্তঃসম্পর্কিত জলপ্রবাহের (ব্লু নেটওয়ার্ক) অংশ যার ভিত্তিতে খালগুলো বিবেচনা না করলে তাদের উদ্ধার কার্যক্রমের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। ফলে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী এই খালগুলোর সীমানা নির্ধারণ পূর্বক অবৈধ দখল উচ্ছেদ, প্রয়োজনীয় পরিষ্কার কার্যক্রম গ্রহণ, দূষণ রোধ এবং সর্বোপরি বর্ষাকালে এই মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে খালগুলোর আন্তঃসংযোগ উদ্ঘাটন করা একান্ত প্রয়োজন যা পরিকল্পিত কর্মসূচি ও বিনিয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, খালগুলো এবং তাদের জলধারণ অববাহিকা (ঈধঃপযসবহঃ অৎবধ), নগর রূপতত্ত্বের (টৎনধহ গড়ৎঢ়যড়ষড়মু) এবং নগর ভূতাত্ত্বিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই ভূমি ব্যবহার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সাপেক্ষে এর পরিকল্পিত পুনরুদ্ধার এবং প্রয়োজনবোধে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে তার জলধারণের উপযোগিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু অবারিতভাবে নগরের উপরিতল, গণপরিসরগুলো, সড়ক এবং বিবিধ নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকাকে ঢেকে ফেলার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বর্তমানে এই রান অফ ওয়াটারের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণে খালগুলো উদ্ধারের পাশাপাশি বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের সক্ষমতা যথাযথকরণের উদ্যোগ সমান্তরালভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে সেই সাপেক্ষেই নগরীর পানি নিষ্কাশন কার্যক্রম নিশ্চিতে খালগুলোর প্রশস্ততা (অধিগ্রহণ করে হলেও) ও সম্ভাব্য জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে অথবা ওয়াসার মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক (উৎধরহধমব ঘবঃড়িৎশ) পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নে যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, এক্ষেত্রে অবশ্যই একটি সমন্বিত ও সময় নির্ভর বাস্তবায়নযোগ্য কর্মধারা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কারণ ওয়াসার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেটওয়ার্ক অসম্পূর্ণ (মাত্র ৩০ শতাংশ এলাকা) থাকার কারণে পয়ঃবর্জ্য মিশ্রিত পানির নেটওয়ার্ক একীভূতকরণের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে। খালগুলোয় এই তরল দূষণ অবমুক্তকরণের কাজটি ‘দায়বদ্ধ সংস্থার দায়’ হিসেবে নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সমান্তরাল প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল নিশ্চিত করা সম্ভব। একইসঙ্গে খাল সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ এবং সিটি কর্পোরেশনের সড়ক ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন খুঁটি ও ব্যবস্থাসহ নানাবিধ সরকারি স্থাপনা ও প্রতিবন্ধকতাগুলোর নিরসন করতে হবে। চতুর্থত, খালগুলো কঠিন ও তরল বর্জ্যের ভাগাড় হিসেবে রূপান্তরের প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করতে হবে। বাড়ির পার্শ্ববর্তী পয়ঃবর্জ্য যুক্ত ময়লার ভাগাড়ের স্বরূপ খালের রক্ষণাবেক্ষণের দায় কোনোভাবেই সাধারণ জনগণের ওপর বর্তায় না। সিটি কর্পোরেশনকে অবশ্যই খালে কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপের বিষয়টি গুরত্ব সহকারে অনুধাবন করে এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নগরীর খাল এবং জলাশয়গুলোর দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করে দিয়ে এবং প্রতিটি বাড়িতে ‘পয়ঃআধার বা সেপ্টিক ট্যাংক’ স্থাপনের দোহাই দেওয়া এবং একটি বিচ্ছিন্ন অবাস্তবভাবে পয়ঃশোধন ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে খালে এই ধরনের বর্জ্য নিক্ষেপ করে খাল দূষণ এবং ধ্বংসের দায় আরেকটি সংস্থার উপর চাপিয়ে ওয়াসা’র (পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ) দায়মুক্তির কোনো সুযোগ এখানে নেই। মনে রাখা দরকার যে, ব্যবহার্য পানির পাশাপাশি পয়ঃনিষ্কাশনের জন্যও ওয়াসা নগরবাসীর কাছ থেকে বিল গ্রহণ করে। মোটাদাগে ৬/৭টি পানি নিষ্কাশন মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের পরেও ওয়াসা পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ক সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। শুধুমাত্র দাশেরকান্দি ছাড়া আরেকটিও (উত্তরা, ডেমরা, মিরপুর, রায়েরবাজার) পয়ঃশোধনাগার নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ওয়াসাকে অবশ্যই অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে এইসব পয়ঃবর্জ্য পরিশোনাগারে পরিশোধন নিশ্চিত করেই নদীতে নিষ্কাশিত করতে হবে। পঞ্চমত, বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর নগরী নিশ্চিতে দায়বদ্ধ কিন্তু সেই দায়িত্ব এড়িয়ে আজ সেই জনগণকেই দোষী সাব্যস্ত করার মধ্য দিয়ে ‘জনসম্পৃক্ততার’ বুলি আওড়ানো হচ্ছে। জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতে তিনটি বিষয় অত্যন্ত জরুরিড় ক) সময় নির্ভর একটি পরিকল্পনার উপস্থাপন প্রয়োজন, যাতে করে জনগণ পুরো বিষয়টির সাথে অর্থবহভাবে অন্তঃকরণ করতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর কী কী পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা পেতে পারে; খ) এই কার্যক্রমে ‘সুবিধাভোগী’ হিসেবে জনগণের কী দায়িত্ব রয়েছে সেই বিষয়ে সচেতন করার কাজে বিনিয়োগ করতে হবে। স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকেও সংযুক্ত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অন্যান্য মিডিয়া, সাইনবোর্ড, লিফলেট প্রদানসহ যেকোনো গণসংযোগমূলক কার্যক্রম, কাউন্সিলরদের দ্বারা স্থানীয় প্রচারণাসহ জনগণকে সচেতন করার সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এবং গ) সামাজিক বনায়নের মতো এই খালগুলোও সামাজিক দায়বদ্ধতার আদলে জন-অভিভাবকত্ব বা পাবলিক স্টুয়ার্ডশিপ ধারণায় বিভিন্ন অংশে জনগণের দায়িত্ব নিশ্চিত করা যেতে পারে। গুলশান এলাকায় প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দৃষ্টি নান্দনিকতা নিশ্চিত করা গিয়েছিল। অতএব, একটি জনসম্পৃক্ত অভিভাবকত্ব তৈরি এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে। সর্বশেষ, এই সামগ্রিক কাজটি নির্মোহভাবে রাজনৈতিক কঠোর স্বদিচ্ছা ব্যতীত বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তথা কাউন্সিলর এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে সুনির্ধারিত দায়িত্ব প্রদান/অর্পণের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনামাফিক কর্মসূচি প্রত্যাশিত। ইকবাল হাবিব ।। স্থপতি ও নগরবিদ; সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

ইসরায়েলকে সহায়তা করায় জর্ডানে বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শনিবার ইরান থেকে ইসরায়েলে তিন শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করা হয়। তবে এগুলো যেন ইসরায়েল পর্যন্ত না পৌঁছায় সেই চেষ্টা করেছে জর্ডান। আত্মরক্ষার জন্য এটি করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে জর্ডান সরকার। কয়েক সপ্তাহ ধরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা জর্ডানের নাগরিকেরা তাদের সরকারের এমন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছেন। হুসেইন নামে দেশটির একজন রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্ট বলেন, 'জর্ডান যেভাবে ইসরায়েলকে রক্ষা করেছে তাতে আমি খুবই বিরক্ত।' বিপদের আশঙ্কা থাকায় তিনি তার পুরো নাম উল্লেখ করতে চাননি। তিনি বলেন, 'এখানকার অনেকেই এটা মেনে নিচ্ছে না। আমরা ইরানকে সমর্থন করি না। গাজায় এখন যা ঘটছে তার পেছনে ইরানের বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করি। কিন্তু গাজায় ইসরায়েলের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করে এমন যে কোনো পদক্ষেপের সঙ্গে আমরা আছি।' মারিয়াম নামে আম্মানের এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী বলেন, 'জর্ডানে ইরানের জনপ্রিয়তা নেই। কিন্তু আমি ইরানের নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্র জর্ডানের বাধা দেওয়া ও অনিচ্ছাকৃতভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া প্রত্যাখ্যান করি।' আম্মানের সামরিক বিশ্লেষক মাহমুদ রিদাসাদ বলেন, সপ্তাহান্তে যে ঘটনা ঘটেছে তাকে 'কখনও ইসরায়েলকে রক্ষার জন্য করা হয়েছে তেমনটা বলা যাবে না, বরং জর্ডানের সার্বভৌমত্ব এবং আকাশসীমা রক্ষার জন্য করা হয়েছে'। কারণ, ড্রোন বা মিসাইল কোথায় পড়বে তা জানা যায় না বলে মন্তব্য করেন তিনি। এদিকে জর্ডান সহায়তা করেছে বলে ইসরায়েলের গণমাধ্যমে খুশির খবর প্রকাশ সম্পর্কে রিদাসাদ বলেন, 'এটা ইসরায়েলের প্রোপাগান্ডা ছাড়া কিছু নয়।' ব্রাসেলসভিত্তিক থিংক ট্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ফিলিস্তিন বিষয়ক বিশ্লেষক তাহানি মুস্তফা জানান, ১ এপ্রিলের ঘটনা নিয়ে জর্ডানের নাগরিকেরা বিভক্ত। কারণ, 'যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে জর্ডানের অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা সম্পর্ক নিয়ে মানুষ বিস্তারিত জানে না, কারণ এসব বিষয় নিয়ে এখানে বেশি লেখা হয় না,' বলে জানান তিনি। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও জর্ডানের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি সই হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জর্ডানের সংসদের অনুমোদন নেওয়া হয়নি বলে সমালোচনা রয়েছে।

এই চুক্তির আওতায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর সদস্য, পরিবহন ও বিমান বাধা ছাড়াই জর্ডানে ঢুকতে ও ঘুরে বেড়াতে পারবে। গাজা নিয়ে আম্মানে বিক্ষোভ শুরুর পর অনেকে জর্ডান থেকে মার্কিনিদের তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলতে শুরু করেন বলে জানিয়েছেন মুস্তফা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আম্মানে ইসরায়েলের দূতাবাসের সামনে জড়ো হয়ে কয়েক হাজার স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। তারা ১৯৯৪ সালে ইসরায়েল ও জর্ডানের মধ্যে সই হওয়া শান্তি চুক্তি বাতিলেরও আহ্বান জানান।

ওমরাহর ভিসার নতুন মেয়াদ জানাল সৌদি আরব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ওমরাহর ভিসার মেয়াদ নিয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে সৌদি আরব সরকার। নতুন আইনে সৌদি আরবে ওমরাহর ভিসায় অবস্থান করা মুসল্লিদের দেশ ত্যাগের সময়সীমা জানানো হয়েছে। গত রোববার সৌদি গেজেটের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সৌদি আরবের বাইরে থেকে আসা ওমরাকারীদের ভিসার মেয়াদ আগামী জিলকদ মাসে শেষ হবে। এ সময়ের মধ্যে সব ওমরাকারীদের দেশে ফিরতে হবে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আগে ওমরাহকারীদের দেশে ভিসার মেয়াদ ছিল ২৯ জিলকদ পর্যন্ত। তবে এ সময়সীমা ১৪ দিন কমানো হয়েছে। ফলে তাদের আগামী ১৫ জিলকদের মধ্যে দেশে ফিরতে হবে। পবিত্র হজ উপলক্ষে মুসল্লিদের প্রক্রিয়া

মসৃণ করার অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নিয়েছে মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় ওমরাহর ভিসার মেয়াদের সূচিতেও পরিরর্তন এনেছে। আগের নিয়ম অনুযায়ী, ওমরাহর ভিসার মেয়াদ সৌদি আরবে প্রবেশের পর থেকে ৯০ দিন ধরা হতো। তবে বর্তমানে নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে। ভিসা ইস্যুর তারিখ থেকে ভিসার মেয়াদ ৯০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ভিসার মেয়াদ তিন মাস হলেও বিদেশিদের আগামী ১৫ জিলকদের মধ্যে দেশত্যাগ করতে হবে। ভিসার মেয়াদ থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণায়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুই মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এ তারিখ অনুমোদন করা হয়েছে। আগের ঘোষণার থেকে ১৪ দিন সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি এ সময়ের পর ৯০ দিন পূর্ণ না হওয়ার কারণে সৌদি আরবে থেকে যান- তাহলে তিনি আইনি জটিলতার মুখোমুখি হবেন।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার বিচার শুরু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের এক আদালতে গত সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি ফৌজদারি মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ার প্রথমে ১২ সদস্যের জুরি নির্বাচন করা হচ্ছে। জুরি হতে ৯৬ জন শপথ নিলেও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারায় কাউকে এখনও জুরি নির্বাচন করা হয়নি। ম্যানহাটানের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ ২০২৩ সালের এপ্রিলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই মামলা করেন। এতে অভিযোগ করা হয়, ট্রাম্প তার আইনজীবীর মাধ্যমে এক পর্ন তারকাকে ঘুষ দেওয়ার বিষয় গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের আইনজীবী মাইকেল কোহেন মুখ বন্ধ রাখতে পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে (প্রকৃত নাম স্টেফানি ক্লিফোর্ড) এক লাখ ৩০ হাজার ডলার দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ওই পর্ন তারকার দাবি, এক দশক আগে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন ট্রাম্প। ট্রাম্প এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এই বিচারকে 'যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলা' বলে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। আদালতে ঢোকার আগে ট্রাম্প বলেন, 'এটা রাজনৈতিক নিপীড়ন?' আদালত থেকে বের হওয়ার পর তিনি বলেন, 'এটা একটা কেলেঙ্কারি।' তাকে জোর করে দোষী বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। জুরি হওয়ার জন্য ৯৬ জন শপথ নিয়েছেন। সোমবার ৫০ জনের বেশি সম্ভাব্য জুরিকে তাদের শিক্ষা, শখ, সংবাদ পড়ার অভ্যাসসহ বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছে। তবে তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারায় কাউকে জুরি হিসেবে নির্বাচন করা হয়নি। জুরি নির্বাচন প্রক্রিয়া এক-দুই সপ্তাহ চলতে পারে। আর পুরো বিচার প্রক্রিয়া শেষ হতে মে মাস পর্যন্ত লাগতে পারে। সপ্তাহে চারদিন ট্রাম্পকে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। তবে বুধবার বিচার কার্যক্রম বন্ধ থাকে। এই প্রথম একজন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার বিচার শুরু হতে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আরও তিনটি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল বদলে ফেলার চেষ্টা এবং ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে চলে যাওয়ার পর গোপনীয় সরকারি নথি ঠিকমতো রাখতে না পারার অভিযোগে মামলা হয়েছে। ট্রাম্প সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

আটলান্টিক মহাসাগরে পাওয়া ৯ মরদেহের পরিচয় নিয়ে যা বললো ব্রাজিল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: আটলান্টিক মহাসাগরে ভেসে যাওয়া একটি নৌকায় পাওয়া মরদেহগুলোর প্রাথমিকভাবে পরিচয় প্রকাশ করেছে ব্রাজিল। গতকাল মঙ্গলবার ব্রাজিলের তদন্তকারী পুলিশ জানিয়েছেন মৃত ওই ৯ জন আফ্রিকান অভিবাসনপ্রত্যাশী। তারা মালি এবং মৌরিতানিয়া থেকে এসেছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি এই খবর জানিয়েছে। গত শনিবার ব্রাজিলের উত্তরাঞ্চলীয় উপকূলীয় প্যারা রাজ্যের জেলেরা মরদেহ ভর্তি নৌকাটিকে ভেসে যেতে দেখছিলেন। সোমবার এক বিবৃতিতে ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ মোট নয় জনের মৃতদেহ উদ্ধার করার কথা জানিয়েছিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মৃতদেহের কাছে পাওয়া নথিপত্র এবং বস্তুগুলো থেকে জানা গেছে তারা আফ্রিকা মহাদেশ, মৌরিতানিয়া এবং মালি অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসী।' নিহতদের মধ্যে অন্যান্য দেশের নাগরিক থাকতে পারে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। গত বছর প্রকাশিত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একটি তদন্তে জানা গেছে, ২০২১ সালে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আসা কমপক্ষে সাতটি নৌকা ক্যারিবিয়ান অঞ্চল এবং ব্রাজিলে পাওয়া গেছে। সবগুলো নৌকাতেই মরদেহ ছিল। চলতি বছর আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূল থেকে স্পেনে আসা অভিবাসনের সংখ্যা ৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রীতিমতো ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষকে আতঙ্কিত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের ৭ জায়গায় তাপমাত্রা ছাড়াল ৪০ ডিগ্রি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গের সাত জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে। কোথাও তাপমাত্রা উঠেছে ৪২ ডিগ্রির বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড়ে। ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর এ তাপমাত্রা রেকর্ড করে। অধিদপ্তর জানায়, পানাগড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পানাগড় ছাড়াও আরও ছয় জায়গায় দিনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছিল। মেদিনীপুরে দিনের তাপমাত্রা ছিল ৪১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আসানসোলে ৪০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বর্ধমানে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ব্যারাকপুর ৪০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাঁকুড়ায় ৪১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কলাইকুণ্ডায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল দিনের তাপমাত্রা।

অস্ট্রেলিয়ায় গির্জায় ছুরিকাঘাতের ঘটনা 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার সিডনির গির্জায় ছুরিকাঘাতের ঘটনাকে ধর্মীয়ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় নিউ সাউথ ওয়েলস (এনএসডব্লিউ) পুলিশ কমিশনার কারেন ওয়েব এ ঘোষণা দেন। খবর বিবিসি। সিডনির ওয়াকলি এলাকার খ্রিষ্ট দ্য গুড শেফার্ড চার্চ গির্জায় প্রার্থনা চলাকালে ছুরি দিয়ে অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটে। গত সোমবার সন্ধ্যার এ ঘটনায় বিশপ ও প্রাদ্রীসহ গির্জায় আসা কয়েকজন আহত হয়েছে।

হামলাকারী ১৬ বছরের এক কিশোরকে আহত অবস্থায় আটক করা হয়েছে। হামলাকারী একাই হামলাটি চালিয়েছিল। সে কোনো সন্ত্রাসী নজরদারিতে ছিল না বলেও জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। হামলার উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ধর্মীয় উগ্রপন্থায় অনুপ্রাণিত হয়ে হামলাটি চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে হামলায় আহত বিশপ ও প্রাদ্রীর অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং তারা সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার কারেন ওয়েব। হামলার ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে, ওয়েকেলি এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শহরের কেন্দ্র থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অ্যাসিরিয়ান অর্থোডক্স চার্চের বাইরে শত শত লোক জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এতে দুই পুলিশ কর্মকর্তা আহত ও ২০টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংঘর্ষ অন্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে। এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর জরুরি বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ। সহিংসতা দমনের জন্য জনগণকে আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ডেনমার্কের ঐতিহাসিক স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনে আগুন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ডেনমার্কের কোপেনহেগেনের ওল্ড স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনে আগুন লেগেছে। গতকাল মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটেছে। এটি রাজধানীর সবচেয়ে প্রতীকী ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম। আগুনে ভবনটির চূড়া পুড়ে ছাদের ওপর ধসে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। খবর রয়টার্সের। স্থানীয় টিভি চ্যানেলগুলোর লাইভ ভিডিওতে আগুনের হাত থেকে বাঁচতে লোকজনদের ভবনটি থেকে দূরে ছুটতে দেখা গেছে। এ সময় তাদের হাতে বড় বড় পেইন্টিং ছিল। ঐতিহাসিক এই ভবনের চূড়াটি দেখতে চারটি ড্রাগনের প্যাচানো লেজের মতো ছিল। সংস্কার করার সময় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ডাচ রেনেসাঁ শৈলীর এই ভবনটিতে এখন আর ডেনিশ স্টক এক্সচেঞ্জ নেই। তবে ডেনিশ চেম্বার অব কমার্সের সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করা হয় এটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে চেম্বার অব কমার্স জানিয়েছে, 'আমরা একটি ভয়ানক দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছি। এক্সচেঞ্জ ভবনে আগুন লেগেছে।' কোপেনহেগেন পুলিশ জনসাধারণকে শহরের ভিতরের গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে।

বিনোদন

সিনেমার সাফল্যে আবেগপ্রবণ পরিণীতি

বিনোদন ডেস্ক : প্রায় এক দশকের ক্যারিয়ার পরিণীতি চোপড়ার। তবে ২০১৪ সাল থেকে ডুবতে থাকে তার ক্যারিয়ার। পর পর সিনেমা ব্যর্থ হওয়ায় মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি। অভিনয়ের পাশপাশি বিকল্প পেশা হিসেবে গানকে বেছে নেন। কিন্তু সেখানেও সমালোচনার মুখে পড়েন। অবশেষে 'চমকিলা' মুক্তি পেতেই যেন ঘুরে গেল ভাগ্যের চাকা। পাঞ্জাবি গায়ক 'অমর সিং চমকিলা'কে নিয়ে তৈরি হয়েছে এই জীবনীচিত্র। মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ। ছবিতে গায়কের স্ত্রী অমরজোৎ কউরের চরিত্রে দেখা গেছে পরিণীতিকে। গায়কের স্ত্রীর চরিত্রে নজর কেড়েছেন পরিণীতি। সমালোচক থেকে দর্শক, সকলেরই প্রশংসা কুড়োচ্ছে এই সিনেমা।তবে অনেকেরই ধারণা, পরিণীতির যেন প্রত্যাবর্তন হল এই ছবির হাত ধরে। যারা ভেবেছিলেন, পরিণীতির ক্যারিয়ার শেষ, তাদের উদ্দেশে অভিনেত্রী বলেন, 'হ্যাঁ আমি ফিরে এসেছি, আর কোথাও যাচ্ছি না।'পাশাপাশি অভিনেত্রী জানান, সকলের প্রশংসা ও রিভিউ পেয়ে তিনি আপ্লুত। কান্না থামছে না। অবশ্যই তা খুশির অশ্রু। যদিও এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান, এই সিনেমার জন্য রাজি হয়েছিলেন গান গাইতে পারবেন বলেই।

এক সময় বুবলীতে মুগ্ধ ছিলেন পরী

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডের দুই জনপ্রিয় নায়িকা শবনম বুবলী ও পরীমণির মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব কমবেশি অনেকেরই জানা। কদিন আগেও দুজনের সামাজিক মাধ্যমের ঝগড়া নিয়ে ঝড় উঠেছিল নেটদুনিয়ায়। অথচ এই পরীমণিই একসময় ছিলেন বুবলীর ভক্ত। ৮ বছর আগে বুবলীর হাসি ও চোখ দেখে মুগ্ধ ছিলেন তিনি। সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, নিজের ফেসবুকে বুবলীর প্রশংসা করে একটি পোস্টও দিয়েছিলেন পরীমণি। যদিও সেটা ৮ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু এই ৮ বছরে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। বুবলীর প্রতি পরীমণির সেই মুগ্ধতাও কেটে গেছে। কিন্তু পরীমণির ফেসবুকে থেকে গেছে সেই পোস্ট। ২০১৬ সালের একটি পোস্টে পরীমণি লিখেছিলেন, এইটুকুই বলার ঈদ মানেই নাম্বার ওয়ান শাকিব খান। ঈদ মানেই শাকিব খানের ছবি। বস বরাবরের মতো জাস্ট ফাটিয়ে দেবে ইনশাহ্আল্লাহ। হ্যালো বুবলি দি এত্ত এত্ত ভালোবাসা আর একটা হাগ তোমার জন্যে। তোমাকে যে কি বলবো বুঝতে পারছি না। তুমি অনেক লাকি একটা গার্ল। পরীমণি ওই পোস্টে আরও বলেন, আমার জানা মতে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে তুমিই একমাত্র হিরোইন যার কিনা ক্যারিয়ারের প্রথম দুটো ছবিই দেশের নম্বর ওয়ান হিরোর সাথে, রনি দার মতো মেকার, ভালো প্রডাকশনের বিগ বাজেটের ছবি দিয়ে ঈদে অভিষেক পাচ্ছো। আর আমি কিন্তু ইতোমধ্যে তোমারও ফ্যান হয়ে গেছি। তোমার হাসি চোখ মাশআল্লাহ্। বাকিটা ফ্যান হবো ঈদে তোমার ছবি দেখে। কদিন আগে বুবলীর পোস্ট করা একটি ভিডিও দেখে পরীমণি বলেছিলেন, আপা গো আপা ! পুরাটাই কপি মারলেন!

সালমানের বাসায় গুলিবর্ষণকারী দুজন গ্রেপ্তার

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের বাড়িতে হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সোমবার রাতে গুজরাটের ভুজ থেকে ভিকি সাহাব গুপ্তা ও সাগর শ্রীজোগেন্দ্র পাল নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রোববার ভোর ৫টার দিকে সালমানের বাড়ির বাইরে চার রাউন্ড গুলি ছুড়ে পালিয়ে যান অজ্ঞাতনামা দুই দুর্বৃত্ত। অভিনেতার মুম্বাইয়ের বান্দ্রা এলাকায় গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এই ঘটনা ঘটে। এ প্রসঙ্গে মুম্বাই পুলিশ জানায়, সালমানের বাড়িতে গুলি চালানোর পর মুম্বাই থেকে পালিয়ে যাওয়া দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের জন্য গ্রেপ্তারকৃতদের মুম্বাই আনা হবে। পাশাপাশি সালমানের বাড়ির এই ঘটনাটিকে পরিকল্পিত হামলা হিসেবেই অভিহিত করেছে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, দুই বন্দুকধারীর মধ্যে একজন অভিনেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিই বাইকে থাকাকালে ব্যাকপ্যাক নিয়ে ছিলেন এবং পরিচিতি গোপনের জন্য টুপি পরা ছিল। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই হামলার দায় স্বীকার করার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো সালমানকে হুমকিও দিয়েছে বিষ্ণোই গ্যাং। মূলত এরপরেই নড়েচড়ে বসে মুম্বাই পুলিশ। ফেসবুক পোস্টে গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই আনমোল বিষ্ণোই লেখেন, 'আমদের ওপর হওয়া অত্যাচারের নিষ্পত্তি চাই। যদি তুমি সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে নামতে চাও, তাই সই। আজ যা হয়েছে, সেটা শুধু ট্রেলার ছিল সালমান খান। যাতে তুমি বুঝতে পারো, আমরা চাইলে কতদূর যেতে পারি। এটাই ছিল তোমাকে দেওয়া শেষ সুযোগ। এরপর গুলিটা তোমার বাড়ির বাইরে চলবে না। দাউদ ও ছোটা শাকিল নামের যে দুইজনকে তুমি ভগবান মানো, সেই নামের দুটি কুকুর পুষেছি বাড়িতে। বাকি বেশি কথা বলার মানুষ আমি নই। জয় শ্রী রাম।' এদিকে সালমানের বাড়িতে হামলার পর গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে ক্রাইম ব্রাঞ্চের ১০টি দল মোতায়েন করে মুম্বাই পুলিশ। এর আগেও গত বছরের মার্চ মাসে সালমান খানকে হুমকি দিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার একটি ইমেইল আসে।

যথেষ্ট লড়াই করেই আজকের জায়গায় এসেছি: শ্রাবন্তী

বিনোদন ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই বেশি আলোচনায় থাকেন এই নায়িকা। একাধিক প্রেম, বিয়ে, বিচ্ছেদ নিয়ে সমালোচনা যেন পিছুই ছাড়ে না তার। কিছু দিন পর পরই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন বলে গুঞ্জন ওঠে শ্রাবন্তীর বিরুদ্ধে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। বেশ কিছু দিন ধরেই অভিনেতা জিতু কমলের সঙ্গে অভিনেত্রীর প্রেমের গুঞ্জন উঠেছে। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে মুখ খুলেছেন শ্রাবন্তী। শ্রাবন্তী বলেন, আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি জিতু কমলের নামটা শুনে। আরও অনেকের নাম জুড়ে দেওয়া হয় আমার সঙ্গে। মানুষ অনেক কিছুই ভাবে। কিন্তু আমি তো জানি সত্যিটা কী! প্রেম, ভালোবাসা, এ সবই অভিনয়কে ঘিরে। অন্যকিছু নয়। বর্তমানে আমি সিঙ্গেল। সিনেমার জন্য নির্মাতার সঙ্গে 'সুসম্পর্ক' রাখতে হয় কি না? জানিতে চাইলে জবাবে অভিনেত্রী বলেন, শুধু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নয়। সব ইন্ডাস্ট্রিতেই এটা আছে। যে কোনো কর্পোরেট সেক্টরেই এটা দেখা যায়। তবে আমার সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। ৯ বছর বয়স থেকে অভিনয় করছি। সকলের সঙ্গেই আমার মোটামুটি সম্পর্ক ভালো। তবে যে 'সুসম্পর্ক'র কথা বলা হচ্ছে- আমি সেই পন্থা কখনও নিইনি। এই বিষয়ে বাকিদের ব্যাপারে জানি না। যারা করেন, সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। তারা হয়তো নিজেরা সেই জায়গাটা নিয়ে ভেবেছেন। আমি এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।

বাবা হচ্ছেন সুপারম্যানখ্যাত হেনরি ক্যাভিল

বিনোদন ডেস্ক : সম্প্রতিত রিবুট করা হয়েছে ডিসি এক্সটেন্ডেড ইউনিভার্স। জেমস গান এবং পিটার সাফরানের নির্দেশে প্রায় পুরানো সকল অভিনেতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন ডিসি ইউনিভার্সে সুপারম্যানের অভিনয় করতেন হেনরি ক্যাভিল। নেটিজেনদের মতে তিনি ছিলেন 'পারফেক্ট সুপারম্যান'। তবুও ধর্তাকর্তাদের নির্দেশে চরিত্রটি ছাড়তে হয়েছে। শুধু রয়ে গেছে সুপারম্যান চরিত্রে হেনরির অভিনীত ম্যান অব স্টিল, জাস্টিস লীগ এবং ডার্ক নাইট ট্রিলজি সিনেমাগুলো। তবে অতীত ভুলে সামনে এগিয়ে চলছেন অভিনেতা। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দুইক্ষেত্রেই তার নতুন ধাপ শুরু হতে চলেছে।

'কাজলরেখা' দিয়ে আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে : মন্দিরা

বিনোদন ডেস্ক : সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া লোকসাহিত্যের অনন্য সম্পদ মৈমনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে নির্মিত 'কাজলরেখা' চলচ্চিত্রটি দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে। তবে প্রথম সিনেমাতেই আলাদা করে নজর কেড়েছেন সিনেমাটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করা মন্দিরা চক্রবর্তী। সিনেমায় নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। সিনেমাটি মুক্তির পর এখন সবাই আমাকে 'কাজলরেখা' নামে ডাকছেন- নিজের উচ্ছ্বাস এভাবেই গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন মন্দিরা চক্রবর্তী। মন্দিরা জানান, বড় পর্দায় প্রথম নিজের উপস্থিতি অন্যরকম সময় কাটছে। চারপাশের মানুষজন প্রশংসা করছেন। বন্ধুরা প্রশংসা করছেন। পরিবার থেকেও ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন তিনি। ''প্রথম অভিনীত সিনেমা 'কাজলরেখা' দিয়ে আমার স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেছে। পহেলা বৈশাখেও প্রেক্ষাগৃহে গিয়েছি। ফুরফুরে মেজাজে ছিলাম। একটি সিনেমা বড় দুটি উৎসবকে ধরতে পেরেছে। সীমান্ত সম্ভারে গিয়েছিলাম নববর্ষের দিন। ওখানেও 'কাজলরেখা' হাউসফুল যাচ্ছে। আমি মনে করি ঈদ ও পহেলা বৈশাখ আমার জন্য, 'কাজলরেখা'র জন্য ভালোবাসা নিয়ে এসেছে।''- বলেন নবাগত এ অভিনেত্রী। দর্শকদের নিয়ে মন্দিরা জানান, অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন দর্শকরা। অনেক দর্শক 'কাজলরেখা' নামেই ডেকেছেন। এটা বড় প্রাপ্তি। প্রথম সিনেমা থেকে অর্জন বলতে মানুষের ভালোবাসাটাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন মন্দিরা। গিয়াস উদ্দিন সেলিমের পরিচালনায় এতে অভিনয় করেছেন 'পরাণ' ও 'হাওয়া' চলচ্চিত্র দিয়ে পরিচিতি পাওয়া অভিনেতা শরীফুল রাজ। আর খল চরিত্রে কাজ করেছেন খাইরুল বাশার। আরও আছেন অভিনেতা আজাদ আবুল কালাম, ইরেশ যাকের, গাউসুল আলম শাওনসহ অনেকে।

গোপন সম্পর্কের কথা ফাঁস করলেন মাহি-জয়

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড নায়িকা মাহিয়া মাহি বিচ্ছেদের পর সন্তানকে নিয়ে ফুরফুরে মেজাজেই আছেন। শুধু তাই নয় নতুন উদ্যমে কাজেও ফিরেছেন তিনি। এদিকে ঢাকাই সিনেমার বর্তমান প্রজন্মের নায়ক জয় চোধুরী। সঙ্গে আমার বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। ও আমার সঙ্গে কোন সিনেমায় কাজ করেনি। আর আমার সঙ্গে যেই নায়করা কাজ করেন তাদের আমি শত্রু ভাবি। যার কারণে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভালো হয়না।

ভালোবেসে নায়িকা নীড়কে বিয়ে করেছেন। এবার মাহি ও জয় নিজেদের গোপন সম্পর্কের কথা ফাঁস করলেন। সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, জয় চোধুরীর সঙ্গে মাহির প্রায় সময়ই নানা ছবি দেখা যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এই নায়কের বাসায় অন্য নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে বেশ ফুরুফুরে মেজাজেই আড্ডায় মাততে দেখা যায় মাহিকে। জয়ের সঙ্গে সিনেমা না করেও এত ভালো সম্পর্ক কিভাবে হলো সেটিই এবার একটি অনুষ্ঠানে এসে ফাঁস করলেন তারা। মাহি বলেন, অল্প সময়েই জয়ের জয়ের সঙ্গে আমার ২০১৯ থেকেই ভালো সম্পর্ক কিন্তু গোপন রেখে ছিলাম কারণ যে কোন জিনিস গোপন রাখলে সেটা সুন্দর থাকে। এদিকে মাহির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে জয় বলেন, খোলামেলা বিষয়টা আসলে সবাই ভালভাবে নেন না। গোপন থাকলে বিষয়টার মাঝে একটা পবিত্রতা থাকে। মাহির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অল্প দিনের হলেও আমাদের সম্পর্কের মাঝে গভীরতা অনেক। এবার ঈদে মুক্তি পাওয়া শাকিবের রাজকুমার ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা পাচ্ছেন।

পদ্মায় গোসলে নেমে নিখোঁজ শিশু ঝিলিকের তিনদিনে সন্ধান হয়নি

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় পদ্মায় গোসলে নেমে নিখোঁজ শিশু ঝিলিক খাতুনের (১০) তিনদিনে সন্ধান হয়নি। মঙ্গলবার বিকাল ৩টা পর্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরিবারের লোকজন নৌকা নিয়ে তার সন্ধানের জন্য পদ্মা নদীতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তার মা বিউটি বেগম পদ্মার ধারে আহাজারি করছেন। নিখোঁজ ঝিলিক খাতুন চুয়াডাঙ্গার জয়দেবপুরের পাটঘাট গ্রামের মনির উদ্দিনের মেয়ে।

জানা যায়, উপজেলার পদ্মার মধ্যে চকরাজাপুর ইউনিয়নের চৌমাদিয়ার মানিকের চরে আবদুল মান্নানের মেয়ে হালিমা খাতুনের ঈদের পরের দিন বিয়ে খেতে আসে। রোববার (১৪ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার পদ্মার মধ্যে চকরাজাপুর ইউনিয়নের চৌমাদিয়ার মানিকের চর মসজিদের পদ্মা নদীর ঘাটে গোসলে নেমে ঝিলিক ও জান্নাতী খাতুন নামের দুই শিশু নিখোঁজ হয়। তারা পরস্পর খালাতো বোন।

এদিকে জান্নাতী খাতুন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাংলা বাজার চর এলাকার বাসিন্দা আবুল কাশেম মন্ডলের মেয়ে। তাকে নিখোঁজের ২৪ ঘন্টা পর সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার পূর্ব দিকে লক্ষ্মীনগর এলাকা থেকে স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। বিকালে তাকে নিজ এলাকায় দাফন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে চকরাজাপুর ইউনিয়েনের ৩ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মেম্বার পারুল আখতার বলেন, জান্নাতীর মরদেহ ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজের তিনদিন গত হতে চলেছে, কিন্তু শিশু ঝিলিকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে পরিবারের লোকজন চিন্তায় আছে।

চাটমোহরে বিদ্যুতের লোডশেডিং ও গরমে অস্থির জনজীবন

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : বৈশাখের তীব্র রোদ, অসহনীয় গরম ও তাপপ্রবাহের সাথে বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে জনজীবন। রোদের প্রখরতা আর ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস করছে প্রাণিকূল। তাপমাত্রার কারণে শ্রমজীবী মানুষ পড়েছেন চরম বিপাকে। শিশুদের খরার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় হস্তচালিত নলকূপে পানি উঠছে না। তীব্র রোদ ও অসহনীয় গরমে রাস্তাঘাটে লোকসমাগম কমে গেছে। চাটমোহরে মঙ্গলবার সর্বোচ্চ মাত্রা ছিলো ৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। চাটমোহরসহ আশপাশের উপজেলায় বৈশাখের ভ্যাপসা গরম আর তাপদাহের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিদ্যুতের ভয়াবহ লোডশেডিং। গরম আর লোডশেডিংয়ে অস্থির হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। প্রতিদিন ৬/৭ বার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকছে। পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ (চাটমোহর) এর আওতাধিন ৬টি উপজেলায় কয়েক দিন ধরেই বিদ্যুতের ভয়াবহ লোডশেডিং চলছে। ভ্যাপসা গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লোডশেডিং বাড়ায় ভোগান্তি পোহাচ্ছে মানুষ। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে সেচকার্য। প্রতিদিনই ৬ থেকে ৭ ঘন্টা লোডশেডিং করা হচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ না পাওয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তারা। তাঁরা বলেন, চাহিদার তুলনায় প্রতিদিন বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি থাকছে। গরমের কারণে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে। ফলে লোডশেডিং বেড়ে গেছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সূত্রে সূত্রে জানা যায়, গ্রাহকসেবার সুবিধার্থে পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুর ও আটঘরিয়া উপজেলাসহ পাবনা সদর ও ঈশ্বরদী উপজেলায় আংশিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ -এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিউল আলম বলেন, আমরা চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। প্রতি ঘন্টায় চাহিদার তুলানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ কম পাওয়ায় লোডশেডিং করা হচ্ছে। এই অঞ্চলে ২৪ ঘন্টায় বিদ্যুতের ঘাটতি থাকছে গড়ে ১৫ থেকে ২০ মেগাওয়াট। এর ফলে দিন-রাতে লোডশেডিং করতে হচ্ছে।

চৌমুহনীতে ফল ব্যবসায়ীর দোকানে দুর্ধর্ষ চুরি

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালী বেগমগঞ্জের চৌমহনী বাজারে এক ফল ব্যবসায়ীর দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে এক কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা সিন্ধুক ভেঙ্গে নিয়ে গেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়। মেসার্স সুবর্ণা ফুড এজেন্সি নামে ঐ ফলের আড়তে গতকাল রাত সাড়ে তিনটা থেকে চারটা মধ্যে এ ঘটনা ঘটেছিল বলে ধারণা করেন দোকানের মালিক আবুল কালাম আজাদ সোহাগ ও তার বাবা চৌমুহনী পৌরসভা ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শামসুল হক (সামু)। সকালে চুরির ঘটনার পর থেকে দোকানের মালিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে। ঘটনার পর থেকে ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসে নোয়াখালী জেলা পুলিশের এএসপি বেগমগঞ্জ সার্কেল মোস্তাফিজুর রহমান।

আগাম আবাদকৃত পাকা ভুট্টা খেত থেকে সংগ্রহ, মাড়াই ও রোদে শুকানোর কাজ করছে এক পরিবার। বর্তমানে প্রতি মণ ভুট্টার দাম ১ হাজার ২০০ টাকা। বাজারখোলা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

বড়শিতে গাঁথা জ্যান্ত মানুষ ঘুরলো শূন্যে

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : বড়শিতে গাঁথা জ্যান্ত তাজা মানুষ। চড়ক গাছে ঝুঁলিয়ে প্রায় ২৫/৩০ ফুট শূন্যে ঘুরাতে ঘুরাতে সন্ন্যাসী মনা কর্মকার ছুঁড়ে দিচ্ছেন বাতাসা। শুধু মনা নয়,একে একে ৬ সন্ন্যাসীর পিঠে বঁড়শি বিঁধে শূন্যে ঘুরে পালন করলেন শিব পূজার অংশ চড়ক উৎসব। গাঁ শিউরে ওঠা এই দৃশ্য দেখলেন প্রায় ২০ হাজার নারী-পুরুষ। ফতেপুর বাজারের বকুলতলায় প্রতি বছরের মত সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে চড়ক উৎসব।মহেশপুর শহর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমের একটি গ্রাম ফতেপুর।এ গ্রামের বকুলতলা বাজারে ভারতীয় পঞ্জিকা মতে ২ বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয় চড়ক পূজা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা উৎসব আয়োজনে এ পূজা করে থাকেন। প্রতি বছর এই পূজার মূল আকর্ষণ থাকে ৬/৭ সন্ন্যাসীর পিঠে বড়শিবিদ্ধ হয়ে শূন্যে ঘোরা। এবার একজন সন্ন্যাসী অসুস্থ থাকার কারণে ৬ সন্ন্যাসী বঁড়শি (বান) ফুঁড়ালেন। স্থানীয়রা জানায়, প্রায় দুইশ’ বছর ধরে চলে আসছে এ চড়ক পূজা। আর এ পূজাকে ঘিরে বকুলতলা বাজারে ২ দিন ধরে চলে বর্ণাঢ্য লোকজ মেলা।ফতেপুরের এ চড়ক মেলার মূল আকর্ষণ বড়শিবিদ্ধ হয়ে শূন্যে ঘোরানো (স্থানীয় ভাষায় বলা হয় বান ফোড়ানো) এ দৃশ্য অবলোকনের সাথে সাথে মেলায় কেনা কাটা করতে সোমবার সকাল থেকে হাজির হয় প্রায় ৩০ হাজার নারী-পুরুষ। দুপুরের পর থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে মেলা প্রাঙ্গনে। বিকেলের মধ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় পুরো এলাকা জুড়ে। চারদিকে সাজ সাজ রব। পুরো এলাকা জুড়ে উৎসবের আমেজ। ঠিক বিকেল সাড়ে ৪ টা বাজার সাথে সাথে ৬ সন্ন্যাসী ফতেপুর গ্রামের মনা কর্মকার, বিপ্লক কর্মকার,কৃশচন্দ্রপুর গ্রামের বাসুদেব কুমার ও বৌচিতলা গ্রামের মহাদেব কুমার, অধীর কুমার, মহাদেব হালদার ফতেপুর বাঁওড়ে স্নান করেন। এরপর ৬ সন্ন্যাসী মাটির কলসে জল (পানি) ভরে মাথায় নিয়ে আসেন মেলা প্রাঙ্গনে চড়ক গাছের গোড়ায়। ঠিক ৪ টা ৩০ মিনিটে প্রথমে মনা কর্মকার পিঠে দুটি বঁড়শি বিদ্ধ করা হয়। এ সময় স্মরণ করা হয় মহাদেব শিব ঠাকুরকে। এরপর ভীমকে ১০/১৫ জন পুরুষ ধরাধরী করে ঝুঁলিয়ে দেন চড়ক গাছে। অপর গাছের অপর প্রান্তে থাকা কপিকলের বাঁশ জোরে জোরে ঘোরাতে থাকেন ২০/৩০ জন যুবক। চড়ক গাছে লটকে দেয়ার সাথে সাথে কিছু মহিলা তাদের এক দেড় বছরের শিশু সন্তানকে তুলে দেন সন্ন্যাসীদের কোলে। তাকে নিয়ে শূন্যে ঘুরতে থাকে সন্ন্যাসীরা। এ অবস্থায় ছিটিয়ে দেয়া হয় বাতাসা। এভাবেই বড়শীতে বিঁধে ৪/৫ পাক শূন্যে ঘুরে নেমে আসেন মনা কর্মকার। এ নিয়ে ২২ বার চড়ক গাছে চড়লেন তিনি। মনা কর্মকার জানান, এখানে হিন্দুর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। কিন্তু সবাই চড়ক গাছে উঠতে পারে না। এতে উঠতে গেলে মনের অনেক সাহস লাগে। মনার পর একে একে বান ফোঁড়ালেন বিপ্লব কুমার, বাসুদেব কুমার,মহাদেব কুমার ও অধীর কুমার।স্থানীয়রা জানান, আগে শুধুমাত্র পিঠে বান ফুঁড়িয়েই ঝুঁলিয়ে দেয়া হতো চড়ক গাছে। আর সে অবস্থাতে ঘোরানো হতো। প্রায় ১শ’ ১৫ বছর পূর্বে এক সন্ন্যাসীর পিঠের চামড়া ছিড়ে পড়ে আহত হওয়ার কারণে বড়শির উপর এখন গামছা পেঁচিয়ে দেয়া হয়।সন্ন্যাসী বিপ্লব কর্মকার জানান, শিব ঠাকুরের সন্তুষ্টির জন্যই তারা প্রতি বছর চড়ক গাছে চড়ে থাকেন। তিনি আরো জানান, শরীরে বঁড়শি বিধার ফলে বড় ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হলেও সামান্য রক্ত বের হয়। কিন্তু এর জন্য কোনো ওষুধ লাগে না। চড়ক গাছ থেকে নামিয়ে গাছের গোড়ায় থাকা সিঁদুর টিপে দিলেই হয়।সন্ন্যাসীরা জানান, পূর্ব পুরুষদের কাছে শুনেছেন দুশ’ বছর আগে এখানে চড়ক পূজা শুরু হয়। আগে কপোতাক্ষ নদের পাড়ে এ পূজার আয়োজন করা হতো। সেই স্থানে সরকার আশ্রায়ন প্রকল্প গড়ে তোলার কারণে এখন ফতেপুর বকুলতলার বাজারে চড়ক পূজা হয়। এ পূজাকে ঘিরে বসে জমজমাট মেলা। লোকজ ঐতিহ্যের হরেক রকম পসরা সাজিয়ে দোকানিরা বেচাকেনা করেন ২ দিন ধরে।

তেঁতুলিয়ায় এক চেয়ারম্যান প্রার্থীর সাংবাদিকদের সংগে মতবিনিময়

তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় প্রতিনিধি : আসন্ন তেঁতুলিয়া উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর আবদুল লতিফ তারিন সাংবাদিকদের সংগে মতবিনিময় সভা করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় তেঁতুলিয়া উপজেলা কৃষকলীগ কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা করেন। মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ও পঞ্চগড় জেলা আওয়ামী লীগের সম্মানীত সদস্য আবদুল লতিফ তারিন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর হওয়ার সম্পর্কে সাংবাদিকদের নানামুখী প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন, আমি পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার সন্তান এবং শৈশব থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ছাত্রলীগের রাজনীতির সংগে জড়িয়ে তেঁতুলিয়া উপজেলায় সর্বপ্রথম ছাত্রলীগের রাজনীর নেতৃত্ব প্রদান করেছি।

মাছ শিকারের জন্য বড়শি নিয়ে নৌকায় বসে আছেন জেলেরা। গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।

পোরশার পূণর্ভবা এখন বালুচর

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি : এক সময়ের উত্তাল পূণর্ভবা নাব্যতা হারিয়ে এখন বালুচরে পরিণত হয়েছে। পূণর্ভবা নওগাঁর পোরশা উপজেলার সীমান্তবর্তী নিতপুর ইউনিয়নের পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত। নদীতে একসময় চলাচল করতো অসংখ্য নৌকা, লঞ্চ, ষ্টিমার। ব্যবসায়ীদের ব্যবসার কাজে গানের সুরে মাঝিরা নৌকা নিয়ে ছুটে চলতো চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর, ভোলাহাট, নাচোল সহ বিভিন্ন উপজেলার ব্যবসা কেন্দ্রগুলোতে। ওই উপজেলা গুলির বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা বড়বড় হাটবাজারে ব্যবসার জন্য মাঝিমাল্লারা তাদের ছোট বড় নৌকায় পাল তুলে ব্যবসায়ীদের ধান, পাট, আলু, বেগুন, সরিষা, কালাই, গম সহ নানা ধরনের পন্য নিয়ে ছুটে চলতেন। শুধু ঔসব পন্যই নয়, হাটবাজার গুলোতে বিক্রির জন্য তারা নিয়ে যেতেন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। সে সময় নদীটি ছিল পূর্ন যৌবনা। নদীকে সহজ পথ ভেবে কম খরচে যাতায়াতের জন্য অসংখ্য মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবন জীবিকার শক্ত ভীত গড়ে তুলেছিলেন। আর অগণিত হাটবাজারই নয় এই নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল অনেক ব্যবসায়িক জনপদ। এছাড়াও নদীর পানি দিয়ে কৃষকরা দুই পাড়ের হাজার হাজার হেক্টর জমিতে ধান সহ বিভিন্ন সবুজ ফসল ফলাতেন। এই পানিতে নানা ফসলে ভরে উঠত ফসলের মাঠ। কিন্তু ফসল থাকলেও সেই পানি এখন আর নেই। শ্যালো মেশিনের পানিতে চাষাবাদ করতে হচ্ছে কৃষকদের। অপরদিকে, জীবিকার সন্ধানে নদী সংলগ্ন ও পাশের গ্রাম গুলিতে অসংখ্য জেলে পরিবারের বসতি গড়ে উঠেছিল। ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতীর মাছেরও অফুরন্ত উৎস ছিল এই পূণর্ভবা। মাছ পাওয়া যেত সারা বছর ধরে। জীবিকা নির্বাহের জন্য জেলেরা রাতদিন ডিঙি নৌকায় জাল নিয়ে চষে বেড়াত মাছ ধরার জন্য। সেই মাছ বিক্রি করে অসংখ্য জেলে পরিবারের সংসার চলতো। পূনর্ভবার সাথে এখন জেলে পরিবার গুলো হয়ে গেছে প্রায় বিলীন। সে সময়ের ব্যবসা বণিজ্যের উৎসগুলো হয়ে গেছে চিরতরে বন্ধ। সময় গড়িয়ে চলার সাথে সাথে সেই ভরা যৌবনা পূণর্ভবা এখন বালুচরে পরিণত হয়েছে। দুই পাশের পাহাড় গুলো হয়েছে কৃষি জমি। আর নদী গর্ভে জেগে উঠা উঁচু চরে এলাকার শিশুরা খেলছে ক্রিকেট, বল সহ বিভিন্ন খেলা। থমকে গেছে নদী আর নিভে গেছে বিপুল সম্ভবনা জাগানো কর্মকান্ড।

পাকুন্দিয়ায় উপজেলা নির্বাচনে ১৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে মোট ১৪জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী গত সোমবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে ৮জন, ভাইস-চেয়ারম্যান পদে ৪জন এবং সংরক্ষিত মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে দুইজন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ এ তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

শেরপুরে ৮ বার দরবারের পরেও সংঘর্ষ, আহত ৫

শেরপুর, বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়ার শেরপুরে পূর্বশক্রতা ও জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৫ জন আহত হয়েছে। এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায় শুভগাছা জাঙ্গালপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন ওই গ্রামের জালাল ফকিরের ছেলে অবরসপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্য আবু তাহের (৪৫), মৃত রইচ মন্ডলের ছেলে আল আমিন (৪৫) ও শরিফ মন্ডল (৩০)। অন্য পক্ষের ইউসুফ উদ্দিন ও তার স্ত্রী লাভলী খাতুন।জানা যায়, উপজেলার খামরকান্দি ইউনিয়নের শুভগাছা গ্রামের অবরসপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্য আবু তাহের তার বাড়ীর সংলগ্ন ৭ শতক জমিতে প্রায় দেড় বছর আগে একটি পুকুর খনন করে। সেই পুকুরে বসতবাড়ী ও তার গরুর খামারের পানি এসে জমাট বাধে। পুকুরটি ইউসুফের বাড়ীর পাশে হওয়াতে তার বাড়িতে দুর্গন্ধ যাওয়ার অভিযোগ তুলে তাদেরকে নিষেধ করে। এনিয়ে স্থানীয়ভাবে ৮টি সালিশী বৈঠক হয়। গত রোববার ১৪ এপ্রিল শালিসী বৈঠকে সীমানা নির্ধারণ করে খুঁটি পুতে দেয় স্থানীয় মাতবররা। সেই অনুযায়ী ১৫ এপ্রিল বিকেল ৫টার দিকে আবু তাহের ওই পুকুরপাড়ে কাজ করছিল। এ সময় প্রতিবেশি ইউসুফ দলবল নিয়ে এসে সিমানার খুঁটি তুলে ফেলে দিয়ে আবু তাহরের উপর চাকু, দা ও দেশীও অস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে গুরুত্বর আহত করে। তার চিৎকারে আল আমিন ও শরিফ মন্ডল এগিয়ে আসলে তাদেরকে কুপিয়ে আহত করে তারা। তখন স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। এতে আবু তাহেররে অবস্থা অবনতি হলে তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, বগুড়াতে স্থানান্তর করে। এ ঘটনায় রাতে আবু তাহেরের স্ত্রী শিরিনা আক্তার বাদী হয়ে ৭ জন কে উল্লেখ করে শেরপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। স্থানীয় মাতবর কাইকোবাদ জানান, এ বিষয় নিয়ে আমি ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মবকুল হোসেনসহ অনেকে ৮ বার দরবার করে সিমানা নির্ধারণ করে খুঁটি পুতে দিয়েছি।

নিজের বোরো ধানের খেতে শ্যালো মেশিন চালিয়ে সেচ দিচ্ছেন কিশোর জাফর শেখ। চরকৃষ্ণপুর এলাকা, অম্বিকাপুর ইউনিয়ন, সদর উপজেলা, ফরিদপুর।

সজনে ডাঁটার ফলনে খুশি মেহেরপুরের কৃষকেরা

মেহেরপুর প্রতিনিধি : পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ সজনে গাছে ডাঁটায় ভরে গেছে মেহেরপুরের প্রতিটি বাড়ির আঙিনা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এ বছর সর্বোচ্চ সজিনার ফলন হয়েছে। এদিকে সজনে ডাঁটা বিক্রি করে অনেকেই আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। সজনে পাতা ও ডাঁটা পুষ্টি ও ভেষজগুণে ভরা সবজি হিসেবেও খুব দামি। ফলে দিন দিন বসতবাড়ির আশেপাশে, রাস্তার ধারে, ক্ষেতের আইলে এবং বাণিজ্যিকভাবে সজনে ক্ষেত বাড়ছে। কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলায় প্রায় ৩৫ হেক্টর জমিতে ৩৫ থেকে ৩৭ হাজার সজনে গাছ রয়েছে। প্রতি হেক্টরে ফলন হয় ৪ থেকে সাড়ে ৪ টন। দেশে দুটি জাত আছে, একটি হালো সজনে ও আর একটি নজিনা। ভারত থেকে আসা হাইব্রিড সজনের বীজ বপন করে লাগাতে হয়। হাইব্রিড জাতের সজনে গাছে বছরে দু’বার ফুল আসে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ ও জুন-জুলাই মাস। গত বছর জেলায় ৬০ হাজার সজিনার ডাল রোপণ করা হয়েছে। সজনে গাছের পাতা, ফুল, ফল, ব্যাকল ও শিকড় সবই মানুষের উপকারে আসে। সজনে পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। সজনে অনেক পুষ্টিগুণ থাকায় এ গাছকে যাদুর গাছ বলা হয়। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এ বছর মেহেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ সজিনার ফলন হয়েছে। সজিনায় উচ্চ মূল্য পাওয়ায় চাষিরা খুশি। শুরুতে বাজারে সজিনার কেজি ৬০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন সাইজ হিসেবে ১৪০-২০০ টাকা পর্যন্ত কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। পুষ্টিবিদ ডা. অলোক কুমার দাস জানান, সজিনার পাতা, ফল, ফুল, বীজ, ছাল, মুলের ভেষজ গুণও আছে। তাই সজনে গাছের বিভিন্ন অংশ ভেষজ চিকিৎসায় কাজে লাগে। সজিনার পাতার পুষ্টিগুণ বেশি, যেভাবে খাওয়া হোক না কেন তা শরীরে পুষ্টি যোগাবে, আর ঔষধিগুণ তো আছেই। সজনের পাতায় যে পরিমাণ পুষ্টি রয়েছে তা অনেক পুষ্টিকর খাবারেও নেই। যেমন, ডিমের চেয়ে বেশি আমিষ, দুধের চেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম, কমলার চেয়ে বেশি ভিটামিন সি, কলার চেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম, গাজরের চেয়ে বেশি ভিটামিন এ রয়েছে।

সোমালিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হলেন আগৈলঝাড়ার ডক্টর মিজান

আগৈলঝাড়া, বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশালের আগৈলঝড়া উপজেলা রাংতা গ্রামের সন্তান অধ্যাপক ডক্টর শেখ আসিফ এস. মিজান সোমালিয়ার দারুসসালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। মঙ্গলবার দেশটির রাজধানী মোগাদিসুতে অবস্থিত দারুস সালাম ইউনিভার্সিটির (ডিএসইউ) ক্যাম্পাসে উপাচার্য হিসেবে তাকে নিয়োগ প্রান করা হয়েছে বলে ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির ওয়েবসাইটে ব্যবস্থাপনা পর্ষদে তাকে উপাচার্য হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, তিনটি স্নাতকোত্তর ও একটি পিএইচডি ডিগ্রিধারী এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ২০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপক ড. শেখ আসিফ এস. মিজানকে দারুসসালাম ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো। ডক্টর শেখ আসিফ এস মিজান এর আগে সোমালিয়ার সিটি ইউনিভার্সিটি অব মোগাদিসুর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, আলফা ইউনিভার্সিটির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামসের অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব ব্যুরাউয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। এ ছাড়া ঢাকার কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তার বাড়ি বরিশাল জেলার আগৈলঝড়া উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের রাংতা গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে সন্তান। এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক প্রয়াত মৌলভি জোবায়েদ আলী ও নূরজাহান বেগমের সন্তান তিনি। তিনি দেশ-বিদেশের জার্নালে ড. মিজানের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ড. মিজান বহু দেশ ভ্রমণ এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করে পেপার প্রেজেন্ট, মূল বক্তা, রিসোর্স পারসন ও চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সিরাজদিখানে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং

সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী উদযাপন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায়”প্রাণি সম্পদে ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার উপজেলা পরিষদ হলরুমে এক প্রেস ব্রিফিং করেন উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা ডা.শবনম সুলতানা। এ সময় তিনি বলেন, ১৮ থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ চলবে। ১৮ এপ্রিল উপজেলার মালখানগর কলেজ মাঠে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হবে। সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১১ টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রত্যেক উপজেলা ভারচুয়ালি একই সঙ্গে উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। এ ছাড়া ১৯ এপ্রিল বিনামূল্যে টিকা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। ২০ এপ্রিল বিনামূল্যো কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ২১ এপ্রিল স্কুল ফিডিং কর্মসূচি পালন, ২২ এপ্রিল প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা, ক্ষুদ্র খামারী ও উদ্যোক্তাদের প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলায় সক্ষমতা সৃষ্টি, বিজ্ঞানভিত্তিক লালন-পালনের কৌশল অবহিত করা, উন্নত জাতের পশু-পাখি পালনে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও জনসাধারণের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিত করা। এ ছাড়া প্রদর্শনীতে থাকবে উন্নত জাতের গাভী, বাছুর, ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী ও শৌখিন পাখি (কবুতর, তিতির প্রভৃতি), বিভিন্ন প্রজাতির পোষা প্রাণী (খরগোশ, কুকুর ও বিড়াল), বিভিন্ন প্রাণিপ্রযুক্তি, উৎপাদিত বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য (মিষ্টি, দই, ঘি, মাখন, ছানা ইত্যাদি), উৎপাদিত বিভিন্ন মাংস প্রক্রিয়াজাত পণ্য। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রদর্শনীতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী খামারীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিরাজদিখান প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কাজী নজরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক যাবেদুর রহমান জুবায়ের।

আমদানিতেও কমছে না আলুর দাম, বেড়েছে পেঁয়াজ, রসুন ও আদার দাম

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে বেড়েছে আলু আমদানি। তবে আমদানিতেও কমছে না ভারতীয় ও দেশীয় আলুর দাম। ভারতীয় আলু কেজিতে বেড়েছে ৮ টাকা আর দেশীয় আলু কেজিতে বেড়েছে ১০ থেকে ১৫ টাকা। এদিকে ঈদের পর থেকে ফের দাম বাড়তে শুরু করেছে দেশীয় রসুন, পেঁয়াজ ও আদার দাম। দেশীয় রসুন কেজিতে বেড়েছে ১০০ টাকা, আমদানিকৃত আদা কেজিতে বেড়েছে ৬০ টাকা। আর দেশীয় পেঁয়াজ কেজিতে ১০ টাকা বেড়েছে। পণ্যগুলোর দাম বাড়ায় বিপাকে পড়েছেন ক্রেতা সাধারণ। বিক্রেতারা বলছেন,টানা ছুটি থাকায় আমদানি বন্ধ ছিল ও সরবরাহ কমে যাওয়া দাম বেড়েছে। মঙ্গলবার হিলি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ঈদের আগে দেশীয় আলু ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে, আজ সেই আলু ৪৫ থেকে ৫৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। দেশী রসুন আগে ছিল ৮০ টাকা কেজি দরে, তা এখন ১০০ টাকা বেড়ে ১৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আমদানিকৃত চায়না আদা আগে বিক্রি হয়েছে ১৮০ টাকা কেজি দরে, তা এখন ৬০ টাকা বেড়ে ২৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। দেশীয় পেঁয়াজ ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও তা এখন ১৫ টাকা বেড়ে ৫৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর আমদানিকৃত আলু বন্দর থেকেই দেশেরস্থানে পাঠানো হচ্ছে। তবে ক্রেতারা সাদ নেই বলে আমদানিকৃত আলু কিনতে চায় না। হিলি বাজারে আলু আদা, পেঁয়াজ ও রসুন কিনতে আসা ফরহাদ বলেন, বাড়িতে মেয়ে-জামাই এসেছে তাই বাজার করতে আসলাম।

‘আমি আমতলীতে শান্তির সুবাতাস নিয়ে এসেছি’

আমতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনা -১ আসনের এমপি গোলাম সরোয়ার টুকুকে গণসংবর্ধনা ও আমতলী পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র মো. মতিয়ার রহমানের অভিষেক মঙ্গলবার সকালে পৌরসভা চত্ত্বরের বঙ্গবন্ধু মুর‌্যালের পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয়। গণসংবর্ধনা ও অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপত্বি করেন আমতলী পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. মতিয়ার রহমান। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বরগুনা-১ আসনের সাংসদ ও সদস্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য গোলাম সরোয়ার টুকু এমপি। সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বরগুনা পৌরসভার মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল আহসান মহারাজ, আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট এমএকাদের মিয়া, বেতাগী পৌরসভার মেয়র মো. গোলাম কবির, তালতলী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. রেজবিউল কবির জোমাদ্দার, আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক প্রভাষক জিএম ওসমানী হাসান প্রমুখ।

কিশোরগঞ্জের হাওড়ে নতুন ধান কাটা নিয়ে ব্যস্ত কৃষকরা

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি: কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, কুলিয়ারচর ও নিকলীসহ আশেপাশের হাওড়ের ইরিবোরো জমি থেকে ধান কাটছে কৃষকরা। তাদের চোখে মুখে ক্লান্তি থাকলেও এবার ইরি বোরো জমির ধান গতবারের তুলনায় একর প্রতি ১০ থেকে ২০ মণ ধান বেশি হচ্ছে। মঙ্গলবার বাজিতপুর উপজেলার আছানপুর, হুমাইপুর, আয়নারগোপ, বাহেরবালী হাওড়সহ কয়েকটি হাওড়ে ঘুরে দেখা গেছে, এ বছর পহেলা বৈশাখে ২ থেকে ৩ দিন আগে থেকে হাওড়ে ইরি বোরো ধান কাটা হচ্ছে। প্রতি একরে ৮০-১০০ মণ দর ধানের ফলন হয়েছে। কৃষকদের ব্যস্ততার শেষ নেই। তাদের চোখে মুখে ক্লান্তির হাসি। কাঁচা ধান প্রতি মণ কৃষকরা ৮০০ টাকা হতে ৮৫০ টাকা মণ দরে পাইকাররা জমি থেকে বস্তায় ভরে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা বলেন।

ফুলবাড়ী পৌরএলাকার ৫৮ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ফুলবাড়ী পৌরএলাকায় বাসবাসকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত ৫জন শিক্ষার্থীসহ ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৫৩ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে ফুলবাড়ী পৌরসভার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত সোমবার সন্ধ্যা ৬ টায় ফুলবাড়ী উপশহর মাঠে পৌরসভা আয়োজিত ঈদ আনন্দ ও বৈশাখী মেলার মঞ্চে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মোহাম্মদ আলী মিরুর সভাপতিত্বে এবং সংবাদিক আশরাফ পারভেজের সঞ্চালনায় আয়োজিত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন পৌরসভার মেয়র মো. মাহমুদ আলম লিটন। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ২ নং প্যানেল মেয়র হারান দত্ত, পৌর কাউন্সিলর মাজেদুর রহমান, আবদুল মজিদ, মমতাজুর রহমান পারভেজ, পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. লুৎফুল হুদা চৌধুরী লিমন প্রমুখ। শেষে পৌরএলাকার ৫৮ কৃতী শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন পৌর মেয়র মো. মাহমুদ আলম লিটন। সংবর্ধিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত ৫ জন, ২০২৩ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৫৩ জন রয়েছেন। এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৫৩ জন কৃতী শিক্ষার্থীর মধ্যে সুজাপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ৪৪ জন, গোলাম মোস্তফা (জিএম) পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের ৬ জন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহমান ইনস্টিটিউটের ৩ জন।

পেনাল্টি নিয়ে বিবাদ, যা বললেন চেলসি কোচ

স্পোর্টস ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এভারটনের বিপক্ষে ৬-০ গোলের বিশাল জয়। তাতে আবার চার গোল কোল পালমারের। দলের স্মরণীয় পারফরম্যান্সে চেলসি কোচ মাউরিসিও পচেত্তিনোর আনন্দে থাকার কথা! কিন্তু সেটি ছাপিয়ে আর্জেন্টাইন কোচকে ভাবাচ্ছে পেনাল্টি নিয়ে হয়ে যাওয়া বিবাদ! সোমবার ঘটনাটা ঘটেছে দ্বিতীয়ার্ধে। তখন স্কোর লাইন ছিল ৪-০। পরবর্তী পেনাল্টি শট কে নেবে সেটি নিয়েই চলে একরকমের যুদ্ধ। অথচ ক্লাব থেকে পেনাল্টির জন্য মনোনীত ব্যক্তিটি হলেন পালমার। তার পরেও স্পট কিক নেওয়া নিয়ে বল কাড়াকাড়ি করেছেন নিকোলাস জ্যাকসন ও ননি মাদুয়েকে। পরে অধিনায়ক কনর গ্যালাগার হস্তক্ষেপ করে শট নেওয়ার জন্য বল পালমারের হাতে তুলে দিয়েছেন। মাঠে এমন বিশৃঙ্খলা মোটেও পছন্দ হয়নি চেলসি কোচের।

পচেত্তিনো ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘খেলোয়াড় আর স্টাফরা খুব ভালো করেই জানে পেনাল্টি নেওয়ার জন্য মনোনীত কোল পালমার। কিন্তু যা মাঠে হলো, সেটা নিয়ে আমি ভীষণ মর্মাহত। আমাদের দলে শৃঙ্খলাই মূল বিষয়।’ জ্যাকসন ও মাদুয়েকের কাণ্ডটা যে সঠিক ছিল না সেটা স্বীকার করেছেন পচেত্তিনো। ওই সময় অধিনায়কের দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করেছেন তিনি, ‘আমরা সবাই স্বীকার করি জ্যাকসন আর মাদুয়েকে সবাই ভুল ছিল। ওরা সেরকম অভিজ্ঞও নয়, খুব তরুণ। তবে গ্যালাগার যেভাবে এগিয়ে এসেছে সেটা প্রশংসাযোগ্য।’

তবে এই ধরনের ব্যবহার যে অগ্রহণযোগ্য সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি, ‘আমরা এই ধরনের ব্যবহার দেখাতে পারি না। মনে হচ্ছে আমরা কোনো স্কুলে এবং আমাদের কাজ হচ্ছে তাদের ভুলটা ধরিয়ে দেওয়া। শাস্তি হয়তো হচ্ছে না। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা আর ঘটা উচিত নয়। পালমার মাঠে থাকলে সেই পেনাল্টি নেবে।’ পচেত্তিনো অবশ্য তার পর ক্ষমা চেয়েছেন এই ঘটনায়। তার মতে, এটাতে ক্লাবটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।

রিমান্ডে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার

স্পোর্টস ডেস্ক : একাধিক অপরাধের দায়ে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার মাইকেল স্লাটারকে রিমান্ডে নিয়েছে দেশটির পুলিশ। অস্ট্রেলিয়ার পুলিশের বরাতে ডেইলি মেইল অনলাইন জানিয়েছে, গতকাল অস্ট্রেলিয়ার মারুচাইদোরে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্লাটারের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থাপন করা হয়। জানা গেছে, ঘরোয়া সহিংসতা, অনৈতিকভাবে গোপনে নজরদারি ও হয়রানি, রাতে অন্যের ঘরে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ, শারীরিকভাবে আক্রমণ ও জামিনের শর্ত ভঙ্গসহ ২০২৩ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে এ বছরের ১২ এপ্রিলের মধ্যে স্লাটারের বিরুদ্ধে সর্বমোট ১৯টি অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এজন্য তাকে গ্রেপ্তারের পর রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার আবারও আদালতে তার মামলা উপস্থাপন করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ক্যারিয়ারে বেশ উজ্জ্বল ছিলেন স্লাটার। জাতীয় দলের হয়ে ৭৪টি টেস্ট ও ৪২টি ওয়ানডে খেলেলেন এই ক্রিকেটার। সাদা পোশাকে আছে ১৪টি সেঞ্চুরি। ওয়ানডেতে ২৪.০৭ গড়ে রান করেছেন ৯৮৭। ২০০৪ সালে অবসর নেওয়ার পর ধারাভাষ্যকার হিসেবে নাম করেন সাবেক এই ক্রিকেটার।

নিজ থেকেই বিশ্রাম চেয়েছেন ম্যাক্সওয়েল

স্পোর্টস ডেস্ক : গুঞ্জন ছিল আঙুলের ইনজুরির কারণেই গতকাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে রাখেনি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন ম্যাক্সওয়েল খোদই। জানালেন নিজের ইচ্ছাতেই বেঙ্গালুরুর কাছে বিশ্রাম চেয়েছেন তিনি। এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি ম্যাক্সওয়েল। ৬ ম্যাচ খেলে মাত্র ৩২ রান করেছেন এই অজি অলরাউন্ডার। তাই মানসিক ও শারীরিকভাবে সতেজ থাকতে বিশ্রাম নেন তিনি।

হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচের পর গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ম্যাক্সওয়েল বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ ছিল। আগের ম্যাচ (মুম্বাইয়ের বিপক্ষে) শেষে ফাফ (ডু প্লেসি) ও কোচদের কাছে গিয়ে বলেছি, আমার মনে হচ্ছে সম্ভবত অন্য কাউকে দিয়ে চেষ্টা করার এটাই সময়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমি আগেও পড়েছি। যত বেশি খেলেছি, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গিয়েছে। তাই আমি অনুভব করেছি নিজেকে একটু মানসিক ও শারীরিকভাবে বিশ্রামে রাখা প্রয়োজন, যাতে আমার শরীর আবারও সঠিক অবস্থায় ফিরে আসে।’ দারুণ ছন্দে থেকেই আইপিএলে এসেছিলেন ম্যাক্সওয়েল। নভেম্বরের শুরু থেকে ১৭ টি-টোয়েন্টি খেলে ৪২.৪৬ গড় ও ১৮৫.৮৫ স্ট্রাইকরেটে ৫৫২ রান করেন তিনি। যেখানে দুটি সেঞ্চুরিও আছে। কিন্তু আইপিএলে আসতেই বদলে গেল ম্যাক্সওয়েলের রূপ। অজি অলরাউন্ডার বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কখনো কখনো এমনটা হতে পারে। এটা পরিবর্তনশীল একটা খেলা। প্রথম ম্যাচের কথাই যদি বলি, বল কিন্তু আমার ব্যাটের মাঝ বরাবর লেগেছিল। এরপরও বল কিপারের হাতে গেছে। রান করার সুযোগ আছে দেখে আমি একটু আগেই শট খেলে ফেলেছিলাম। সময় আমার পক্ষে থাকলে বল (কিপারের) গ্লাভসের অনেক দূর দিয়ে যেত। প্রথম বলেই আমি বাউন্ডারি পেয়ে যেতাম। টুর্নামেন্টের শুরুটাও ভালো হতো। কিন্তু সেটা হয়নি।’ তবে বিশ্রাম নিয়ে কিছুটা আফসোসও হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল। হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচটি যে এমন রানের বন্যা বইয়ে দেবে, তা জানলে বিশ্রাম নিতেন না তিনি।

উইজডেনের ‘লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’ কামিন্স

স্পোর্টস ডেস্ক : বের হয়েছে উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালামনাকের নতুন (১৬১তম) সংস্করণ। সেখানে লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স (পুরুষ) ও ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভার-ব্রান্টের (নারী) নাম ঘোষণা করেছে ক্রিকেটের বাইবেল খ্যাত ম্যাগাজিনটি। বল হাতে গত বছর আলো ছড়িয়েছেন কামিন্স। অস্ট্রেলিয়াকে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পাশাপাশি অ্যাশেজের শিরোপা ধরে রেখী নেতৃত্বের দারুণ ছাপও রাখেন তিনি। তাই এক যুগ পর কোনো অজি ক্রিকেটার পেলেন উইজডেন লিডিং ক্রিকেটারের খেতাব। সবশেষ ২০১২ সালে এই পুরস্কার জিতেছিলেন সাবেক অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। কামিন্সকে নিয়ে উইজডেন সম্পাদক লরেন্স বুথ বলেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সফলতার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর, প্যাট কামিন্স অ্যাশেজ ধরে রাখেন। এজবাস্টনে প্রথম টেস্টে লেট অর্ডারে রানের জন্য বড় ধন্যবাদ প্রাপ্য তার। এরপর ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পথে নেতৃত্ব দেন তিনি।

শেষ চারে যেতে আত্মবিশ্বাসী এনরিকে

স্পোর্টস ডেস্ক : ঘরের মাঠে প্রথম দেখায় হেরে গেলেও ইউরোপ সেরার মঞ্চে টিকে থাকার ব্যাপারে দারুণ আত্মবিশ্বাসী লুইস এনরিকে। স্প্যানিশ এই কোচ নিশ্চিত, ফিরতি লেগে বার্সেলোনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে জায়গা করে নেবে পিএসজি। বার্সেলোনায় মঙ্গলবার রাতে সেমি-ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে এনরিকের সাবেক ও বর্তমান দল। মাঠের লড়াই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায়। প্যারিসে রোমাঞ্চ ছড়ানো ম্যাচে ৩-২ গোলে হেরেছিল পিএসজি। ২০১৫ সালে বার্সেলোনার সবশেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সময় ডাগআউটে ছিলেন এনরিকে। সোমবার সংবাদ সম্মেলনে বলেন তার বিশ্বাস, স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের পেরিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য পুরোপুরিই আছে পিএসজির। “আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করি যে, এখানে আমরা স্কোর লাইন পাল্টে দিতে পারব। প্রথম ম্যাচে দুই দল প্রবল লড়াই করেছে।

যে কোনো সংস্করণেই তামিমকে চান শান্ত

স্পোর্টস ডেস্ক : গত বছরের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেটে আলোচিত বিষয়ের একটি জাতীয় দলে তামিম ইকবালের ফেরা। আচমকা অবসর গ্রহণের পর সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে দুটি ম্যাচ খেলেছেন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। তবে এরপর থেকেই দূরে আছেন জাতীয় দল থেকে। এখনও আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ায়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তামিমের ফেরা বা না ফেরা নিয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আসার আগে নিজের চাওয়া পরিষ্কার করলেন বর্তমান অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে গত সেপ্টেম্বরে সবশেষ বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন তামিম। এরপর বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি তার। আনুষ্ঠানিকভাবে ফিটনেসের কথা বলা হলেও, তামিমের বাদ পড়ার ব্যাপারে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আরও অনেক কারণ সামনে আসে। যা জন্ম দিয়েছে নানান আলোচনার। অনিশ্চিত করে তুলেছে জাতীয় দলে তামিমের ফেরা। সবশেষ বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তামিম বলেছিলেন, তাকে জাতীয় দলে ফিরতে হলে অনেক কিছু ঠিকঠাক হতে হবে। বিসিবির পক্ষ থেকে গত কয়েক মাসে অনেকবার বলা হয়েছে, তামিমের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন তারা। দুই পক্ষের বৈঠকের ওপরই মূলত নির্ভর করছে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন, তামিম জাতীয় দলে ফিরলে খুশি হবেন শান্ত। তবে মঙ্গলবার এক্স সিরামিকসের চিফ ব্র্যান্ড অফিসার হিসেবে যোগদান অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশ অধিনায়ক বললেন, ফেরা নিয়ে তামিমের সঙ্গে কথাও বলেছেন তিনি। “আমি তো চাইব, তিনি যদি ফিট থাকেন, টি-টোয়েন্টি থেকে যদিও অবসর নিয়েছেন, যদি তিনি ফিট থাকেন, যে কোনো সংস্করণে এলেই আমরা খুশি হব। আমার মনে হয়, আমি না শুধু, দেশের প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা ক্রিকেটারই খুশি হবে। এটা তো একটা ইচ্ছা, এটা চাওয়া। তবে সবার আগে ওঁর চাইতে হবে। তারপর বাকি প্রক্রিয়া হবে। তবে অধিনায়ক হিসেবে, আমার যেটা ইচ্ছে বা চাহিদা, সে বিষয়গুলো নিয়ে টুকটাক একটু আলাপ-আলোচনা করেছি।” গত বছরে জুলাইয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ চলাকালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নেন তামিম। এরপর নানান ঘটনাপ্রবাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন তিনি।

বাংলাদেশ সফরের ভারত দলে নতুন ২

স্পোর্টস ডেস্ক : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে আলো ছড়িয়ে দ্রুতই পুরস্কার পেয়ে গেলেন সাজানা সাজিভান ও সোবহানা আশা। প্রথমবারের মতো ডাক পেলেন জাতীয় দলে। তাদের নিয়েই বাংলাদেশে খেলতে আসবে ভারতের মেয়েরা। বিসিসিআই সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের সফরের জন্য ১৬ জনের দল ঘোষণা করেছে। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আগামী ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে তাদের। হারমানপ্রিত কৌরের নেতৃত্বে পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই আসবে ভারত। দলে সাজানা ও আশাই শুধু নতুন মুখ। এ ছাড়া ফেরার তালিকায় আছেন দায়ালান হেমলাথা ও রাধা ইয়াদাভ।

ইনজুরির কবলে জিমি

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রিমিয়ার হকি লিগে মোহামেডান-মেরিনারের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন মোহামেডানের অধিনায়ক রাসেল মাহমুদ জিমি। মেরিনারের ভারতীয় খেলোয়াড় সুদীপের স্টিকের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন জিমি। শনিবার হকি স্টেডিয়ামে খেলা শেষে জিমিকে রাজধানীর কাকরাইলে ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জিমির নাকে সেলাই নিতে গিয়ে জানতে পারেন ঠোঁটের ভেতরে আঘাত রয়েছে। জিমি জানালেন স্টিকের আঘাতে ঠোঁট কেটে গিয়েছে আমি জানতাম না। রক্ত বেরিয়েছিল। সেই অবস্থায় খেলেছি। নাকে সেলাইয়ের জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সেখানে ঠোঁটের সেলাই করতে হয়েছে ৩টা।’ জিমি বলেন, ‘নাকে ঠোঁটে দুই জায়গাতেই সেলাই পড়েছে।’ আঘাত পাওয়ার পর জিমি প্রায় ৮/১০ মিনিট খেলার বাইরে ছিলেন।

কৃষি ও কৃষক

নতুন ধান ঘরে তুলতে ব্যস্ত কৃষকরা

কৃষি ও কৃষক ডেস্ক : সুনামগঞ্জের হাওরে বৈশাখের প্রথম দিনে চলছে পাকা ধান কাটার উৎসব। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা পরিবার পরিজন নিয়ে মাঠে ছুটছেন। সারাদিন সোনালি ধান কাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। সুনামগঞ্জ বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার করচার হাওরের কৃষক উস্তার আলী। মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে পাঁচ একর জমিতে বোরো ধানের আবাদ করেছিলেন। সেই ধানের বাম্পার ফলন হলেও ধান ঘরে তোলা নিয়ে ছিল চরম শঙ্কা। তবে সেই শঙ্কা কাটিয়ে অবশেষে বৈশাখের প্রথম দিনে স্বপ্নের ফলানো সেই ধান কেটে মাড়াই দিয়ে প্রখর রোদে শুকাচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে এবার উৎপাদন আর সংগ্রহ ভালো হওয়ায় চোখে মুখে আনন্দ তার। উস্তার আলী বলেন, ‘২০ হাজার টাকা খরচ করে হাওরে বোরো ধানের আবাদ করেছিলাম। সেই ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। এমনকি এ বছর ৬০ মণ ধান বিক্রি করতে পারব বলে আশা করছি। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সুনামগঞ্জের ১৩৭টি হাওরে এ বছর বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। তারমধ্যে বৈশাখের প্রথম দিনে এই অঞ্চলের ৩০টি হাওরে লক্ষাধিক কৃষক সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় গামছা পেচিয়ে ধান কাটতে মাঠে নামেন। একদিকে কৃষকরা ধান কাটছেন অন্যদিকে কৃষাণীরা সেই ধান রোদে শুকাচ্ছেন কেউবা আবার সেই ধান বস্তাবন্দি করে সংরক্ষণ করছেন। কৃষকরা জানান, বৈশাখের প্রথম দিনে কষ্টের ফলানো সোনালি ধান ঘরে তুলতে পেরে আনন্দিত তারা। এই হাওরকেই ঘিরেই তাদের বৈশাখ। করচার হাওরের কৃষক আমির উদ্দিন বলেন, ‘এ বছর ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। আশা করি এই ধান বিক্রি করে ছেলে মেয়ে নিয়ে বছর পার করতে পারব।’ আরেক কৃষক রুহুল মিয়া বলেন, যেভাবে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল ধান ঘরে তোলা নিয়ে সত্যি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তবে এখন আবহাওয়া ভালো আর ধান ও পেকে গেছে তাই পরিবারের সবাইকে নিয়ে বৈশাখের প্রথম দিনে ধান কাটতে মাঠে নেমেছি। কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, চলতি মৌসুমে সুনামগঞ্জে দুই লাখ ২৩ হাজার ২৪৫ হেক্টর জমিতে বোরো চাষাবাদ করেছেন কৃষকরা। যেখান থেকে এ বছর ১৩ লাখ ৭০ হাজার ২০২ মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হবে। টাকার অংকে যার বাজারমূল্য ৪ হাজার একশ ১০ কোটি টাকা। তবে সুনামগঞ্জ কৃষি বিভাগের উপ পরিচালক বিমল চন্দ্র বলেন, ‘ধান ঘরে তুলতে কৃষকদের সহযোগিতা ও দূর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য এরই মধ্যে বিভিন্ন উপজেলায় জরুরি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। আমরা মাঠ পর্যায়ে থেকে কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছি।’ এছাড়াও চলতি মৌসুমে বৃষ্টির পানিতে দেখার হাওরের জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে কৃষকের ৬০ হেক্টর করে বোরো ধান তলিয়ে যায়। যার বাজারমূল্য প্রায় কোটি টাকা।

কাঁঠালের ফল বা মুচি পচা রোধে করণীয়

কৃষি ও কৃষক ডেস্ক : কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। ফল পচা বা মুচি ঝরা রোগের কারণে উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায়ই কাঁঠালের উৎপাদন অনেকাংশে ব্যাহত হয়। কাঁঠালের ভালো ফলনের জন্য তাই কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। আসুন জেনে নিই সে সম্পর্কে রোগের কারণ : রাইজোপাস আরটোকারপি নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। এ ছত্রাক কচি ফলে (স্ত্রী পুষ্পমঞ্জরি) আক্রমণ করে। ছত্রাকের কারণে কাঁঠালের মুকুল পচা রোগটিই মুকুল ঝরার প্রধান সমস্যা। পুরুষ পুষ্পমঞ্জরি পরাগায়ন শেষে স্বাভাবিকভাবেই কালো হয়ে ঝরে যায়। রোগের লক্ষণ : আক্রান্ত মুকুল প্রথমদিকে ধূসর হয়ে যায়। পরে মুকুলের গায়ে সরু ও লম্বা সাদা ছত্রাক দেখা যায়। সবশেষে আক্রান্ত মুকুল ছোট অবস্থাতেই মাটিতে ঝরে পড়ে। প্রতিকার : গাছের নিচে ঝরে পড়া পুরুষ ও স্ত্রী পুষ্পমঞ্জরি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাছের নিচের জমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মুচি আসার আগে ও পরে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বোর্দোমিক্সার বা মেনকোজেব গ্রুপের ডায়থেন এম-৪৫ অথবা মেনকোজেব (৬৪%) আর মেটালাক্সিল (৮%) গ্রুপের রিডোমিল গোল্ড প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। টেবুকোনাজল গ্রুপের ফলিকুর নামক ছত্রাকনাশক গাছে ফুল আসার পর থেকে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে। সাবধানতা : ১. স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই ফল খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। করণীয় : ফল সংগ্রহ করা শেষ হওয়ার পর প্রতিটি গাছের ফলের বোটা, মরা ডাল, রোগ বা পোকা আক্রান্ত পাতা ও ডাল অপসারণ করে অনুমোদিত একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক স্প্রে করে দিন।

ঝালকাঠিতে পানের উৎপাদন কমায় বাড়ছে দাম

কৃষি ও কৃষক ডেস্ক : ঝালকাঠির বিভিন্ন হাট-বাজারে ৮০টি (এক বিরা) পান ৪০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ৪ মাস আগেও যা ছিল ১৮০ থেকে ২২০ টাকার মধ্যে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদন না হওয়ায় ঘাটতি মেটাচ্ছে রাজশাহীসহ পাহাড়ি এলাকার পান। পান বাজার ঘুরে দেখা যায়, ব্যবসায়ীরা রাজশাহীসহ পাহাড়ি এলাকা থেকে আনা পান বিক্রি করছেন। একটু পুরু ধরনের এসব পানের রং স্বাভাবিক সবুজের চেয়ে একটু লালচে বর্ণের। বিক্রেতা হামিদুর রহমান ও মো. ওসমান জানান, ৩ মাসে আগেও চাষিরা পানের দাম পাননি। এখন বাজারে পানের দাম বাড়ছে। উৎপাদন কম হওয়ায় দাম বাড়ছে বলে মনে করছেন তারা। সদর উপজেলার ছত্রকান্দা গ্রামের চাষি সাব্বির আহমদ জানান, ৬০ শতক জমিতে পান চাষে সব মিলিয়ে তার প্রায় ২ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। বরজে পানের উৎপাদন প্রথমদিকে ভালো হলেও শীত মৌসুম আসার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদন অনেকটাই কমে যায়। আবহাওয়া বদলাতে শুরু করলে বৃষ্টি হলে আবার নতুন পানের ভালো ফলন শুরু হবে। তখনও এমন দাম থাকলে ভালো মুনাফা হবে বলে তার আশা। চাষিরা জানান, প্রতি একর জমিতে পাঁচ-ছয়টি পানের বরজ করা যায়। এক একর জমিতে পান চাষ করতে খরচ হয় ৩ থেকে সাড়ে ৫ লাখ টাকা। বছরে প্রতি একর জমিতে উৎপাদিত পান বিক্রি হয় গড়ে প্রায় ২০ লাখ টাকায়। এতে খরচ বাদ দিয়ে চাষিদের ১২-১৬ লাখ টাকার মতো মুনাফা থাকে। কিন্তু গত ২ মাসেরও বেশি সময় ধরে উৎপাদন না থাকায় লোকসান গুনতে হচ্ছে। বর্তমান বাজারের দাম অব্যাহত থাকলে প্রচুর লাভ করতে পারবেন। এদিকে ঝালকাঠির পান চাষিরা পড়েছেন আরেক বিপর্যয়ের মুখে। অজ্ঞাত রোগ এবং শীত দীর্ঘায়িত হওয়ায় পানের পাতা নতুন করে গজাচ্ছে না। পুরো দক্ষিণাঞ্চলের পান চাষিদের এমন অবস্থা বলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। ফলে চলতি মৌসুমে জেলার চাষিরা হেক্টর প্রতি ৫-৬ লাখ টাকারও বেশি লোকসান দিয়েছেন। কৃষি বিভাগের পরামর্শ মতো কীটনাশক দেওয়ার পরও পাতা ঝরার পরে বৃষ্টি না থাকায় নতুন করে পান পাতা আসছে না। চাষিদের দাবি, অজ্ঞাত কারণে পান পাতা ঝরে পড়া রোগে ঘূর্ণিঝড় সিডরের চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঝালকাঠিতে বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমিতে পান চাষ হচ্ছে। প্রতিনিয়তই তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। ৪-৫ মাস আগেও ঝালকাঠির পান দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর চাহিদা পূরণ করে রাজধানী এবং উত্তরাঞ্চলে সরবরাহ করা হতো। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় এখন উল্টো রাজশাহীসহ অন্য পাহাড়ি এলাকায় উৎপাদিত পান চড়া দামে কিনে আনতে হচ্ছে।

বিনাচাষে আলু আবাদে লাভ বেশি কৃষকের

কৃষি ও কৃষক ডেস্ক : পটুয়াখালীতে দিন দিন বাড়ছে বিনাচাষে আলুর আবাদ। এতে করে কম খরচে কৃষকরা বেশি ফলন পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। এছাড়া স্থানীয় বাজারে আলুর পযাপ্ত চাহিদা ও দাম ভালো পাওয়ায় খুশি কৃষকরা। আর বিগত বছরের থেকে এ বছর কৃষকরা বেশি জমিতে আলুর আবাদ করেছেন বলে জানায় কৃষি বিভাগ। ধান ও ডাল উৎপাদনে পটুয়াখালীর কৃষকরা এগিয়ে থাকলেও আলু চাষে এই এলাকার কৃষকদের তেমন একটা আগ্রহ দেখা যায় না। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই এলাকার কৃষকরা আলুর আবাদ শুরু করেছেন। আলু আবাদে বিভিন্ন উচ্চফলনশীল জাতের ব্যবহারের পাশাপাশি কৃষকরা নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষাবাদ করছেন। এতে কৃষকদের চাষাবাদ খরচ যেমন কমছে তেমনি আলুর উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ছে। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নে এবার মোট ৫০ জন কৃষক বিনাচাষে আলুর আবাদ করছেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউটের সহযোগিতায় কৃষকরা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো ফলন পেয়েছেন। নীলগঞ্জ ইউনিয়নের কুমিরমাড়া গ্রামের কৃষক জলিল ফরাজী জানান, আমন ধান কাটার পর জমির মাটি যখন কিছুটা নরম থাকে তখন সেই জমিতে আলুর বীজ সারিবদ্ধভাবে রোপন করে দেওয়া হয়, এরপর তার উপর জৈব সার, ছাই, অন্যান্য সার, খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর আর তেমন কোনো পরিচর্যা লাগে না। এতে চাষের খরচও হয় না। পাশাপাশি লবণাক্ততার কারণে অনেক সময় জমিতে লবণ উঠে যায় তা থেকেও এই পদ্ধতিতে আলু চাষ করতে ঝুঁকি থাকে না।একই এলাকার কৃষক আবুল হোসেন গাজী বলেন, ‘আমি এবার ১৫ শতাংশ জমিতে আলুর আবাদ করেছি, তবে এবার কিছু জমিতে নাভি পঁচা রোগ হলেও আমার ক্ষেতে কিছু হয়নি। ফলন ভালোই পাইছি।’ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম জানান, আলু চাষে চার থেকে পাঁচটি চাষ দিতে হতো কিন্তু এই পদ্ধতিতে চাষ করলে কোনো চাষ দিতে হয় না।

মিরসরাইয়ে মিষ্টি আলু চাষে বাজিমাত

কৃষি ও কৃষক ডেস্ক : চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় মিষ্টি আলু চাষে লাভবান হচ্ছেন কৃষকেরা। ফলে দিন দিন এই আলু চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন তারা। বিস্তীর্ণ চরে বিশেষ করে বালু চরে ফসলটি বেশি আবাদ হচ্ছে। পাশাপাশি অন্যান্য জমিতেও আবাদ জমির পরিমাণ বেড়ে চলেছে। উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শে কৃষকরা অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করেই লাভের মুখ দেখছে। ধান, সবজির পাশাপাশি মিষ্টি আলুতে বাড়তি আয় হচ্ছে কৃষকদের। মিরসরাই উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর উপজেলায় প্রায় ৩০ হেক্টর জমিতে মিষ্টি আলুর চাষ হয়েছে। যার অধিকাংশ চাষ হয়েছে উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের ফেনী নদীর পাড় ঘেঁষা পশ্চিম জোয়ার এলাকায়। এছাড়া মঘাদিয়া ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন ইউনিয়নে আবাদ হয়েছে ।মিষ্টি আলু অত্যন্ত পুষ্টিকর ফসল। সাধারণত বালু মাটিতে আলু/কন্দাল জাতীয় ফসল ভালো হয়। রেজমিনে উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের পশ্চিম জোয়ার এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, বিস্তীর্ণ বালু চরে মিষ্টি আলুর আবাদ করেছেন স্থানীয় কৃষকেরা। দুচোখের দৃষ্টি যতটুকু যাবে চোখে পড়বে আলু ক্ষেত। স্থানীয় কৃষকরা কেউ জমিতে সেচের পানি দিচ্ছেন, কেউ পরিচর্চা করছেন। একটা সময় এই চরের জমিগুলো খালি পড়ে থাকলেও এখন কৃষকরা এসব চরে মিষ্টি আলু চাষাবাদ করেছেন। এরই মধ্যে ফলন আসতে শুরু করেছে এবং বাজারে বিক্রি হচ্ছে। কথা হয় স্থানীয় কৃষক আলমগীর হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, ফিরোজ হোসেন ও মোবারককের সঙ্গে। আমগীর হোসেন বলেন, ‘এ বছর আমি দুইশ শতক জমিতে মিষ্টি আলু চাষ করেছি। এতে আমার প্রায় এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এরই মধ্যে এক লাখ টাকার আলু বাজারে বিক্রি করেছি। আশা করছি আরও ৩ লাখ টাকার আলু বিক্রি করতে পারবো। তিনি আরও বলেন, এখন প্রতি মণ আলু বাজারে ১২০০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। একবারে জমি থেকে ন্যূনতম দুই টন আলু উত্তোলন করা হয়। এরপর পিকআপ যোগে ফেনী শহরে নিয়ে পাইকারি বিক্রি করি। কৃষক মোবারক হোসেন বলেন, ‘এবার আমি ২৬০ শতক মিষ্টি আলু চাষ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ ফলনও ভালো হয়েছে। আমাদের জমিতে উৎপাদিত আলুতে কোনো ধরনের রাসায়নিক ও ফরমালিন থাকে না। এতে এখানকার উৎপাদিত আলুর ভালো চাহিদা রয়েছে। আমি প্রায় ১০ বছর ধরে মিষ্টি আলুর আবাদ করে আসছি। বছরের অন্য সময় ধান, সবজি চাষ করি। এসময় ওই জমিতে মিষ্টি আলুর চাষ করি। আলু উত্তোলন করে পিকআপ ভ্যানে ফেনী, কুমিল্লা চৌমুহনী ও নিমশা বাজারে নিয়ে বিক্রি করি। তিনি আরও বলেন, ‘প্রতিপিস আলুর ওজন ৩০০ গ্রাম থেকে দুই কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এবার আমার প্রায় দুই লাখ টাকা খরচ হয়েছে, আশা করছি ৫ লাখ টাকার মিষ্টি আলু বিক্রি করতে পারবো।’ পশ্চিম জোয়ার এলাকার চাষী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন।